বিবর্ন রৌদ্রের ঝলকানি

শিল্পা শ্যামা

একটি বাংলা যৌন-গল্প

শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

ভুমিকা ....

ঈদ গেলো। ঈদের পরে হলেও আমি ছোট্ট একটি সংযোজনা দিতে চাই – আমার এক খন্ড আনন্দ ভরা গল্প, "বিবর্ণ রোদ্রের ঝলকানি।"

- *যারা কেবল মাত্র ছোট মাপের গল্প পড়তে ভালোবাসেন, এটি তাদের মাথা গরম করে দিতে পারে।*
- *যারা সুন্দর কিছু কাহিনী চান, তারাও এর ধারে-কাছে এলে কষ্ট পাবেন বলেই আমি মনে করি, কারণ এর মধ্যে সে ধরণের সৌন্দর্য মন্ডিত কোন কিছুই আমি লিখতে পারিনি।*

শুধু মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক-পাঠিকা, যারা নারি-পুরুষের আদিম কামলীলার খবর নিতে ভালোবাসেন, ভোগেন যৌবন-জ্বালায়, আমার গল্পটি তাদের হাতেই তুলে দেওয়ার জন্য লেখা। শুধু তাদের অবসর-আনন্দের জন্য।

যারা ধৈর্য ধরে, কষ্ট করে পড়ার মানসিকতা রাখেন, তাদের কাছে আমার নিবেদন, গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো জানালে আমি কৃতজ্ঞ হবো। আমার নুতন মেইল আই.ডি ঃ naageenaa_naageenaa@yahoo.com

শিল্পা শ্যামা

বিবর্ণ রোদ্রের ঝলকানি

শিল্পা শ্যামা

হঠাৎ দেখা এক স্মৃতি ..

হাই! আমি আপনাদের সেই বাংলাদেশী তরুণী নারি শিল্পা শ্যামা। কদিন আগে তার কয়েকটা কাহিনী লিখে আপনাদের ভালোবাসার বন্ধনে আমি বিলীন হয়ে আছি।

আর তাই আজ আপনাদের কর-কমলে আমার জীবনের দারুন ভালো লাগার একটা কাহিনী উপহার দিতে বাসনা রাখি।

কিছুদিন আগেরই ঘটনা।

এক আর্ন্তজাতিক সংস্থার প্রাইভেট মিড-লেভেল এন্টারপ্রেনিউরদের দেড় দিনের ক্রস-লার্নিং কনফারেন্সে আমাদের 'প্রিতম এজেন্সী' থেকে মিঃ জগলুল হাসানের চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা ছিলো। জগলুল ভাই যাওয়ার ঠিক একদিন আগেই এপেন্ডিক্স-এর ব্যথায় যখন প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হলেন, বস আমাকেই বললেন, 'শিল্পা, আর কাউকেই পাচ্ছি না, তুমিই যাও না।'

আমার যেতে আপত্তিই নেই – আমি ঝামেলাবিহীন সিঙ্গেল মেয়ে।

অফিসিয়াল খরচে, জললুর ভাইয়ের জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখা বিমানে চড়েই ভোরের ফ্লাইটে চট্টগ্রামের পৌঁছুলাম। শাহ্ মকদুম বিমান বন্দর। তারপর সরাসরিই

আগ্রবাদের সেন্ট মার্টিন হোটেলে। এটাই আমাদের এই কনফারেন্স ভ্যেনু, এখানেই আমাদের থাকার বন্দবস্ত।

সকাল নটায় কনফারেন্স শুরু।

চেক-ইনের পর একটু ফ্রেশ হয়ে খানিকটা ড্রেস-আপ করে আর সেজে-গুজে আমি সেন্ট মার্টিনের বড়-সড় জৌলুসভরা কন্‌ফারেন্স হলে যখন পা রাখলাম, আমার বুকের ভেতর চাপা কাঁপুনিই।

বেশ একটা বিদেশী বিদেশী আমেজ। আমার আগেই অনেক অংশগ্রহণকারী এসেছেন।

অংশগ্রহণকারীদের ভেতর দিয়ে পা বাড়াতে গিয়েই আমার চোখ মুহূর্তে ছানাবড়া, সামনের সারিতে বসা গ্রে কালারের স্যুটেড-বুটেড ইয়ং ভদ্রলোকের উপর স্থির হয়ে গেছে। আমি থ'। সেরেছে! এই কনফারেন্সে এ কাকে দেখছি আমি?

ভদ্রলোক আর কেউ নন, আমার কলেজ জীবনের ক্লাশমেট, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট জন রুদ্র – রুদ্র রহমউল্লাহ। যার সাথে আমি এক সময় প্রচন্ড রকম ..

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, নিশ্চয়ই আপনারা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছেন।

হ্যাঁ, এই রুদ্রই আমার জীবনে গোপন নিষিদ্ধ একজন ব্যক্তি, আমার অতীতের আনন্দ, যার সাথে আমি প্রচুর মেতেছি, প্রচুর সেক্স করেছি।

হারানো সে দিনের কথা ..

আমি তখন বরিশালের বি.এম. কলেজে।

চোখে পড়ার মতো দারুন এক ছেলে হলেও আমি রুদ্রর দিকে প্রথম প্রথম তাকাতামই না। স্বাভাবিক সংকোচে। কিন্তু রুদ্রর এক খালাতো বোন টিনা আমাদের ক্লাশমেট হওয়ায় একদিন টিনার সাথেই রুদ্রদের বাড়ি গেলাম। সেখানেই কথাবার্তা। বলা যায়, প্রথম বারের মতো। ব্যাস! এরপরই আমার পালে উল্টে হাওয়া ..

প্রথমতঃ আমি একজন ঊনিশ বছরের টগ বগে সুন্দরী রূপবতী সেক্সী উঠতি যুবতী নারি। এ বয়সী মেয়েদের চোখে অপার নেশা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এর কিছু দিন আগেই আমার খালাতো বোন

নায়নার হাসব্যান্ড, আমার দুলাভাই, চট্টগ্রামে আমার সতীচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলায় আমার ভেতরে এমন এক স্বভাবের স্ফুরণ হয়েছে, বলার বাইরে। আমি শারীরিক সুখ বুঝি। ছেলেদের পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকি। চোখে পড়ার মতো ইয়ং ছেলেদের দেখলেই আমার ভেতরে ভেতরে মাপজোক শুরু হয় – কতোবড় পেনিস হবে, কেমন পারবে, ইত্যাদি।

দারুন, উঁচু লম্বা, হ্যান্ডসাম আর স্মার্ট ছেলে রুদ্রকেও মনে ধরে যাওয়ায় আমি দিওয়ানা হয়ে গেলাম, রুদ্রও তাই।

তারপর .. তারপর যা হওয়ার তাই।

রুদ্র আর আমি কলেজ পালাতাম। বরিশাল বগুড়া রোডের রুদ্ররই ঠিক করা ওর এক আত্মীয়ের বাসায়। ওখানেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ডুবে যাওয়া। আর আনন্দ মন্থন।

আমার স্পষ্ঠ মনে আছে, সে সময় রুদ্রর সাথে আমার ছয় মাসে কমপক্ষে দেড়শো দিন দৈহিক সম্ভোগ হয়। কি সাংঘাতিক, কি বেপোরোয়াপনা। তার মানে প্রত্যেক মাসে গড়ে পঁচিশ দিনই! আহা! আমার মতো একজন আঠার-উনিশ বছরের কলেজ-পড়া কচি অবিবাহিত মেয়ের আর কি চাই?

কিন্তু রুদ্রর সাথে আমার সম্পর্ক ঐ ছয় মাসের বেশি টেকেই নি।

সরকারী চাকুরে রুদ্রর বাবা বরিশাল থেকে ট্রান্সফার হয়ে সিলেট চলে যাওয়ায় রুদ্রও আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলো। নিয়তির আমোঘ নিয়মে, চিরদিনের মতোই।

হ্যাঁ, দীর্ঘ চার বছর আগের ঘটনা।

এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের হোটেল সেন্ট মার্টিনে আর্ন্ত-জাতিক সংস্থার এই কনফারেন্সে দাঁড়িয়ে আমার সেই অতীতকে খুব মনে পড়ছে।

আহা, আমার সেই অতীত ..

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

সংগত কারণে আমি সেদিকে মন না দিয়ে সমগ্র একাগ্রতা নিয়ে বার বার সামনের সারির রুদ্রর দিকেই তাকাচ্ছি। আহা, আমার এক সময়ের নিষিদ্ধ বন্ধু রুদ্র রহমতউল্লাহ!

রুদ্র বোধহয় আমাকে লক্ষ্যই করেনি। ওর দৃষ্টি উদ্বোধনী ডায়াসে। অনেকক্ষণ বসে থাকার জন্য হোক আর ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক, রুদ্র সামনের সারি থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই সাথে সাথে আমার বুকের রক্ত হীম। আমাকে চিনে ফেললো না তো?

কিন্তু কি আশ্চর্যই। গাধাটা আমাকে দেখলোই না। আমার ভেতরে খচ করে একটা কাঁটা বিঁধছে। দেখতে পেলো না, নাকি দেখেও চিনলো না? কি আশ্চর্যই! কি নিষ্ঠুর এই পৃথিবী! অথচ এই রুদ্রই একসময় আমার ভেতরে গাদা গাদা বীর্যপাত করার জন্য ..

একজন পুরুষ মানুষ একজন মেয়েকে এঞ্জয় করার পর কতো সহজেই ভুলে যায়।

এই যেমন রুদ্র, বরিশাল ছাড়ার পর আমার সাথে এক ফোটা যোগাযোগই করেনি। আমাকে মনেই রাখে নি। ভুলে গেছে, ভুলে থেকেছেও।

দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত!

চোখের আলোয় দেখেছিলেম ..

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পর কফি-ব্রেকের সময়ই ব্যাপারটা ঘটলো।

প্যান্ট্রিতে কফির ব্যবস্থা। সেলফ-সার্ভিস। রুদ্র কফি ঢালছে।

আমি কনফারেন্সের আরো কিছু যোগদানকারীদের সঙ্গে একটু দূরে, চোখের কোল দিয়ে চেয়ে আছি। আমি যেঁচে কোন কথাই বলবো না, রুদ্র যখন চিনছে না, আমিও চিনবো কেন? ... *নো টক...*

কিন্তু ..

তারপরই ব্যাপারটা ঘটলো।

চা ঢালতে ঢালতে রুদ্র হঠাৎ মুখ তুলে, আমার উপর দৃষ্টি পড়তেই, সামনে জ্যান্ত ভুত দেখার মতোই চমকে উঠলো। হাত থেকে কফির কাপ ছিটকে পড়ার দশা।

কোন মতে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর .. তারপরই চোখ জোড়া রসগোল্লার মতো বড় বড় করে হা করে আমার দিকে ছুটে এলো।

'এ্যাই, এ্যাই, তুই শিল্পা না?'

ইস! এই অভিজাত কনফারেন্সের ম্যানারস ও এ্যটিকেট সব ভুলে কি ধাঁচের কথাবার্তা! ঠিক রুদ্রই।

আমার এখন সত্যি সাংঘাতিক ভালো লাগছে। আমি রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছি।

'তুই শিল্পা না?'

আমি ফিস ফিস করলাম, 'আগে বল, তুই এখানে কি করছিস, রুদ্র?'

রুদ্রর দৃষ্টি আমার মুখ থেকে সরছেই না। এদ্দিন পর আমাকে দেখে কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে অপলক তাকিয়ে আছে। বললো, 'মানুষ রাতের বেলা স্বপ্ন দেখে, কোনটা ভালো স্বপ্ন, কোনটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর আমি এমন একটা সুখ-স্বপ্ন দেখবো, ভাবিই নি ..'

আমি ততোক্ষণে রুদ্রর কাছাকাছি সরে এসেছি। এখন আমার মন এবং আমার সকল চেতনা অন্য রকম ভালো লাগায় পেয়ে গেছে। আমি রুদ্রর দিকে ঝুঁকে ফিস ফিস করলাম, 'চুপ! চেঁচাস না। এটা ভদ্রলোকের কনফারেন্স, রুদ্র।'

রুদ্রই দৌড়ে গিয়ে দু'কাপ কফি ঢাললো।

তারপরই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনের কফির কাপে চুমুক দেওয়া আর সে কি হাসাহাসি। এক হল বোঝাই অভ্যাগত কনফারেন্স পার্টিসিপেন্টেদের সামনে আমরা দুজন এতোদিন পর মিলনের আনন্দে রীতিমতো সরব, মাতোয়ারা। আমাদের কোন লজ্জাই করছে না।

টি-ব্রেকের পর রুদ্র আর তার আগের জায়গায় ফিরলোই না।

কনফারেন্সের কী-নোট এড্রেস চলছে, একজন বিদেশী বয়স্ক ভদ্রলোক মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের উপর কথা বললেও রুদ্র আমার সাথে হলের এক কোণে, আমার গায়ের কাছে চেয়ার টেনে একদম পাশাপাশি। অদ্ভুত উৎফুল্ল! তার সকল চেতনা আজ চার বছর পর

হঠাৎ আবিষ্কার করা পুরানো বান্ধবীর দিকেই। ইস, রুদ্র শুনছেই না, ফিস ফিস করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

'এ্যাই রুদ্র,' আমি বাধ্য হয়ে এক সময় নত কণ্ঠে বললাম, 'কনফারেন্সে এসেছিস। ভুলে গেছিস?'

বললো, 'ও সব মিড-লেভেল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট যার ভালো লাগে, সেই করুক, শিল্পা। আমার কনফারেন্স তোর সাথেই – ফেন্ডশীপের কনফারেন্স, বুঝলি? হা হা হা।'

ইস! রুদ্র এখন এতো লোক জনের মধ্যে কি করে হাসছে। তবে চাপা স্বরে।

শুধু আমার সাথে কথা বলাই না, রুদ্র একটু পর পরই মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝেই কাঁধ দিয়ে আমার কাঁধে ধাক্কাও দিচ্ছে। গাধা! এটাই নাকি আমার সাথে ওর 'ফেন্ডশীপে'র কনফারেন্স করা!!!

এবং একটি রোমাঞ্চকর প্রস্তাব ..

সারাদিনের ম্যারাথন ধকলের পর বৈকালিক সেশান বিরতিতে রুদ্র হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে সোজা ছুট। আন্দার কিল্লার কাছাকাছি একটা পার্কে। জায়গাটা ওর আগে থেকে জানা।

পশ্চিমাকাশে পড়ন্ত সুর্যের শেষ কিরণ রশ্মি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চট্টগ্রাম শহরের নানান বয়সের বেশ কিছু নারি-পুরুষ এখানে। খোদ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক টানে কথাবার্তা চলছে। আমি একটা শব্দ না বুঝলেও সারাদিনের একটানা বসে থাকা আর আটকা পরিবেশের পর মুক্ত স্বাধীনতা প্রচন্ডভাবে উপভোগ করছি, বিশেষ করে রুদ্রকে পেয়ে।

রুদ্রই ফিস ফিস করে বললো, 'এ্যাই শিল্পা, মাইরী। তুই একদম মাল হয়েছিস।'

আমি রুদ্রর পাঁজরে কুনুই চালালাম। মাল! বলে কি? গাধা! এতোক্ষণ কথা বলতে পারেনি বলে ..

'চুপ! অসভ্য! ভালো কনফারেন্সে এসেছিস, ভালো হয়ে যা, রুদ্র।'

রুদ্র হাসছে। রুদ্র কি আর ভালো হয়? বিড় বিড় করে বললো, 'সত্যি শিল্পা, বরিশালে থাকতে তুই এতো হাই-

ফাই ছিলিই না। খুব সুন্দরী আর সেক্সী হয়েছিস, আর স্মার্টও লাগছে। চোখে চশমা পরলে একদম টিচার টিচার লাগতো।'

টিচার টিচার – বাহ্, বাহ্, এ সব উদাহরণ কোথায় পায়? আমি হেসে কুটি কুটি।

'তুই খুব পাজি হয়েছিস, রুদ্র।'

অল্প কথাবার্তায় রুদ্র সম্পর্কে জানা হলো। বাবার সাথে সিলেট চলে যাওয়ার পর রুদ্র ওখানেই পড়াশুনা করছিলো, সে সময়ই বাবার আকস্মিক মৃত্যু। বাড়ির বড় ছেলে হওয়ায় রুদ্রকে সংসারের হাল ধরতে হয়। নিজের চেষ্টা আর মনের জোর খাটিয়ে সংগ্রাম করে গেছে। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ছিলো, তাই দিয়েই শুরু হয় ওর ছোট্ট ফার্ম – লোকাল হ্যান্ডিক্রাফটস ফার্ম। এখন থেকে আড়াই বছর আগে। ঐ সিলেটেই। সেটা এখন আকারে বড় হয়েছে। প্রায় শ'তিনেক কর্মচারী।

শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনই নয়, রুদ্রর আরো একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। কথায় কথায় জানালো, ব্যবসা করতে গিয়ে স্থানীয় এক এম.পি-এর সাথে পার্টনারশীপ হয়। এম.পি-এর মেয়েকে রুদ্র বছর দেড়েক হলো বিয়েও করেছে।

রুদ্র বিয়ে করেছে শুনে আমার হাসি আর ধরে না।

'গাধা! জানিস না, ব্যবসার সুবিধের জন্য বিয়ে করা আর যৌতুক নেওয়া একই কথা।'

'কি করবো, বল শিল্পা।'

রুদ্রও হাসছে।

'রুদ্র, তোর বউটা কেমন হলো বল শুনি। সুন্দরী তো?'

'তোর মতো এতো অপরূপ সুন্দরী না। বউটা খাটি সিলেটি, শিল্পা। যখন দারুন সুন্দর করে টেনে টেনে সিলেটি ভাষায় কথা বলে ..'

'সিলেটি ভাষা বুঝিস?'

'হু।'

পার্ক থেকে উঠবো উঠবো করছি, ঠিক তখুনি রুদ্র প্রসঙ্গটা তুললো।

'এ্যাই শিল্পা, করবি?'

আমি চট করেই বুঝতে না পেরেই ঘাড় ঘুরিয়ে রুদ্রর মুখে তাকালাম।

'কি করবো, রুদ্র?'

'আমরা পুরানো বন্ধু, আমরা একসময় যা করতাম, আমি তার কথা বলছি, শিল্পা – চোদাচুদি?'

বলে কি? আমার রীতিমতো আতকে উঠে ছিটকে পড়ার দশা। বরিশালে থাকাকালে আমাদের সম্পর্ক এতো স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড ছিলো যে আমরা খুব অবলীলায় চোদাচুদি, ফাকিং এ সব বলতাম সত্যি, কিন্তু তাই বলে এই পাবলিক প্লেসে উপস্থিত এতো লোকজনের মধ্যে রুদ্র এ সব কি বলছে? মাথা গেছে নাকি?

আমি চট করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই রুদ্রর পাঁজর বরাবর কুনুই চালিয়ে দিয়েছি।

'যা, ভাগ।'

প্রচন্ড আবেগে রুদ্র আমার ডান হাত তার দুহাতের মুঠোয় তুলে নিলো।

'এ্যাই শিল্পা, চার বছর কম সময় না .. তোকে দেখে, বিশ্বাস কর, শিল্পা, আমার মাথাই খারাপ হচ্ছে। আহা, সেই মধুর স্বাদ। আয় না, অনেক দিন পর পুরানো জায়গায় পা রাখলে যেমন ভালো লাগে, তেমন ভালো লাগবে – তোরও, আমারও।' রুদ্র কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার মুখে তাকিয়ে আছে। চোখ জোড়া দারুন অনুনয়ের ভঙ্গি।

আমি কাঁপছি।

এমন কাঁপুনি আমার অনেকদিনই হয় না। আমার ফর্সা গাল লালচে বর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

সত্যি বলছি, একবার কারো সাথে সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর কেমন তেতো তেতো লাগে বলেই আমি কারো সাথে দ্বিতীয় বার জড়াতে চাই না, ভয়ও লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে রুদ্রকে আমার ভয়ই করছে না। রুদ্র আমার অনেক পুরানো এবং অন্য রকম বন্ধুই। এক মাসের বেশি, ঢাকায় পুরুষ-বিহীন থাকায় আমার শরীরের কোষে কোষে জ্বালা। রুদ্রর প্রস্তাবে মুহূর্তে যেন তার বিস্ফোরণ ঘটছে, ধিক ধিক আগুনের মতোই।

কি করবো আমি?

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বাংলাদেশে আমাদের মতো

অবিবাহিত মেয়েদের লুকিয়ে চুকিয়ে এঞ্জয়মেন্ট করা দারুন কষ্টকর হলেও আজ আমাদের দারুন এক সুযোগও আছে। রুদ্র রাজি, আমি রাজি হলেই হয়। আমরা কনফারেন্স পার্টিসিপ্যান্ট। রাতের বেলা সবাইকে এড়িয়ে কায়দা করে এক রুমে ঢুকে গেলেই কে জানছে, কে বুঝছে? শুধু আমরা দুজনই। আমাদের অতীতের সমঝোতাও আছে। রুদ্র দেবে, আমি নেবো আর নেবো। নেবো আর পূর্ণ হবো ... সুখ আর সুখ!! আহা!!!!

আমি মনে মনে মুহূর্তে রাজি হয়ে গেছি যদিও, পরক্ষণে আরেকটা কথা মনে হতেই আমার ঠোঁটে চাপা একটা দুষ্টমি খেলে গেলো। আচ্ছা, এই বিবাহিত ছেলে রুদ্রটা বান্ধবীকে দেখেতে না দেখতেই একেবারে বউ ঠকিয়ে এ সব করতে চাচ্ছে কেন? ধরে একটু প্যাদানি দিলে মন্দ হয় না। মজাও হবে।

আমি চোখ জোড়া ছোট ছোট করেই রুদ্রর মুখে দৃষ্টি রাখলাম। এখন আমি আর হাসছি না।

'এই রুদ্র, তোকে এখুনি একটা কথা বলার দরকার।'

প্রচন্ড আগ্রহ নিয়েই রুদ্র আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে এলো।

'বল, বল, শিল্পা।'

আমার যা প্ল্যান, পাকা অভিনেত্রীর মতোই আমি মুখখানা গম্ভীর করে নিয়ে ফিস ফিসে স্বরে উচ্চারণ করলাম।

'রুদ্র, তুই জানিস না, আমারও হাসব্যান্ড আছে।'

আমার কথা শেষ হলো না, রুদ্র আমার হাত ধরে ছিলো, যেন সামনে জ্যান্ত এক বিষধর সাপ দেখেছে, এমনি ভাবে প্রচন্ডরকম আতকে উঠেই মহূর্তেই আমার হাত ছেড়ে দিলো। ওর মুখ এখন হুতোম প্যাঁচার মতোই করে নিয়েই তাকাচ্ছে।

'তুই .. তুই বলতে চাস, তুই বিয়ে করে ..'

'তুই বিয়ে করতে পারবি, আমি পারবো না কেন, রুদ্র? আঠার পেরোলেই বাঙ্গালী মেয়েরা সাত পাকে বাঁধা হয়ে যায়। তোর বয়স চব্বিশ, আমার বাইশ চলছে। আমারও সাত পাক হয়ে গেছে। সিক্স মান্থস ব্যাক।'

'কিন্তু তোর বিয়ের কথা তুই এতোক্ষণ আমাকে ..'

‘আজকাল তুই যে হারে বক বক করিস, তোকে কিছু কি সহজে বলা যায়, রুদ্র?’

‘কিন্তু বিয়ে করলে তুই এখন চাকরী ..’

জবাব আমার তৈরিই। বললাম, ‘বিয়ে করলেই কোন মেয়ে চাকরী করতে পারবে না এমন কোন কথা কোথাও লেখা নেই। যার হাসব্যান্ড বিদেশে থাকে, সে ফ্রিই থাকে। ’

‘তোর হাসব্যান্ড বিদেশে? কোন দেশে?’

‘কানাডায়। পি.এইচ.ডি করছে। ম্যানেজমেন্টে।’

যেন কেঁদেই ফেলবে, রুদ্র এখন মুখখানা বেজায় দুঃখের ভঙ্গিতে বাংলা অক্ষর ‘দ’-এর মতো করে নিয়ে আমার মুখে তাকিয়ে রইলো। আমি মনে মনে হাসছি আর হাসছি। শালা রুদ্র! পুরানো বান্ধবীকে দেখেই এতো খায়েসের মজা দেখ। এবার বুঝবো, কেমন তোর বুকের পাটা, কেমন তোর নুনুর জোর ..। হি হি হি।

বুকের পাটা!!

উহু, বুকের পাটাই দেখানো দূরে থাক, রুদ্র বড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলো। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলো, ‘শিল্পা, কবিতাটা কে যেন লিখেছিলো, বল তো? রবীন্দ্রনাথই না?’

‘কোন কবিতা?’

‘*যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না ...*’

আমি উত্তর দেবো কি? আমি খিল খিল করে হেসেই খুন।

বিয়ের পরও কোন পুরুষ মানুষকে এভাবে ছ্যাকামাইসিন কবিতা আউড়াতে দেখি নি আমি।

পরকীয়ার মিসাইল ..

দশটা বেজে গেছে। চট্টগ্রাম শহরের বুকে রাতের নির্জনতা নামছে।

সকালে ঢাকা থেকে জার্নি। তারপর একটানা কনফারেন্স। সারাদিনের ধকলের পর এখন আমি আমার রুমে, হোটেল সেন্ট মার্টিনের তিন তালার ৩২৫ নম্বর কক্ষে, হোটেলের টিভির সামনে বসে এখন আপন মনে

খুব জ্বলছিই।

জাষ্ট কথাচ্ছলে 'আমি বিবাহিত মেয়ে' বলায় আমার পুরানো বন্ধু রুদ্র মফিজ-মফিজ ভাব দেখিয়ে এ রকম পাল্টে যেতে পারে আমি ভাবতেও পারছি না। আমার সাথে লাষ্ট সেশান পর্যন্ত করলো, তারপরই 'আমার ঘুম আসছে' বলে রুদ্র সোজা নিজের রুমে। আমি টস টসে সুন্দরী যুবতী নারি, ওর সাথে এতোদিন আনন্দ করা ওর পুরানো বান্ধবী, অথচ 'বিবাহিত' এই একটা মাত্র শব্দের কারণে কি থেকে কি হয়ে গেলো।

কিন্তু আমি হাল ছাড়ার পাত্রী নই। আমি সিদ্ধান্ত যা নিয়েছি নিয়েছিই – ওর সাথে আজ করবোই।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, পুরুষ মানুষরা অদ্ভুত জাত। রাত বাড়ার সাথে সাথে যখন চারদিক নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায়, এ সব পুরুষদের কোষে কোষে আদিম কামনা সাপের মতো লক লকিয়ে ওঠে। ওরা তখন মা-বোনও বিচার করে না, তার উদাহরণও পৃথিবীতে আছে। আর রুদ্র – আজও রাতের নেশা বাড়লেই যখন বউকে পাবে না, আমার দিকে হাত না বাড়িয়ে পারবেই না। যাবে কোথায়?

আমি এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করছি। যে কোন মুহূর্তেই ঝন ঝন করে উঠতে পারে আমার রুমের টেলিফোন। জাষ্ট একটা কল ..

কিন্তু কোথায় কি?

আরো আধাঘন্টা পরও আমার টেলিফোন বাজলো না, আর রুদ্ররও কোন সাড়া শব্দ হলো না দেখে, সত্যি বলছি, প্রচন্ড রাগেই এখন আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা। আমি সাপের মতো ফুঁসছি। শালা, রুদ্র, তোর জন্য সারা রাত আমি এভাবে জেগে থাকবো? আর তুই দিব্যি সুখে বউয়ের সুখ-স্বপ্ন নিয়ে ঘুমাবি, হবে না হবে না। রুদ্র, তুই মেয়ে মানুষ চিনিস ঠিকই, কিন্তু জলন্ত আগুনে বোমা চিনিস না ..

এই মুহূর্তে আমি কিছু একটা করতে চাচ্ছি।

রুদ্রর রুম হোটেল সেন্ট মার্টিনের দোতলায়। আমারটা তিনতালায়। সুড় সুড় করে ওর রুমে গিয়ে ঢোকার অধিকার পুরানো বান্ধবী হিসেবে আমার থাকলেও সেটা দৃষ্টিকটু হবে মনে করে আমি সে প্ল্যানও বাতিল করলাম।

এখন আমি রুদ্রকেই রুম থেকে বের করতে চাই।

আমি ক্রাডেল থেকে রিসিভার তুলে নিয়েই ডায়াল করলাম। 'এ্যাই রুদ্র, কি করছিস? আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। আমার সাথে চল না ..'

ওপাশ থেকে হালকা জবাব এলো। 'শিল্পা, কনফারেন্সের কাগজ- পত্রে একটু চোখ বুলাচ্ছি।'

'চল না, রুদ্র। চা খাবো।'

'হোটেলের রুম সার্ভিসকে বললেই চা পেয়ে যাবি, শিল্পা। ওরা হোল নাইট সার্ভিস দেয়।'

'এ্যাই রুদ্র, রুম সার্ভিসের চা না, আমার বাইরে চা খেতে ইচ্ছে করছে বলেই তোকে এতো করে অনুরোধ করছি। আমার সাথে চল না, প্লিজ ..'

নারির মধুভরা মিহি কণ্ঠস্বর বাহারি যাদুই দেখালো। রুদ্র একটু গাই-গুই করেই শেষ অব্দি রাজি।

আর আমি .. আমি ঝট করে হাতকাটা একটা ব্লাউজ পরে পাতলা একটা শাড়ি গায়ে চাপিয়েই খুশি মনে নাচতে নাচতেই বেরিয়ে এলাম। এবার নারি শরীরের যাদু দেখাই, জড়িয়ে নেবো। রুদ্রর রুম হোটেলের দোতলায়, আমি সেদিকেই যাচ্ছি।

আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এলাকা চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র হলেও রাত এগারোটা বাজতে না বাজতেই আশ্চর্য রকম নিরিবিলি। মানুষজনের ব্যস্ততা নেই বললেই চলে। ঢাকা শহরের মতো না। আমি রুদ্রকে নিয়ে কাছাকাছি রাস্তার পাশে একটা পান-বিড়ির খোলা দোকান থেকে চা খেতে খেতেই প্রগলভভাবে হাসলাম। আমার ভেতরে এখন কামনার হুতাশন। আমি খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছি, কথার ফাঁকে ফাঁকে রুদ্রর শরীরে ঢলে ঢলে পড়ছি, ঢলে পড়ার ফাঁকে বুক থেকে শাড়ির আঁচল খসিয়ে দিয়ে আমার উদ্ভিন্ন স্তনের ঝলকানি দিচ্ছি আর মাঝে মাঝেই ছুঁইয়ে দিচ্ছি আমার নরম নরম স্পর্শ। *এ্যাই রুদ্র, আজ তোর বউকে পাবি না, আমার দিকে আয় ..*

কিন্তু কোথায় কি? এমন নিশুথি-রাতে যে কোন নারিকে শরীরের কাছাকাছি উচ্ছল দেখলেই পুরুষের যেখানে মাথা খারাপ হয়ে যায়, রুদ্র সেখানে যেন ঋষি সেজেছে। চায়ের বিল মিটিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে আবার

হোটেল সেন্ট মার্টিনে ফিরতে ফিরতে খুব সহজ কণ্ঠেই উচ্চারণ করলো, ওর নাকি চোখ বুজে আসছে।

দাঁড়াও, বোজাচ্ছি তোমার চোখ ..

রুদ্র আমাকে দ্বিতীয় দফা 'টা টা' করেই দোতলায় নিজের রুমে ঢুকতে যাচ্ছিলো, আমিও পুরো সুযোগ নিয়ে গ্যাট করে ওকে ঠেলেই ওর আগে আগেই ওর রুমে ঢুকলাম। ঢুকেই আমি ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আমার চোখের তারা ধিক ধিক জ্বলছে।

'এ্যাই রুদ্র, পার্কে বসে তোর প্রস্তাব কি যেন ছিলো?'

অবাক রুদ্রই আমার এ জাতীয় আচরণ আশাই করে নি। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাচ্ছে। আর তাকাচ্ছে।

'শিল্পা, তুই তখন আমার প্রস্তাবে ..

'চুপ শয়তান!' আমি এক ধমকে রুদ্রকে থামিয়ে দিলাম। 'তোর বউ যদি তোর জন্য ইস্যু না হয়, আমার হাসব্যান্ড আমার জন্য ইস্যু হবে কেন? চল শালা ..'

'মানে .. কোথায় যাবো?'

'পরকীয়া বুঝিস না – পরের পার্টনারকে নিয়ে 'ক্রিয়া' করা? আই উইল ওয়েট ফর ইউ ফর টেন মিনিটস। আমার সাথে পরকীয়া খেলার ইচ্ছে থাকলে ঝট পট আমার রুমে চলে আয়, রুদ্র। আমি আর বলবো না।'

আমি আর কোন কিছুই না বলে ঝট করে রুদ্রকে সরিয়ে দরজা ঠেলে সরাসরি রুমের বাইরে। আমি হন হন করে হাঁটছি। সোজা তিনতলা বরাবর। নিজের রুমের দিকে।

আমি জানি, পরকীয়ার মিসাইলে সাংঘাতিক ক্ষমতা, কাজ দেবেই দেবে।

এক নিবিড়তা এবং ..

কোথায় দশ মিনিট? মাত্র পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই রুদ্র আমার রুমে। একেই বলে পঞ্চশরের বান – এর জন্য পুরুষরা কতো কিছু না করছে। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড লেডী শিম্পসনের জন্য সংহাসন ছেড়েছিলো।

আমার ঠোঁটের হাসি আর ধরছে না। আমি রুদ্রকে নিয়ে ঘনিষ্ট বন্ধুর মতোই বসে পড়েছি সোফায়। মুখোমুখি হয়ে।

রুদ্রই ফিস ফিস করে বললো, 'শিল্পা, আমার মনের অবস্থা তোকে বলে ..'

এই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থাও বলে বুঝানোর উপায় কি আছে? আমি অনেকটা ঝাপ দেওয়ার মতোই রুদ্রর উপর পড়েই আমার শাড়ি ঢাকা দুটো স্তন রুদ্রর পাঁজরে ঠাসা দিলাম।

'সহ্য করতে পারলি না তো, এ্যাই? এবার বল, আমাকে কেমন লাগছে – শক্ত শক্ত নাকি নরম নরম?'

'মর্ডান ব্রেডের তৈরি পাউরুটি পাউরুটি মার্কা।' রুদ্রও কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসি উপহার দিয়েই বিড় বিড় করলো।

ইস! কি উদাহরণ!!

এই মুহূর্তে আমার এখন রুদ্রর সাথে দুষ্টমি করতে সাংঘাতিক ইচ্ছে করছে। কথাটা বলেই রুদ্র আমাকে চুমু করার জন্য মুখ বাড়াচ্ছে দেখেই ঝট করে আমি মাথাটা ঘুরিয়ে দিলাম। খিল খিল হাসি আমার চিকন পেলব ঠোঁটে। 'দেবো না, শয়তান, উহু, নো চান্স।' এক সময় রুদ্রকে আমি শয়তানই বলতাম, বিশেষ করে এ রকম অন্তরঙ্গ মুহূর্তে।

প্রথমে একটু হতাশ হতাশ ভঙ্গি, তারপরই রুদ্র কট মট করে তাকালো।

'নিজে ডেকে এনে এ রকম পর পর ভাব করলে তোর খবর আছে, শিল্পা। থ্রী সেভেনটি সিক্স করে দেবো ..'

'থ্রী সেভেনটি সিক্স কি রে, রুদ্র?'

'বাংলাদেশ পেনাল কোডের একটা ধারাকে থ্রী সেভেনটি সিক্স বলা হয়, শিল্পা। ধারাটা দিয়ে রেপ মীন করা হয় .. রেপ বুঝিস তো?'

বুঝবো না কেন? বলে কি খচ্চরটা? আসতেই চাচ্ছিলো না, কতো বাহানা, এখন আমার রুমে এসেই দেখি, জবরদস্তির ভয় দেখাচ্ছে। আমার কেন যেন রুদ্রকে নিয়ে এখন প্রচন্ড মজা করতে ইচ্ছেও করছে। দাঁড়া, শয়তান, থ্রী সেভেনটি সিক্স দেখাচ্ছি তোকে। রুদ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি ডান হাত রুদ্রর উরুসন্ধি বরাবর বাড়িয়ে দিয়েছি, একেবারে প্যান্টের উপর থেকে রুদ্রর পুরুষাঙ্গ খামচে ধরেই জোরে একটা মোচড় দিলাম।

'আমিও তোর টেংরি ভেঙ্গে দেবো, শয়তান। ব্যথা

পাচ্ছিস না?'

ব্যথা পাচ্ছে না মানে? রুদ্র খপ করে আমার কব্জি চেপে রীতিমতো চেঁচামেচি আরম্ভ করেছে। 'আহা, ছাড় ছাড় শিল্পা। উউঃঃঃ। খুব লাগছে তো?'

আমি ছাড়বো কি? আমি বড় করে হি হি করে হাসছি। হাত দিয়েই আমি টের পেয়েছি – লোহার মতো শক্ত পুরুষাঙ্গ। আমি এখন ওটার স্বাদ নিতে চাই। আমি মনে মনে বিড় বিড় করলাম। শক্তই রাখবি, এই রুদ্র, আজ রাতে তোর কামনার সঙ্গিনী তোর পুরানো দিনের বান্ধবী আমি তোর সাথে পরকীয়ার খেলার জন্য একদম তৈরি। তোর সব শক্তই আমার। আমিই ওটাকে নরম বানাবো।

আহা! কি মজা! এখন যেন আমরা হোটেল সেন্ট মার্টিনের এই বদ্ধ কামরায় পরস্পরকে খুঁজে পাওয়া অতি পরিচিত বন্ধু। আমিই আরেক দফা রুদ্রর পাঁজরে আমার বুকের সজোর ধাক্কা দিয়েই ফিস ফিস করলাম, 'আয় রুদ্র।'

রুদ্র এক হাতে আমার পিঠ পেচিয়ে নিলো, অপর হাতে আমার মাথার পিছনের চুল সজোরে মুঠো পাকিয়ে ধরেই আমার দিকে ঠোঁট বাড়াচ্ছে। আমি কি চাচ্ছি, রুদ্র বুঝতে পারছে। আর আমি .. আমি লতার মতো দুহাতে রুদ্রর গলায় পেচিয়ে নিয়েই ওর সাথে মিশে গেলাম। সত্যিই অনেক দিন পরই। রুদ্র আমার ঠোঁট চুষছে, আমি ওর ঠোঁট। আমরা জড়াজড়ি করে কিস করছি। একটু পর আমি নিজেই আরো সক্রিয় হয়ে মুখের আদর আরো বাড়াতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পাজি রুদ্রটা দুপাটি দাঁত কেমন এক করে রেখেছে, জিভ ঠেলাই যাচ্ছে না। মুখ খোল না শয়তান, আমার জিভ নে তো। এদ্দিন পর হট কিস না হলে আমার মতো মেয়ের ভালো লাগে না, বুঝিস না?

ঝাড়া ক'মিনিট। হট কিসই।

আমাদের জমানো আবেগ একটু কমতেই রুদ্র অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো।

'শিল্পা, সত্যিই আজ আমাদের হারিয়ে যেতে নেই মানা, তাই না? সেই চার বছর আগে আমরা যেমন বেপোরোয়াপনা করতাম, আজ তোর সাথে তাই-ই করবো?'

আমি রুদ্রর মুখে আকুল নয়ন স্থির করলাম।

‘রুদ্র, আমাদের বেপোরোয়াপনা ছিলো বীনার রাগিনী।’

‘বীনার সুরটা খুব মধুর ছিলো, শিল্পা। আজ সেই বীণায় আবার সুর তুলবো।’

আমি কণ্ঠ স্বর আরো খাদে নামালাম। ‘বাজুক সেই বীণা ছন্দের তালে তালে।’

‘তুই আপত্তি করবি না তো, শিল্পা?’

‘করবো। করবো না মানে? তুই যদি, রুদ্র, বীণায় সেই সুর ঠিকমতো তুলতেই না পারিস, দেখবি, তোকে হজম করে ফেলবো।’

আমি এখন খুব মিষ্টি করে হাসছি। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

আহা, কি আনন্দ আকাশে বাতাসে ..

রাত বাড়ছে।

আমরা দুজন এই মুহূর্তে হোটেল সেন্ট মার্টিনের জোড়া লাগানো দুটো খাটের একটায় এসে বসেছি। আমাদের চারটে পা ঝুলছে। অনেকেই বলে, আমরা মেয়েরা ডান ধরের চেয়ে বা ধারে থাকলেই পুরুষদের নাকি সুবিধে হয়। আজ আমি আমার ভরা যৌবন পরিপূর্ণভাবে রুদ্রকে দিতে চাই বলে ওর বা ধারেই ভীষণ ঘনিষ্ট হয়ে আছি, এক সাথে গায়ে গা মিশিয়ে থাকার মতোই। নূতন পুরুষ হলে সমঝোতার ব্যাপার থাকে, আসে লজ্জা-দ্বিধা। রুদ্র আমার পুরানো বন্ধু হওয়ায় অসম্ভব সহজ লাগছে।

আমিই রুদ্রর মুখে দৃষ্টি রেখে চোখ পাকালাম।

‘এই তোর রগিনী বাজানো, রুদ্র? ব্রেষ্টে হাত দিচ্ছিস না কেন? নাকি তোর বউয়েরটা ধরতে ধরতে আমারটা আর ভালোই লাগছে না, শয়তান?’

রুদ্র বাম হাত আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে তুলে দিয়ে আমার কাঁধের মাংস আলতো আলতো টিপছিলো, আমার কথায় মিষ্টি করে হেসেই ডান হাত সরাসরিই আমার বুকে তুললো। সরাসরি আমার বা ধারের পয়োধরে। শাড়ি-ব্লাউজের উপর দিয়েই হাতের বিশাল থাবা বানিয়ে মুঠো পাকিয়ে ধরছে, যেন কতো যুগ পর পেয়েছে আমাকে। টিপছে আর চোখ ভরে দেখছে।

‘মাই ডিয়ার বেবী, মাইরী বলছি, তোর ব্রেষ্ট এই

ক'বছরে সাংঘাতিক সুন্দর হয়েছে – কি গোল আর কি ভরাট!'

আমি শরীর মুচড়ে বুকটা রুদ্রর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। ভালো করে ধরুক। দুপাশেরটাই ধরুক।

'এ্যাই রুদ্র, আগে কখনও বেবী বলতি না, আজ বলছিস যে? তোর বউকেও বেবী বলে ..'

'ছো! আমার বউ ও সব হাই-ফাই নেশা-নেশা শব্দ বুঝলে তো ..'

'তাহলে তুই তোর বউকে কি বলে ডাকিস, বল না।'

'আমার বউয়ের একটা ডাক নাম আছে। ঐ নামেই ডাকি।'

'তোর বউয়ের ডাক নামটা কি রে, রুদ্র?'

'ওর ডাক নাম লোলা ..'

'বাহ্, বাহ্, দারুন নাম তো।'

'নামটা আধুনিক হলেও, বলেছিই তো, আমার বউ তোর মতো আধুনিকাই না, শিল্পা।'

আমাকে বউয়ের চেয়ে আকর্ষণীয় করেই দেখছে যখন, বোঝাই যায়, রুদ্র আমার মধ্যে এই মুহূর্তে মজে যাচ্ছে। আমি মনে মনে যেমন চেয়েছি, তেমনই। আমার যৌবন যেন ওর নিজস্ব সম্পদ। মোটা মোটা আঙ্গুল একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত করে এখন শাড়ি-ব্লাউজের উপর দিয়েই আমার ফুলেল কোমল পয়োধরে চটকানির পর চটকানি চালাচ্ছে। ব্যথাই করে ছাড়বে! না, ওকে এখন অন্য তালে নিতে হয়। কি করবো আমার ঠিক করা। আমি ঝট করে এক হাতে বুকের আঁচল এক পাশে সরিয়ে দিয়েই রুদ্রর মুখে তাকালাম।

'এ্যাই রুদ্র, তুই সে সময় দেখতে চাচ্ছিলি না, আমি ব্লাউজে কেমন হুক পরি?'

'আমি .. আমি কখন আবার তোর ব্লাউজের হুক দেখতে চাচ্ছিলাম, শিল্পা??'

আমি বড় করে হাসলাম।

'ওহ্হ, আমারই ভুল, তুই তাহলে আমার ব্রার হুকই দেখতে চাচ্ছিলি?'

'ফাজিল!' রুদ্র এবার বড় করে হাসলো, 'তুই আসলেই আচ্ছা ফাজিল হয়ে গেছিস, শিল্পা?'

মুখে ফাজিল বলুক আর যাই বলুক, আমাকে এক সময় এতো বেশি নাড়াচাড়া করেছে যে, রুদ্রর আমার মনভাব বুঝতে কষট হওয়ার কথাই নয়। চোখে মুখে কেমন একটা মারাত্মক চক চকে ধরণের হাসি ফুটলো। ব্যাস! তারপরই রুদ্র আমার বুক বরাবর এমন ভঙ্গিতে তাকালো যেন কোন দিক দিয়ে কিভাবে ব্লাউজটা খসাবে তার একটা প্ল্যান মনে মনে আঁটছে। হাত এগোলো। আংগুলগুলো ছট ফটে। আমার ব্লাউজের মাঝখানের একটা হুক ধরতে গিয়েই পরক্ষণে রুদ্র হাতটা সরিয়ে নিয়ে সোজা আমার ব্লাউজের নিচের দিকে, ব্লাউজের শেষ হুক ধরলো। মুখে টু শব্দও নেই। ভীষণ মননিবেশ। তড়ি ঘড়ি টিপে টিপে একের পর এক সব কটা হুক আলাদা করে নিয়েই ঠেলে আমার ব্লাউজ খসানোর চেষ্টা করছিলো, আমি নিজেই ব্লাউজটা খসিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিলাম। হাসছি আমি।

রুদ্র অকস্মাৎ, আমি কোন কিছু বোঝার আগেই, ঝপ করে আমার বুকে হুমড়ি খেয়েই পড়লো। 'বাহ্, বাহ্, শিল্পা, দারুন।' কথা বলতে বলতে আমার ব্রা-ঢাকা দুটো পয়োধরের মাঝখানে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে। মুখ নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমার দুই ধারের ব্রেষ্ট ডলছে। রুদ্র মিনিট দুই বাদেই যখন মুখ তুললো, ওর দৃষ্টি অন্য রকম, নেশা নেশা। 'জানিস, শিল্পা, গন্ধেরও একটা স্বাদ আছে। অনেক দিন পরই তোর ব্রার গন্ধ নিলাম।'

এখন হাসছি আমি মিটি মিটি।

'অনেক দিন পর নেওয়া ব্রার গন্ধটা স্যারের ভালো লাগলো নাকি মন্দ লাগলো, শুনি।'

'কস্তুরী। একদম মৃগনাভির সুঘ্রাণ।'

রুদ্রর কথা শেষ হলো না, আমি ঝট করে রুদ্রর দিকে পিঠ বাড়িয়ে দিয়েই ঘুরে বসলাম।

'আমি তোর পুরানো বান্ধবী। কস্তুরীর সুঘ্রাণ যখন তোর এতো ভালো লাগছে, যেটা সেই সুঘ্রাণ ছড়ায় আমি তোকে সেটা না দিয়ে পারি?'

এমন অবস্থায় কোন পুরুষের না বলার ক্ষমতা থাকে না, রুদ্ররও নেই। হাত বাড়ালো, আমার পিঠ বরাবর। হুক খোলার শব্দ – টাস। আর আমি .. আমি নিজেই ব্রা-টা খসিয়ে দিয়ে ঘুরে রুদ্রর মুখোমুখি হয়েই আমার নগ্ন স্তনে ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিলাম। অনেক দিন বাদেই আমাকে

এ রকম দেখছে। আমার যৌবনের ঝাঁকিতে মাতাল হোক।

হত বিহ্বল রুদ্র ঢোক গিলতে গিলতেই ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো।

'এ্যাই শিল্পা, এক সময় তোর টিট কি শক্ত হতো! এখনও হয়?'

আমি দুষ্টুমির ভঙ্গিতে এখন মিটি মিটি হাসছি। 'কেন, রুদ্র? আমাকে বুড়ি বুড়ি লাগছে? বুড়ি মেয়েদের টিট শক্ত হয় না। শুধু টিট কেন, দেখ, দেখ না, আমার হোল ব্রেষ্টই কেমন শক্ত হয়।' রুদ্র তাকিয়ে আছে দেখে কথা বলতে বলতে আমি নিজেই খপ করে কব্জি ধরেই রুদ্রর ডান হাত টেনে এনেই সজোরে আমার উত্তুঙ্গ স্তনে ঠেসে ধরলাম। আমি আমার আকুল নয়ন ওর চোখে স্থির করেছি। 'কর, প্লিজ ..'

রুদ্র হাসছে। প্রচন্ড খুশি সে। সেই সাথে সক্রিয়। প্রথমে আমার স্তনের খয়েরী রঙের বোঁট জোড়া কতোটা শক্ত হয় বোঝার জন্য তর্জণী দিয়ে ঠেলে ঠেলে দেখলো, তর্জণী আর মধ্যমার ফাঁকে ফেলে ক'বার টিপও মারলো। একদম ফাজলামো! তারপরই সবক'টা আঙ্গুলে থাবার মতো করে আমার কোমল পয়োধর মুঠোবন্দী করে নিয়েই ব্যস্ত সে। আহা, রুদ্র! রুদ্র এখন আমাকে কি আদর দিচ্ছে। কখনও আমাকে চুমু করছে, চুমু করতে করতেই চোখের পাতা পিট পিট করে নিজের খুশি প্রকাশ করছে, নিজের খুশি প্রকাশ করতে করতেই কখনও আমার এপাশের স্তন, কখনও বা ওপাশের স্তন নিজের খুশিমতোই দলিত মথিত পিষ্ট করছে। এতেও যেন মন ভরলো না। এক সময় আরেক হাত তুলে এনে দুহাতেই আমার দুটো স্তন এক সাথে মুঠো পাকালো। এখন আরো বেপোরোয়া।

আর আমি .. আমি মিটি মিটি হাসতে হাসতে ওর উপর থেকে সরালামই না।

'এ্যাই দুষ্টু। অতো টিপিস না। ব্যথা হয়ে যাবে তো।'

কে শোনে আমার আর্তি? এই গভীর নিশুথি রাতে, আমার মনে হলো, রুদ্র আরোই বাড়ছে।

এই আনন্দ, এই মাতামাতির মুহূর্তেও আমার বুকে একটা কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছে।

রুদ্রকে আমি স্রেফ মিথ্যে বলেছি – আমি বিবাহিত

নারি। আর কি আশ্চর্য! রুদ্র সেই মিথ্যেটাই এখনও ধরে আছে।

আহা, কি প্রচন্ড এক থাট্টার উপরেই যেন চার বছর বাদে আমাদের এই নিশি যাপন এবং উপভোগ চলছে। আচ্ছা, রুদ্রর ভুল ভেঙ্গে দেবো? কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হলো, আমি সাত পাকে বাঁধা পড়িনি বুঝলেই যদি আবার রুদ্রর মনে আমার সাথে জড়ানোর নেশা বাড়ে? আমি সেটা চাই-ই না। চান্স পেয়েছি বলেই এই এক রাতের খেলা। আমার শরীরে ভরা জোয়ার, কোষে কোষে কামনার ধিক ধিক আগুন। আমি মাতবো, বিভোর হবো, উজাড় করে দেবো, পরিপূর্ণ হবো। কিন্তু আমি রুদ্রকে আটকে রাখতে চাই-ই না। খেলা সাঙ্গ হলে রুদ্রকে ফিরতে হবে ওর বউয়ের কাছে।

এক সময় রুদ্রই টেনে আমাকে বিছানায় চিৎ করে শোয়ালো।

'শিল্পা, তোর ব্রেষ্টে একটা তীল ছিলো না? ওটার কোন খোঁজ-খবর নিলাম না যে?'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসছি।

'খোঁজ-খবর লাগবে, রুদ্র?'

'লাগবে না মানে? তুই বলিস কি? তুই জানিস না, আমি কেমন ছেলে?'

আমার বুকের তীলে সুরভিত ছোঁয়া ..

রুদ্র কেমন ছেলে? ভালো করেই জানা আমার।

আমার মিটি মিটি হাসি বাড়ছেই।

মেয়েদের শরীরের একটুখানি দাগ, একটুখানি রঙের পরিবর্তন, আর কালো কালো তীলকেও দুর্দান্ত ভালোবাসে এমন ছেলে রুদ্র। ইস! বরিশালে থাকতে কিই না করতো আমাকে নিয়ে। আমার শরীরের কোষে কোষে এখন শিহরণ জাগছে। আমি সেই পুরানো দিনের ছবিগুলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

আমার বাম ধারের ব্রেষ্টে সত্যি বেশ বড় মাপের একটা কালো রঙের তীল। তীলটা একদম নিচের দিকে হওয়ায় আমি বসে থাকলেও সহজে চোখে পড়ে না। আজ সেই চার বছর আগের মতোই, কোন কথা না বলে রুদ্র

আমাকে চিৎ করে নিয়েই আমার শরীরের উপর ঝুঁকলো। স্তন মুচড়ে ধরে, কখনও এপাশ-ওপাশ ঠেলে ঠেলে আমার কালো বিউটি স্পট দেখছে, আঙ্গুল বুলাচ্ছে আর মাঝে মাঝে নাক ঘষছে। ইস কি অপার আগ্রহ! আমার মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্নের প্রান্তর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছি হরিৎ ঘাসের দিকে।

এক সময় আমিই ফিস ফিস করলাম, 'এ্যাই রুদ্র, তোর লালা না লাগালে জ্বালা বাড়ছে যে।'

'লালা না লাগালে মানে কি, শিল্পা?'

'আমি কি বলছি বুঝছিস না, রুদ্র? আমি তোর ঠোঁটের আদর চাই।'

এরপর রুদ্র একদম বাধ্য, একদম ভালো ছেলে। হা করে আমার ডান ধারের গোটা পয়োধর মুখে পুরে নিয়ে বেশ কতোক্ষণ আদর দিলো। চুষছে, চোষার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কামড়ও দিচ্ছে। ডান স্তন সেরেই আবার বা ধারের স্তনে। সহ্য করা যায়? আমি অসহ্য সুখে সামনে কাঁপছি। চোখ আধবোজা হয়ে গেছে আমার। জেগে গেছে আমার গায়ের লোমকূপ!

আমার স্তন নিয়ে মাতামাতির পর পরই রুদ্র এক ঝাপে আমাকে ঠেসে ধরে আমার শরীরের উপর উপুড় হয়ে পড়লো। আমি কিছু বোঝার আগেই। এই রাতের নির্জনতায় আমার মতো অর্ধনগ্ন যুবতী নারিকে পেয়ে ওর মাঝেও বেপোরোয়াপনা বাড়ছে, বোঝাই যায়।

'এ্যাই শিল্পা তুই খুব ভিজে গেছিস, তাই না?'

ইস! কি সুন্দর করে বলছে। আমি আকুল হলাম। 'রুদ্র, পাহাড়ের ঝরণায় পানি থাকে, আমার ঝরণায় শুধু রস আর রস – টাটকা জমানো অনেক অ-নে-ক রস। ডুববি, রুদ্র, বল ডুববি আমার রসে?' বলেই আমি রুদ্রর মুখে চেয়ে আছি।

'ডুববো! বলিস কি রে, শিল্পা? আমি এক শক্ত মাঝি। আমি বৈঠা চালাই সাগরে, হোক সে লোনা জলের সাগর বা রসের সাগর। আমি কখনও ডুবি না, শুধু ভাসি।'

ওরে বাব্বা! বলে কি? আমাকে পেয়ে কবিতা আউড়াচ্ছে নাকি?

'ঠিক আছে, ডুবিস না তাহলে।' বললাম আমি, 'আয় না, তোকে ভাসাই – তোকে ভীষণ ভী-ষ-ণ করেই

ভাসাবো।' আমি রুদ্রকে এখন একেবারে আমার করে নিতে চাচ্ছি। 'কিন্তু ভাসার আগে, ও আমার রসের নাগর, তোকে আরেকটু খাটতে হবে যে – আমার পেটিকোটের নীচে প্যান্টি ..'

পেটিকোটের নীচে আমার প্যান্টি আছে। না খুললে আমাকে চুদতে পারবে না যদিও, সে সবের কোন গরজই দেখালো না, বরং রুদ্র পরক্ষণে অন্য তাল আরম্ভ করলো – আমাকে রীতিমতো শক্ত ভাবে বিছানায় ঠেসে ধরেই আমার পোশাকের উপর দিয়েই আমার জংঘা বরবার কোমর চালানো শুরু করেছে। ঠাস ঠাস। কোমর চালাচ্ছে, আর হাসছে। চোদাচুদি না, চোদার ভঙ্গিতে আমাকে রগড়ানো আর শয়তানি করা আর কি।

'দেখ, দেখ, শিল্পা, কেমন হচ্ছে।'

আমি উশ-খুশ করলাম।

'ছাড় না।'

ছাড়ার কোন নামই নেই। বললো, 'শিল্পা, মক ফাংটিং-এর নাম শুনেছিস - ফাইটিং ফাইটিং খেলাকেই মক ফাংটিং বলে। আমাদের এ খেলাটাও সে রকম। এর নাম 'মক ফাকিং'।'

মক ফাকিং!! শয়তানটা এ সব আইডিয়া পায় কোথায়?

'ও সব মক ফাকিং-টাকিং লাগবে না, রুদ্র। আমি জ্বলছি। আয়, একদম ঢুকিয়ে ..'

উহু, এ ভাবে বলার পরও আমার যোনিতে পুরুষাঙ্গ ঢুকাবার কোন নামই নেই। রুদ্র এদ্দিন পর আমাকে পেয়ে যেন মহা ফুর্তিতে মাতোয়ারা, দুষ্টুমি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ভালো করে শয়তানিটা করার জন্যই হাঁটু দিয়ে ঠেলে আমার শাড়ি ঢাকা উরু আরো ফাঁক করছিলো দেখেই আমি সজোরে গায়ের সব টুকু শক্তি ব্যবহার করে ওকে ঠেলে দিলাম। সরাতেই পারছি না। হঠাৎ করে অন্য একটা চিন্তা আমার মাথায় এসে গেলো – রুদ্র যখন আমাকে নিয়ে এতোই মাততে চাচ্ছে, আমার আপত্তি কি? নিজের আনন্দের জন্যই ওকে খাটাই-ই না। এমন সুযোগ আর পাবো না।

'এ্যাই রুদ্র, শোন শোন ..'

রুদ্র চোখে মুখে আগ্রহ নিয়েই তাকালো। 'বল বল।'

আমি ফিস ফিস করলাম, ‘এ্যাই রুদ্র, শুধু আমার বুকের তীলের খোঁজ-খবর নিয়েছিস কেন? আমার আরেকটা তীল আছে ভুলে গেছিস? নাকি আমাকে ভাল লাগছে না বলেই ..?’

লোভ দেখানোয় সঙ্গে সঙ্গে দারুন কাজ। মুহূর্তের মধ্যে রুদ্র এক গড়ান দিয়ে আমার শরীর থেকে সোজা বিছানায়। চক চকে চোখে আমার মুখে তাকাচ্ছে।

‘আয়, আয়, শিল্পা। তোর গোপন তীল তো। অবশ্যই দেখবো, আয় তো, এবার তাহলে ওটার খোঁজ-খবরই হোক।’

আমি হাসছি।

আমি জানি, আমার গোপন তীল দেখা মানেই রুদ্র এখন আমাকে নিয়ে অনেক কিছু করবে। আরো অনেক কিছু করা মানেই আরো মজা ... আহা, সেই মজা ..

আমার গোপন তীল ..

আমার গোপন তীল। খুব ছোট্ট সাইজের।

কাউকে বলা যায় না, দেখানো যায় না এমন গোপন জায়গায়ই – ঠিক আমার যৌনাঙ্গের ডান ধারের পাড়ে, আমার কালো কালো বালের ঘেরাটোপে জড়ানো।

চার বছর আগে রুদ্র এটা আবিষ্কার করায় এতো আগ্রহ দেখাতো যে প্রথম প্রথম আমার মনেই হতো, এ বয়সে ছেলেরা মেয়েদের যৌনাঙ্গ পেলে অতিরিক্ত মাতামাতি করতে ভালোবাসে বলে রুদ্র এমন করে। পরে অবশ্য আমি বুঝতে পারি, এটা রুদ্রর তীল-অনুরাগ। তখন এ সব আমার ভীষণ ভী-ষ-ণ ভালোও লাগতো। পুরুষরা মেয়েদের ন্যাংটো পেলেই যেখানে চোদার জন্য ছট ফট করে, সেখানে একজন তরুণ ছেলে, তাও রুদ্রর বয়সী, আমাকে ন্যাংটো পেয়েও ধৈর্য ধরে আদরের পর আদর দেবে, এ তো সাংঘাতিকই।

এই মুহূর্তে আমি বিছানায় চিৎ। আমার ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত, আমার দুহাত উল্টো করে মাথার নিচে গুঁজে দেওয়া। আমি হোটেল সেন্ট মার্টিনের ডিসটেম্পার করা ছাদে চেয়ে আছি। নিঃশব্দ। আমি চাই, রুদ্র আমাকে ন্যাংটো করুক, আমাকে নিয়ে মাতামাতি করুক, আবার সেই আদর দিক।

রুদ্র ঝুঁকলো, আগের মতোই। আমার কোমর বরাবর হাত বাড়ালো। দুটো আঙ্গুল শাড়ির কিনার দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পেটিকোটের ফিতে টেনে বের করছে। এরপর পরই একটা হ্যাচকা টান আর ওর হাতের ঝাপটাঝাপটি। আমি স্পষ্ট টের পেলাম, রুদ্র রীতিমতো জোরাজুরি করে আমার শাড়ি-পেটিকোট পায়ের দিকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'এ্যাই শিল্পা, *'ফাঁক ফাঁক ফাঁক চিচিং ফাঁক'* কর না।'

রুদ্র কি চাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। আগেও *'ফাঁক ফাঁক ফাঁক চিচিং ফাঁক'* বলতো। আমি ডিসটেম্পার করা ছাদ থেকে চোখ সরাচ্ছিই না – আসলে এ রকম এক পরম মুহূর্তে কোন মেয়েই পুরুষদের চোখে চোখ ফেলতে চায় না। আমি রুদ্রর দিকে না তাকালেও নিঃশব্দেই হাঁটু জোড়া ভাঁজ করে দুটো পা খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে পায়ের পাতা বেশ কিছুটা দূরত্বে রাখলাম। নিক আমার সব গোপন তীল, সেই সাথে আমার গুপ্ত গোপন নারীত্ব। রুদ্রর সামনে বহুবার এ ভাবে চিচিং ফাঁক করায় এই মুহূর্তে আমার কোন লজ্জা-সংকোচই নেই।

আজো রুদ্র প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে রুদ্র আমার দুই উরুর মাঝখানে উপুড় হলো। সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর ..

এরপর সব কিছুই আমার জন্য অসহনীয় সুখের জ্বালার মতোই। আমার মাঝারি মাপের বালে ঢাকা যৌনাঙ্গ। আমার মনে হলো, উঁকুন বাছার মতোই রুদ্র দুই হাতের কিল বিল করা দশ আঙ্গুলে আমার সেই বাল এপাশ-ওপাশ ঠেলে ঠেলে তীল-অভিযান চালাচ্ছে। তারপরই ওর চাপা কণ্ঠস্বর ঃ 'ঐ তো, শিল্পা, ঐ যে তোর তীল'।

আমি বিড় বিড় করলাম, 'রুদ্র, বেশি জ্বালাবি না, তাহলে আমি কি করে বসবো আমিই জানি না।'

রুদ্র ফিস ফিস করলো, 'কোন কথা বলবি না, শিল্পা। তুই শুধু এঞ্জয় কর।'

রুদ্র ব্যস্ত। আমি নড়ছিই না। এই মুহূর্তে আমার যোনির উপর রুদ্রর শুধু চুম্বন আর চুম্বন, আর প্রচন্ড মাতামাতি। ঠিক আমি মনে মনে যেমন আশা করেছি তেমনিই। হ্যাঁ, এঞ্জয়ই করছি আমি। আমার মুখে কোন

কথা নেই।

খানিক বাদে আবার রুদ্রর কণ্ঠস্বর।

‘এ্যাই শিল্পা, শোন শোন। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? আমি দিল্লীর মসনদে প্রতাপান্বিত এক মোগল বাদশার মতো পায়ের উপর পা তুলে বসে দারুন একটা সেক্স-ছায়াছবি দেখছি।’

‘কি বললি? মোগল বাদশারা সেক্স-ছায়াছবি দেখেছে, শুনি নি তো?’

‘কিন্তু আমি দেখছি, শিল্পা। আহা! কি চোখ জুড়ানো, মন ভুলানো দারুন দৃশ্য। হ্যাঁ, শিল্পা, তুই একদম ব্লু ফিল্মকেও হার মানিয়ে ..’

সঙ্গে সঙ্গে আমার চাপা কণ্ঠের তাড়া।

‘চুপ! তোকে এ সব দৃশ্য দেখতে বলেছে কে?’

‘আহা, আহা। তীলের সাথে তীলোত্তমাকেও দেখবো না হয়?’

আহা, তীলের সাথে তীলোত্তমা! কি দারুন! এই মুহূর্তে রুদ্রর প্রশংসা-ধ্বনি আমার কানে মধু রেণুই ঢালছে।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই রুদ্র একসাথে তিন চারটে আঙ্গুল ঠেলে আমার যোনির মধ্যে ঢুকাবার চেষ্টা করছে দেখেই আমি আর স্থির থাকতেই পারলাম না। খপ করেই আমি রুদ্রর কব্জি চেপে ধরলাম।

‘এ্যাই দস্যু, আমি ব্যথা পেলে তোর খবর আছে।’

রুদ্র বিড় বিড় করলো, ‘চান্স দে না, শিল্পা। দেখি না, বিয়ের পর তোর হাসব্যান্ড তোর ডায়মিটার কেমন বড় ..’

বলে কি? হাসব্যান্ড আমার ডায়মিটার কেমন বড় বানালো দেখবে!

‘ধরে কান মলে দেবো, শয়তান। ডায়মিটার দেখতে হলে তোর বউয়েরটা দেখ। আমাকে শুধু আদর দিবি..’

না, এরপর রুদ্রর আর কোন বেপোরোয়াপনা নেই। সেই চার বছর আগে মতোই, রুদ্র আমার যোনির মধ্যে ডান হাতের দু’আঙ্গুল শুধু ঢুকিয়ে নিয়েছে। মহা ব্যস্ত। সামনের কর নেড়ে নেড়ে আর আঙ্গুলগুলো সামনে পিছনে ঠেলাঠেলি করে আমার পিচ্ছিল যোনি একদম গরম করে তুলছে। অপর হাতে আমার যোনির দুই পাড় টিপে ফাঁক করে নিয়েছে, এক আঙ্গুলে টিপছে আমার ক্লাইটোরিস।

একই সাথে আমার যৌনাঙ্গে রুদ্রর চুম্বনের মুহূর্মুহ ঝড় আছেই। ইস মাগো! পেজা পেজা তুলোর পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে টস টসে কামনার জগতে ভাসার মতোই আমার মনে হচ্ছে, আমি আজও সেই সুখ, সেই আনন্দের জ্বালা উপভোগ করছি, তীল তীল করে। আমি জ্বললেও কি অপূর্ব এই জ্বলা, এই সুখ! ইসস! ইস ইসরে! এমন মধুর নিশি যাপন!

কোন কোন সময় আছে যখন মানুষের সব কিছু ঠেলে যেমন বেরিয়ে আসতে চায়, আমারও এই মুহূর্তে তেমনি সব কিছু উপচে পড়ার দশা। মৌমাছির তীব্র হুলের মতো উত্তেজনার দংশনে দংশনে আমি এখন চাঁদের মতোই ক্রমে ক্রমে পাল্টে যাচ্ছি।

‘এ্যাই রুদ্র, বল না, তোর সিলেটি বউ এ রকম চাটাচাটি পছন্দ করে?’

‘নারে!’

‘নারে কেন? তোর বউয়ের লোভ কম বলে?’

‘তোর মতো এতো বেপোরোয়া সেক্স আমার বউ এঞ্জয় করতে পারে না বলেই।’

আরেকটুক্ষণ গেলো না, আমি চেঁচালাম।

‘এ্যাই রুদ্র,উঃঃঃঃ মাগো! শোন শোন, ক্লাইটোরিসটা যদি আরেকটু বেশি বেশি টিপে না দিস, হবেই না। ইসসসস! আরেকটু বেশি বেশি চুমু খা ..’ আমার বলা বাকি, রুদ্র আমার ক্লাইটোরিসে মুখ লাগিয়েই নিলো, নিজের ভারী ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে আমার কোমল ফুলের মতো যোনির এক দিক টেনে তুলে আনার চেষ্টা করতেই মুহূর্তে আমার গোটা দেহ যেন প্রচন্ড এক জ্বালায় মুচড়ে উঠলো। সজোরে আমি রুদ্রর মাথা ঠেসে ধরলাম। আমার যৌনাঙ্গের উপর। ‘উঃঃ উঃঃঃঃঃ! ইস ইস ইসসসসসসরে! আউউউউউ! ইসসস ..’

কথাটা বোধহয় জোরে হয়ে যাচ্ছিলো, রুদ্র চাপা কণ্ঠে তাড়া লাগালো।

‘মুখ বন্ধ রাখ, শিল্পা।’

রুদ্রকে বুঝাই কি করে, এ রকম এক চরম মুহূর্তে, পুরুষরা যখন মেয়েদের যোনিতে একসাথে মুখ আর আঙ্গুল লাগায়, ক্লাইটোরিস রগড়ায়, মেয়েরা একটু-আধটু না চেঁচিয়ে পারেই না? উঃঃঃ মাগো !!!!

এক সময় সত্যি সত্যি আমার এতো অসহ্য মনে হলো যে আমি আর সহ্য করতেই পারলাম না। আমি দুহাতে ডানার কাছে ধরেই রুদ্রকে হ্যাচকা টানে আমার শরীরে তুললাম। আমি এখন উন্মত্তই।

'রুদ্র, চোদ না। অনেক দিন তোর সাথে করি না, এক্ষুনি যদি না লাগাস ..'

আমার মুখের বাঁধন খসে গেছে। আমি এখন সরাসরি রুদ্রকে টানছি, আগে যেমন টানতাম।

রুদ্র বিড় বিড় করলো, 'আমি কাপড়-চোপড় ছাড়ি নি তো, শিল্পা।'

আমি আরো জোরে রুদ্রকে আকড়ে ধরলাম।

'কাপড়! কাপড় ছাড়া লাগবে কেন? প্যান্টের ফ্লাই খোল, পেনিস বের কর, বিটলেমো করিস না তো। তোর পেনিসের জন্য সারা রাত ওয়েট করতে পারবো না।'

রুদ্র আমাকে অবাক করেই আমার বাঁধন কেটে এক ঝাপে খাট থেকে নামলো। পরক্ষণে আমার হাত ধরলো। টানছে।

'আয় আয়, শিল্পা। আমার পেনিসের জন্য যখন তিড়িং বিড়িং করছিস, আমার পেনিসই তোকে দিচ্ছি। আয় বলছি ..'

'কোথায়? কোথায় যাবো?'

'আয় না।'

'না, কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তোর সাথে এদ্দিন পর হবে। কোথাও যাওয়ার দরকার কি? বিছানায় শুয়ে শুয়েই চোদাচুদি খেলবো ...'

'আহা, আহা, বললাম তো শিল্পা, তোর সাথে বিছানায় শুয়ে শুয়েই চোদাচুদি খেলবো। কিন্তু তার আগে আমাদের আরেকটা ব্যাপার আছে না ..'

আমি গোল গোল চোখে তাকাচ্ছি। 'আমাদের আরেকটা ব্যাপার! কি, রুদ্র?'

'তুই আমার কাপড় খুলে দিবি, আমার পেনিস নিবি আর মিষ্টি মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে আমাকে টং বানাবি, বরিশালে যেমন হতো ..'

খচ্চর! বরিশালে কি কি হতো, সব মনে রেখেছে। সব কিছুর রিপিটিশন শুরু করা চাই।

একদম খচ্চর!

মুখের রস প্রেমের রস ..

উপায় নেই।

বরিশালে থাকাকালে আমাদের দুজনের মধ্যে অলিখিত চুক্তির মতোই ছিলো – রুদ্র আমার যোনিতে চুমু খাবে, আমি ওর পুরুষাঙ্গে আদর দেবো। দিতামও। আজ রুদ্র আমার যোনি চুষে দিয়েছে, কাজেই আমি ওকে আদর না দিলে আমাকে ছাড়বে না জানা কথা।

এখন আমরা দুজন হোটেল রুমের মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়ানো। আমিই রুদ্রর জামা-কাপড় প্রায় টেনে হেচড়ে খসিয়ে দিয়েছি। আমি ঝপ করে রুদ্রর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসলাম।

'তোরটা পরিষ্কার, রুদ্র?'

বললো, 'তোকে নোংরা জিনিস দেবো কেন, শিল্পা?'

আহা, রুদ্র একদম স্টার্ক ন্যাকেড – সেই একই দৃশ্য, একই রকম লাগছেই। বড়-সড় দুধর্ষ পুরুষাঙ্গ আমার একদম চোখের সামনে। মাঝের অংশ তুলনা-মূলক মোটা দেখাচ্ছে। গ্লান্সের উপর ছোট স্কার এখনও আছে – খুব ছোটবেলায় নাকি ওখানে ফোড়া হয়েছিলো। পুরুষাঙ্গের গায়ের ভেইনগুলো আঁকাবাঁকা আর দারুন প্রমিনিন্যান্ট। বালগুলো গজিয়ে বেশ বড়-সড়ই – ওর বউ কাটতেই বলে না হয়তো। তাছাড়া আরেকটা জিনিস চোখে পড়ার মতোই মনে হচ্ছে আমার। আগের তুলনায় রুদ্রর পুরুষাঙ্গ অনেক বেশি ফর্সা হয়েছে – অনেকটা ক্রীম কালারের মতোই। বউয়ের সাথে রেগুলার চোদাচুদির ফল হয়তো।

আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে রুদ্রর শক্ত পুরুষাঙ্গ মুঠো পাকিয়ে ধরতেই ইস! শির শিরে একটা শিহরণ এখন আমার শিরায় শিরায় বয়ে গেলো। আমি বিবশের মতোই মাথা ঝুঁকিয়ে রুদ্রর শক্ত পুরুষাঙ্গ আমার মুখের একপাশে ঠেকালাম, মাথা এপাশ-ওপাশ করে নরম গালে ঠেসে ধরছি। রুদ্রর পুরুষাঙ্গ রক্ত চলাচলের তালে তালে নাচছে। আহা, আমার আজ রাতের সোনা মানিক। আমার আজ রাতের আনন্দ। আহা। কি দারুন আর কি চমৎকার শক্ত হলেও রুদ্র খচ্চরটা না ঢুকিয়ে, চোদাচুদি না করে নছল্লার পর নছল্লাই ..

আমি চপ করে রুদ্রর পুরুষাঙ্গে কয়েকটা চুমু এঁকেই রুদ্রর মুখে তাকালাম। এখন দুষ্টমির ভঙ্গিতে মিটি মিটি হাসছি আমি।

‘এ্যাই রুদ্র, শোন শোন। তোরটা কেটে যদি আমার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিই ..’

আমার কথায় রুদ্রর আরেক দফা সে কি হাসি!

‘প্লিজ, শিল্পা, কাটাকাটি করলে ভ্যানিটি ব্যাগে রাখলে চলবে না। তোর ভাগিনাতেই রাখ না।’

‘ভাগিনা! কি বললি! ভ্যানিটি ব্যাগের সাথে ভাগিনার সম্পর্ক ..’

আমি বুঝতে পারছি না, আর ভ্যানিটি ব্যাগের সাথে ভাগিনার সম্পর্ক জিজ্ঞেস করছি দেখে রুদ্রর সে কি উল্লাস! বললো, ‘শিল্পা, বানানটা এ রকম – ভি এ জি আই এন এ। জি-এর উচ্চারণ যদি গ হয়, দেখবি ভাগিনাই হয়ে যাবে।’

খপ করে আমি রুদ্রর অন্ডকোষ মুঠো পাকিয়ে ধরে চাপ দিলাম। সজোরে। ভ্যাজাইনা শব্দটাকে কি কায়দা করে উচ্চারণ করে বলছে *‘ভাগিনা’*।

‘দুষ্টু!!’

নিজেই রুদ্র আমার চুল মুঠো পাকিয়ে আমার মাথা ঘুরিয়ে সোজাসুজি করে নিলো। আর আমি .. আমি রুদ্রর উরু খামচে ধরে আমার ঠোঁট যুগল ঈষদ ফাঁক করলাম। সেই চার বছর আগের মতোই, রুদ্রই কোমর নাড়িয়ে তার পেনিস আমার ঠোঁটের প্রান্তে এনে ঠেলা মারলো। রীতিমতো ঠেলে ঠেলেই রুদ্র এখন তার লোহার মতো শক্ত পৌরুষদন্ড আমার মুখে সেঁধিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হলো, অতীতের চলচ্চিত্রের চাকায় বাঁধা, একটার পর একটা দৃশ্য যেন পাল্টে যাচ্ছে। গতানুগতিক। আমি চোখ পিট পিট করতে করতে আমার ঠোঁটজোড়া রুদ্রর পুরুষাঙ্গের শ্যাফটের উপর চেপে রেখেছি। আর রুদ্র বিবশের মতোই ঠেলে ঠেলে তার পুরুষাঙ্গ একবার আমার মুখে ঢুকাচ্ছে আর বের করছে। অনেক পুরুষ আছে একবার মেয়েদের মুখে পুরুষাঙ্গ ঢুকাতে পারলেই বেজায় খারাপভাবে ধাক্কাধাক্কি করতে ভালোবাসে, মেয়েদের বমি ঠেলে আসতে চাইলেই ছাড়ে না। রুদ্রকে নিয়ে সে প্রব্লেম নেই।

বেশ কতোক্ষণ বাদে, রুদ্রই বগলের কাছে ধরে আমাকে টেনে দাঁড় করালো। আমি শুনলামই না। সাথে সাথে আমি এক ঝাপে রুদ্রর বুকে। ওর নগ্ন শরীরে আমার নগ্ন দেহ মিশিয়ে দিয়ে আবেগ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি।

'এ্যাই রুদ্র, প্লিজ, চল না। দেখ, আমি সাংঘাতিক জ্বলছি, রাতটা শেষ হয়েও যাচ্ছে। তোকে এতো প্ল্যান করে আমার রুমে এনেছি, চুষেও দিলাম, এখন তোকে নিয়ে শান্তি না পেলে ..' কথার ফাঁকে স্তনের ধাক্কায় ধাক্কায় আমি রুদ্রকে নিয়ে খাট বরাবর এগোচ্ছি।

রুদ্র আলতো কণ্ঠে ফিস ফিস করলো, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না, শিল্পা?'

আমিও অস্ফুট ধ্বণি তুললাম, 'শুধু তোর বউয়ের কষ্টই বুঝিস, আমার কষ্ট বুঝলে তো ..'

এরপর কোন কথা না।

রুদ্র সামনে ঝুঁকলো। ওর এক হাত আমার ঘাড়ের নিচে, আরেক হাত আমার উরুর পিছন দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারপরই আমার শরীরে ছোট্ট একটা ঝাঁকি লাগলো। রুদ্র এখন আমার দেহ নিজের সবল হাতে অবলীলায় শূণ্যে তুলে নিয়ে নিজেই থপ থপ করে পা ফেলে আমাকে নিয়ে বিছানা বরাবর এগোচ্ছে।

এক সময় বিছানায় তোলার আগে প্রতিবারই রুদ্র আমাকে কোলে তুলতো। আজ, কতোদিন বাদে, আহা, কতোদিন বাদেই আমি রুদ্রর কোলে চড়ছি।

সেই কোল! কি অদ্ভুত মজা!

আহা!

আহা, আমি জানি, এখন হবে আমাদের – আমাদের পুরানো দুই বন্ধুর 'স্বপ্নে দেখা' চোদাচুদি খেলা..

শরীরে অশরীরির সীক্ষনি ..

আবার আমি বিছানায় চিৎ।

রুদ্রর এই দিকটা প্রসংশা করার মতোই। তখন বয়স কম ছিলো, তথাপি নিজে যতোই মাতোয়ারা হোক, আসলে খুব কন্ট্রোল রাখতো। মেয়েদের সাথে চোদাচুদির অর্থ সঙ্গিনীকে সুখী করা, এটা সব পুরুষরা বুঝতেই চায় না। তখন কোন হুড়মুড় করতো না, আমার তৃপ্তির আগে

কখনও নিজের বীর্যপাত হলে প্রচন্ড দুঃখই পেতো। এ কারণে রুদ্রকে আমার খুব ভালোও লাগতো।

আজও রুদ্র আমার পায়ের কাছে। আমাকে বিদ্ধ করার জন্য তৈরি, এক হাতে নিজের পুরুষাঙ্গ নাড়তে নাড়তে আমার মুখে তাকালো।

'রেডি, শিল্পা?'

আমি দ্রুত হাতে বালিশে আমার খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে গলার চেন খুললাম, মাথার কাছে সযত্নে রাখছি। দুই পা ভাঁজ করে গুটিয়ে পাছার কাছাকাছি এনেই হাঁটু জোড়া দুদিকে এলিয়ে দিলাম।

'আয়, রুদ্র।'

হাঁটতে ভর দিয়েই রুদ্র আমার দুই উরুর মাঝখানে এগিয়ে এলো। এসেই ঝপ করে দুহাত আমার দুই বগলের পাশে বিছানায় ঠেকিয়েই সামনে ঝুঁকলো। পা জোড়া লম্বালম্বি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে শরীরের সামনের দিক উঁচু রেখে দেহের মাঝখানটা ধনুকের মতো বাঁকা করতে করতে নিজের পুরুষাঙ্গ এখন আমার জংঘা বরাবর বাড়াচ্ছে দেখেই আমি নিজের যোনি ঠেলে দিলাম। ওর দিকে। টাচ হলো। আমি এখন আর নড়ছিই না। আমি জানি রুদ্র এখন কি করবে। সেই চার বছর আগের মতোই, রুদ্র আমার যোনির উপর তার পুরুষাঙ্গ ক'বার ঘষা মারলো। আসলে আমার টই-টুম্বুর যোনির রসে পেনিসটাকে পিছলা বানাচ্ছে। পিছলা বানালেই নাকি মজা বেশি।

আমিই ডান হাত বাড়িয়ে রুদ্রর পুরুষাঙ্গ দু'আঙ্গুলে টিপে ধরলাম। আমার যোনির ফুটোয় বসিয়ে দিচ্ছি।

'এ্যাই রুদ্র, বাব্বা! সেই চার বছর পর করছি, তাই না? প্লিজ, এবার কিন্তু টেনে নিবি না ..'

অভ্যস্ত পুরুষ রুদ্রই কোমর ঠেললো, নিজের পুরুষাঙ্গের খানিকটা, ইঞ্চিখানেকের মতো, আমার যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে গোল গোল চোখে আমার মুখে তাকাচ্ছে।

'তোর ভাল্লাগছে, শিল্পা?'

আমি থুতনি নাড়লাম।

'সেই কখন থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছি, পুরো না দিলে আমার মনই ভরছে না, রুদ্র। আরো ঠেল।'

এরপর আর কোন কিছু বলা না, কোন ইঙ্গিতও না।

সেই চার বছর আগের মতোই। রুদ্র শরীরের মাঝখানে বেশ জোরের সাথেই একবার ঝাঁকি মারলো। আমার মুখে চোখ রেখে শরীরের চাপ বাড়াচ্ছে আর নিজের পুরুষাঙ্গ আমার যোনির মধ্যে সেঁধিয়ে দিচ্ছে। আমি কোন কিছুই বলছি না, রুদ্রর চোখে তাকিয়ে আছি। আহ্, কি মজা! আমি মনে মনে যা চেয়েছি, তাই হচ্ছে – আজ এই নিশুথি রাতে আমার শরীরের মধ্যে একজন জলজ্যান্ড পুরুষ মানুষ!

রুদ্র পুরুষাঙ্গ টেনে বের করেই সজোরে একটা ধাক্কা দিতেই আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো, সাথে সাথে আমি ফিস ফিস করলাম।

‘এ্যাই রুদ্র, নিজের বউয়ের সাথে করিস। অনেকদিন বাদে এই ভাগিনা কেমন লাগছে?’

রুদ্র ঝট করেই আমার মুখে তাকালো। ‘ভাগিনা মানে?’ পরক্ষণে নিজের উচ্চারণ করা শব্দটা মনে পড়ে যাওয়ায় ওর ঠোঁটে পাতলা ধরণের একটুকরো হাসি। ‘শিল্পা, তোর ভাগিনা ভীষণ, ভী-ষ-ণ ভালো। একটু অন্য রকম। আমার বউয়ের থেকে অনেক পিছলা, অনেক গরম।’ বলতে বলতে পরক্ষণে একই কায়দায় কোমর তুলে আবার একটা সজোর ধাক্কা।

আমি ডান হাত বাড়িয়েই রুদ্রর পাছার মাংস মুঠো পাকিয়ে ধরলাম। ধরেই জোরের সাথে একটা খামচি।

‘রুদ্র, তোর সবটুকু যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আমাকে এ রকম আর পাবি না, রুদ্র। ও রকম ‘হাফ-হাফ’ করছিস কেন? ঢুকিয়ে দে না, পুরোপুরি।’

‘আচ্ছা। দিচ্ছি।’

‘আর শোন শোন, রুদ্র, খুব করে করবি। যাকে বলে রাম চোদাচুদি..’

‘আচ্ছা।’

‘আর আমাকে খুব আদর দিবি।’

‘ও.কে, বেবী।’

রুদ্রর শরীরের মাঝখান উঠে যাচ্ছে দেখেই আমি আমার দুপা দুদিকে আরো মেলে দিলাম। আমি এখন আরো বাড়তে চাই। রুদ্র গায়ের শক্তিতে তার শরীরটা আমার উরুসন্ধির দিকে ঠেলে দেওয়ার ফাঁকে ঠোঁটটা

কেমন বাঁকা করছে। আমার জংঘায় 'ঠকাস' এক ধাক্কা। ধাক্কা দিয়েই ঠোঁটের হাসি বাড়াচ্ছে। যেন আমার খুশিতে ওর খুশি। আর জবাবে রুদ্রর পাছায় রাখা আমার হাতের সাহায্যে আরেকবার খামচি দিয়ে আমিও হাসছি – ওর খুশিতেই আমি খুশি। সত্যিই এখন আমার চোখের তারা ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে। আমি এখন প্রচন্ডরকম ভাবে হারিয়ে যেতে চাই, আমি আরো চাই .. *আরো আরো আ-রো ..*

'এ্যাই রুদ্র, শোন, শোন, এদ্দিন পর চোদাচুদি করতে করতে তোর সাথে চুমোচুমি করতে না পারলে আমার ভালোই লাগছে না।'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগে ঝপাৎ করে রুদ্র আমার বুকে, একেবারে আমার শরীরের উপর শুয়ে পড়ে চপ চপ করে আমার সারা গালে চুমু করছে। আমিও দুহাতে ওর গলা আকড়ে ধরে ওর গালে চপ চপ চুমু করলাম।

'এ্যাই রুদ্র,আমাকে কাকড়া বিছের মতো ঠেসে ধরবি না, হালকাভাবে থাকবি আর দারুনভাবে স্ট্রোক করে খেলবি।'

'ও.কে, বেবী। তুই যেমন চাস।'

'একটা রাতই শুধু। আমি তোর পুরানো বান্ধবী। মনে রাখবি, আমি তোকে পুরোপুরি এঞ্জয় করার জন্য আমার যৌবনের সুখ দিচ্ছি। তখন বলেছিলি না, শয়তানের মতো চুদবি, একেবারে শয়তানের মতোই ঠাপের পর ঠাপ লাগা তো।'

আমি চোদাচুদির সময় সাধারণত এতো কথা বলি না, কিন্তু রুদ্র আমার পুরানো বন্ধু হওয়ায় এখন কেমন যেন কথা বলার নেশায় পেয়েছে আমাকে। আমার ফিস ফিসানি কণ্ঠস্বর। আমার মনে হচ্ছে, রুদ্র আর আমি তলিয়ে যাচ্ছি আর যাচ্ছি, অতল সাগরে তলিয়ে যাওয়ার মতোই। রুদ্র কুনুই জোড়া ভাঁজ করে আমার মাথার দুই পাশে বিছানায় ঠেকিয়ে নিয়ে, আমি যেমন চাই, তেমনিভাবে, আমার শরীরের উপর হালকা উঁচু হয়ে আছে। আমার চোখে চোখ, দুই হাতে আমার কপালের পাশ আলতোভাবে চেপে ধরেছে আর চোখের পাতা বার বার পিট পিট করতে করতে চুদছে আমাকে। আর আমি

.. আমার বাম হাতে লতার মতো ওর গলা পেচিয়ে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট গেঁথে আছি, কখনও ওর মুখে আমার জিভ ভরে দিচ্ছি, আর ভেজা ভেজা কামনা মাখা চুম্বন করছি, কখনও বা মৃদু মৃদু হাসছি। আমি পুরানো বন্ধুদের সাথে চোদাচুদি এড়িয়ে চললেও এই মুহূর্তে রুদ্রর সাথে চোদাচুদি করতে খুব মজাই লাগছে।

আমি নিজেই পা মুচড়ে আমার দুই উরু রুদ্রর শরীরের পাশ দিয়েই আমার বুক বরাবর ঘুরিয়ে নিলাম। 'তোর সুবিধে হচ্ছে, রুদ্র?' আমার ফিস ফিসানি কণ্ঠস্বর।

'অসুবিধে হচ্ছে না।'

আমি নিজেকে আরো মেলে দিতে চাচ্ছি, রুদ্রর পুরুষাঙ্গ আমার যোনি থেকে বের হয় হয় এমন অবস্থায় এলেই এখন আমি এখন রুদ্রর পাছা ধরে সজোর টানছি, ওকে সাহায্য করার জন্য – রুদ্র আরো গভীরে চালিয়ে দিক। দিচ্ছেও। দুজনের যুক্ত চেষ্টা, রুদ্রর লোহার মতো শক্ত পুরুষাঙ্গ আমার রসে টইটুম্বর নরম পিচ্ছল যোনিতে স্যাৎ করে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। আহা, ঠিক যেন শক্ত মাংসের তৈরি একটা পিষ্টন। লং স্ট্রোকই হচ্ছে। ইসসস! উঃঃঃঃঃ! বিবশের মতোই রুদ্রর ঠাপানির সাথ সাথে দুলতে দুলতে আমি এখন চোখ ঢুলু ঢুলু করে রুদ্রকে দেখছি, কখনও ওর মাথার চুল নিয়ে কচলাচ্ছি, ছটফট করছি, নিজেকে আরো বেশি করে সমর্পন করে উপভোগ করতে চাচ্ছি। চট্টগ্রাম শহরে রাতের এই প্রহরে হোটেল সেন্ট মার্টিনের বদ্ধ এই কামরায় আমাদের দুজনের নগ্ন শরীরে এখন কামনার মুর্ছনায় সীক্ষনি। কি অপূর্ব সুখ, কি অপূর্ব আনন্দ।

আহা। কি মজা!

রুদ্র কোমরের আন্দোলনের সাংঘাতিক বাড়িয়ে দেওয়ায় আমি চোখজোড়া গোল গোল করে তাকালাম।

'এ্যাই রুদ্র, আজ আমি তোকে পুরো বুঝবো – বউ চুদে চুদে কেমন পাকা হয়েছিস। আজ রাত তোর বউয়ের না। *এই রাত তোমার আমার।* আজ রাতে তোর সব মর্দানিই আমার। দে, বেশি বেশি দে ..'

'আমি বেশি দিলে তুই সহ্যই করতে পারবি না, শিল্পা।'

বলে কি? গাধা নাকি? আমার এখন হাসি পাচ্ছে।

'ভুলে গেছিস, রুদ্র, আমি কেমন মেয়ে? লাগা লাগা,

তোর যতো জোর আছে সবটুকু দিয়েই লাগা না, খচ্চর। পুরো কচলা তো আমাকে। আগে যেমন বলতি, চুদে চুদে ফ্যানা বের করবি, তেমন বের কর না, কোন বাঁধা দেবো না তোকে।' আমি এখন রুদ্রকে আরো ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

আমার কথায় যে কাজও হচ্ছে, বোঝা যায়। রুদ্র, ক্ষেপে ওঠার মতোই চাল্লাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। থামছেই না। ওর দম আগের চেয়ে ঘন। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসে এখন আগুনের হল্কা।

এক সময় কাঁপা কাঁপা স্বরে ফিস ফিস করেই বললো, 'শিল্পা, তোর কথা বার্তা আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্যেই মনে হয়, তুই সাংঘাতিক কামুকী, সাংঘাতিক পুরুষ খেকো এক নারি হয়ে গেছিস। বাব্বা! যাকে বলে একেবারে একজন ফার্ষ্ট ক্লাশ ..'

আমি তাড়া লাগালাম। 'আমি একজন ফার্ষ্ট ক্লাশ কি? যা বলতে চাস পরিষ্কার করে বলতে পারিস না, রুদ্র?'

'বললে ভালো শোনাবে না, শিল্পা।'

'খারাপ শোনাক, তবু বল, রুদ্র।'

'আসলে তুই .. আই মীন, এখন তুই, শিল্পা, একজন ফার্ষ্ট-ক্লাশ চুতমারানির মতোই করছিস ..'

ফিক করে হেসেই আমি বাম হাতে রুদ্রর গাল ধরে টেনে দিলাম, সজোরে। 'রুদ্র, চুতমারানি কোন মেয়ের সাথে লাগতে হলে ছেলেদেরও চুতমারানা হতে হয়, জানিস না? আমি কি বলছি, বুঝিস?' বলতে বলতে আমি রুদ্রর মাথা সজোরে ঠেলে আমার বুকের দিকে নামিয়ে দিচ্ছি। 'এ্যাই রুদ্র, আমার ব্রেষ্টে কিস কর – চোদা থামাবি না, সব এক সাথে করবি – চুদবি, চুষবি, রগড়াবি। আজ রাতে তোর অনেক অনেক আদর চাই।'

'ও.কে, বেবী, ও.কে।'

রুদ্র এখন খুব ভালো ছেলো।

আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার উপর কোমর চালাতে চালাতে প্রথমে আমার ডান ধারের নিপলে জিভ রেখে এপাশ ওপাশ নাড়ছে, কখনও বা ছোট ছোট চুমু খাচ্ছে, কখনও বা পুরো স্তনই মুখে পুরে নিচ্ছে। ডান ধারের স্তনে একটু বেশিক্ষণ হয়ে গেলেই আমি হাতের আঙ্গুলগুলো রুদ্রর মাথার চুলে ডুবিয়ে দিচ্ছি, চুলে মুঠো

পাকাচ্ছি। আর রুদ্রও সঙ্গে সঙ্গে আমি কি চাচ্ছি বুঝেই আমার অপর স্তনে হামলা করছে। আহ্, কি দারুন এই রাতে আমার পুরানো সেক্স ফ্রেন্ড রুদ্রর নিপিড়ন আর আদর। আমার চোখ এখন আরো ঢুলু ঢুলু, নেশা নেশা।

কিন্তু এক মিনিটও গেলো না, রুদ্রর অবস্থা লক্ষ্য করেই আমি আবার না চেঁচিয়ে পারলাম না।

‘এ্যাই রুদ্র, এ্যাই শালা! এ সব কি? তোর কোমর স্লো হয় কেন? হাফ ঢুকছে। প্রত্যেকবার বড় বড় ঝাঁকি মার। এমন চার্জ করে করে করবি, যাতে তোর কোমর ঠাস ঠাস করে আমার শরীরে আছড়ে আছড়ে ..’

‘শিল্পা, চার্জ শব্দটা তুই আগে কখনও ..’

‘চুপ, শয়তান, চোদ আমাকে, আমি আগে কি বলতাম না বলতাম এখন সে সব চর্চা করা লাগবে না, শুধু চুদতে থাক। উঃঃঃঃ! ইস্স্স্স্! আমি কি বলতে চাই, তুই বুঝতেই পারিস না, রুদ্র।

‘আরে বাবা, বুঝছি তো, শিল্পা, তোকে জোরে জোরে করতে হবে ..’

‘কর না তাহলে। তোর সেই জোরই খাটা। আউউউউ! উঃঃঃঃঃ! বললাম তো, আমি কচি খুকী না, একজন এডাল্ট মেয়ে। তোর ঠাপে ঠাপে আমি প্রজাপতির মতো পেখম মেলতে চাই, ফুলের মতো রঙ্গিন হতে চাই। ইসসসসসস! এসব কিছুই বুঝিস না ..’

এ গ্রেট ক্লাইমেক্স ..

রুদ্রর ঠোঁট জোড়া ফাঁক।

রুদ্রর দম এখন আরো ঘন, কাঁপা কাঁপা।

রুদ্র এখন আমার শরীরের উপর রীতিমতো প্রচন্ড দাপটের সাথে ঠাপের পর ঠাপ লাগাচ্ছে। আমি উত্তেজনা, কামনা আর আনন্দের নেশায় জ্বলতে জ্বলতে বেপোরোয়ার মতোই দুহাতে রুদ্রর পাছা খামচে ধরে হ্যাচকা টানে টানে নামিয়ে আনছি। আমার গোটা শরীরে অপূর্ব এক শিহরণ, আমার কোষে কোষে আগুনের বিভিষিকা। আমি এখন টাইমিং আর তাল ঠিক রেখে নিজেও যোনি ঠেলে ঠেলে দিচ্ছি উপর দিকে। ঢুকুক, রুদ্রর পুরুষাঙ্গ আরো বেশি করে, আরো গভীরে, ঢুকুক। আমি চাই, এই বিভিষিকার পর প্রশান্ত বর্ষণ হোক, আসুক অপার শান্তি।

আমার মুখ থেকে বের হওয়া শীৎকারের কাঁপা কাঁপা ধ্বণি।

‘আউউউউ! আউউউউউউউড্! এ্যাই রুদ্র, খবরদার! এখন এক ফোটা থামবি না, প্লিজ। উউউউউউউউউড্!! এখন আমার হাই টাইম।’

রুদ্র ফিস ফিস করলো।

‘আচ্ছা, থামবো না, শিল্পা।’

রুদ্রর এই দিকটা খুব ভালো – মেয়েদের খুব বোঝে। আমার আরো লাগবে বুঝেই রুদ্র হঠাৎ করেই চোদার স্টাইল পাল্টালো। আমার মোচড়ানো উরু যুগল দুই হাতে প্যাচ দিয়ে আমাকে শক্ত করেই আটকে নিয়েই শরীর টেনে পুরুষাঙ্গ বের করলো, প্রায় শেষ অব্দিই। তারপরই প্রচন্ডভাবে একটা ঠাপ। আমার জংঘায় ছিটকে পড়া রুদ্রর কোমরের চটাস আওয়াজ, খুব জোরে। শুধু ওটুকুই না, আমার উরুসন্ধিতে কোমর আটকে যেতেই এবার রুদ্রর অন্য রকম একটা কায়দা – রুদ্র শরীরের নিচ দিক মুচড়ে নিয়ে একটা রাম ঠাসা দিলো, যেন অতিরিক্ত একটা ধাক্কা দিয়ে আমার যোনির একদম গভীরে ঢুকিয়ে দিতে চায় তার পুরুষাঙ্গ।

আমার মনে হচ্ছে, ঠিক আমার জরায়ুর উপরই বাড়ি পড়ছে। আমার সর্বাঙ্গে প্রচন্ড কামনা, অগ্নি-কণার মতোই।

আমি অসহ্য সুখে চেঁচালাম। ‘আউড্! আউউউউ! রুদ্র। ইস্, ইস রে! আরেকবার, প্লিজ প্লি ...জ, আরেকবার কর।’

রুদ্র আবার ঠাপ দিলো। সেই সঙ্গে একই কায়দার অতিরিক্ত মাত্রার ঠাসা মারা অত্যাচার।

‘উউউউউউড্! ইসসসসসস! উউউউউড্! আউউউউউ!’

রুদ্র এখন চালাছে তো চালাচ্ছে। আমার কোমল নারিদেহের উপর ওর শক্ত পুরুষ দেহের দাপাদাপি আর ঠাপানির পর ঠাপানি। পারেও বটে। হোটেল কক্ষের খাট ক্যাচ ক্যাচ করছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার যোনি একদম ব্যথা হয়ে যাবে। তবু আমি কিছুই বলছি না। বলবো কেন? এখন আমি রুদ্রর হাতে হাত রেখে এই মাটির পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোন এক মায়াবী জগতে প্রবেশ

করছি। ভালো লাগা বাড়ছে আমার শরীরের পরতে পরতে, সেই সাথে রোমাঞ্চ আর শিহরণ .. । আমার শীৎকারে ভারী হোটেল সেন্ট মার্টিনের এই রুমের বাতাস।

'তুই বড্ড অবাধ্য, শিল্পা।' রুদ্রই এক সময় বললো, 'শুধু চেঁচাচ্ছিস কেন? আমার ঠোঁটে ঠোঁট পুরে দে।'

আমি বুঝছি, রুদ্র নিরাপত্তার স্বার্থেই আর প্রশয় দিতে চায় না। এই-ই ভালো। আমি রুদ্রর সাথে গেঁথে থাকি। আমি দ্রুতই রুদ্রর ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে দিলাম।

এরপর ..

আমাদের দুজনের উন্মাতাল দেহের খেলা, কোষে কোষে কামনার সীক্ষনি। উঃ মাগো! আমি আর পারছিই না। এক সময় আমি ঠোঁট খসিয়ে নিয়েই বিড় বিড় করলাম, 'উউউউউউউউ! রুদ্র, আমাকে খুন কর।'

রুদ্র চোখ গরম করলো, 'শিল্পা, চেঁচাবি না তো। আমার সাথে ঠোঁট আটকে পড়ে থাকতে বলেছি না?'

যেন এক যুগ, আমি রুদ্রর সাথে পড়ে রইলাম। জড়াজড়ি করে, একত্রে। ওর প্রিয় সেক্স সঙ্গিনীর মতোই।

তারপর ..

তারপরই আমি পরিষ্কার বুঝলাম, আমার গোটা শরীর অপার্থিব এক সুখের জ্বালায় ফুঁসে ফুঁসে উঠছে, ঢেউয়ের মতোই। আমি টের পাচ্ছি, আমার স্খলন হচ্ছে। আহা, সেই সুখের স্খলন! আমি এখন হতাহিত জ্ঞানশূন্য। আমি নিচ থেকে দুহাতে রুদ্রকে আষ্টেপৃষ্টে চেপে ধরে ওর নিচের ঠোঁটে কামড় দিতে দিতে ওর শরীরটাকে জোরে জোরে ঝাঁকি দিচ্ছি আর রুদ্রর সব বারণ উপেক্ষা করে চেচাঁচ্ছি আমি পাগলিনীর মতোই।

'উউউউউ! ইসসসসসসসস! লাগা, শালা, লাগা। মমঃঃঃঃমা গো। আরো .. আরো .. আরো কর ..'

উহ! আমার মনে হচ্ছে, কতো দিন এমন পুরুষ হয় না, হয় না এমন ধাঁচের অপূর্ব চরমতৃপ্তি। কি যে লাগছে আমার।

আহ্, কি মধুর শান্তি! আহ। কি সুখ! অনেকদিন পর পোলাউ-মাংস খাওয়ার মতোই। আমি এখন বিহ্বলের মতোই হাসছি। রুদ্রর চোখে-মুখে-গালে আমার মধু ভরা ঠোঁটের চপ চপ চুম্বন দিয়েই আমি ফিস ফিস করলাম,

‘ইউ আর গ্রেট, রুদ্র, ইউ আর এ গ্রেট ফ্রেন্ড।’

তবে একটা সত্যি কথা বলি, রুদ্রর দিকে তাকিয়ে এখন আমার অল্প অল্প কষ্টই লাগছে। ঘামে ভেজা চ্যাট চ্যাটে শরীর তো আছেই, মুখখানাও ভেজা ভেজা, রুদ্রকে পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। আমার মতো এমন কামুকী মেয়েকে ঠান্ডা করার জন্য রুদ্র সাংঘাতিক খেটেছেই।

‘এ্যাই রুদ্র, বিশ্রাম নে না।’

আমি নড়ছিই না। আমার যোনির মধ্যে ওর পেনিস ঢুকানো, ঢুকানোই থাক। রুদ্র হাঁপাচ্ছে। আমি ওর পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আদরের সাথে। আর রুদ্রও বড় বড় কাঁপা কাঁপা দম নিতে নিতে আমার দিকে তাকিয়েই রইলো, যেন রতি-ক্লান্ত এক বাঙ্গালী রমনীর শান্তিময় মুখের দ্যুতি কোনদিনও দেখে নি। পাগল কোথাকার!

আহা, চারবছর বাদেই রুদ্রর সাথে করলাম। আমার প্রচন্ড রকম ভালো লাগছে।

আধ মিনিট।

তারপরই রুদ্র আবার সক্রিয়। আগের মতো তেজ নিয়েই এখন আবার আমার উপর কোমর চালাচ্ছে আর আমার যোনির ভেতর পেনিস ঢুকাচ্ছে আর বের করছে। আমি দুহাতে রুদ্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে আকড়ে ধরে আবার পা ছড়িয়ে দিলাম। বন্ধুর মতোই রুদ্র আমাকে আজ রাতে নিষিদ্ধ সুখ দিয়েছে, আমি চাই, এখন ও-ও সুখ নিক।

আমার চরমতৃপ্তি হয়ে যাওয়ায় আমার ভিতরে সেই উন্মত্ত কামনা নেই, আছে সমর্পনের এক নেশা। অন্য ধরণের এক অদ্ভুত ভালো লাগা এই মুহূর্তে আমার কোষে কোষে। আমার চেঁচামেচি নেই, নেই শীৎকার, নেই কোন বেপোরোয়া ভাব। আমি এখন শুধু রুদ্রর মুখে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চুপচাপ শুয়ে আছি, আর রুদ্রর সাথে দুলছি আর দুলছি।

প্রায় তিন মিনিট। তারপরই রুদ্র রীতিমতো চাপা কণ্ঠে ফিস ফিস করলো, ‘এ্যাই শিল্পা, ভেতরে করলে অসুবিধে ..’

রুদ্র কি বলতে চাচ্ছে আমি বুঝছি – আমার ভেতরে বীর্যপাত করতে চায়।

এই মুহূর্তে আমার রুদ্রকে নিয়ে দুষ্টমি করতে ভীষণ লোভই হচ্ছে।

‘এ্যাই রুদ্র, তোর বউ কোথায় কোথায় করা শিখিয়েছে?’

‘ফাজলামো না, শিল্পা। যদি তোর বাচ্চা-কাচ্চা কিছু ..’

‘শোন, শোন, রুদ্র, তেমন কিছু হয়েই যদি যায়, অসুবিধে নেই, বাচ্চাটাকে কোলে করে একেবারে তোর বউয়ের কাছে গিয়ে হাজির হবো। বলবো, ওগো প্রাণ সখী, এই ধরো তোমার স্বামীর ধোনের ফসল। তারপর ..’

‘ইয়ার্কী রাখ, শিল্পা। উঃ উঃঃ তুই যদি প্রেগনেন্ট ..’ কথা শেষ হলো না, তার আগেই রুদ্রর অন্য রকম একটা ভাব – চোখ জোড়া ইয়া বড় বড়, যেন তেতো গিলে ফেলেছে। ‘ইয়া আল্লা, ইয়া মাবুদ ..’

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, রুদ্রর বীর্যপাত শুরু হয়ে গেছে। পেনিস থেকে ছলকে একটা ধারা ছুটলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য! পরমুহূর্তে রুদ্র এক ফোটা না নড়লোই না। ক’সেকেন্ড! একদম চুপ করে আছে। আমার বুঝতে বাকি নেই, রুদ্র এখন আর এক ফোটা বীর্যও বের করতে চায় না, আমাকে প্রেগনেন্ট করার ভয়ে।

রুদ্র হঠাৎই আমার উপর থেকে আকু পাকু করেই নেমে পড়ছে দেখে আমি দুহাতে সর্ব শক্তিতে রুদ্রর গলা আকড়ে ধরলাম।

‘এ্যাই শালা, কোথায় ভাগছিস?’

‘শিল্পা, তুই কিছুই বলছিস না দেখেই ..’

‘বলতে হবে? আমি তোর পুরানো বান্ধবী না। বুঝিস না। কর না, হারামী। ঢালতে থাক তোর মাল। এদ্দিন তোর বউকে দিয়েছিস। আজ আমাকে না দিয়ে পালাবি কোথায়?’

ত্রিশ লক্ষ টাকা লটারী জেতার সুখবরের মতোই এখন রুদ্রর ঠোঁটে দারুন দুর্লভ একটুকরো হাসি। পরক্ষণে ঝুঁকে আমার কপালে ছোট্ট এক টুকরো চুম্বন আঁকলো। তারপরই ওর দাপাদাপি। রুদ্র এখন নিজের সুখের জন্য সংগ্রামী। নিজেকে সম্বরণ করার কোন চেষ্টাই করছে না।

নিচের ঠোঁট দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরেছে আর আমার উপর রাম ঠাপ দিতে দিতে ছলকে ছলকে বীর্য বের করছে। হড় হড় করে ঢালার মতো।

আর আমি ..

আমি শিল্পা শ্যামা, রুদ্রর পুরানো বান্ধবী। আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি রুদ্রর প্রতিটা ধারা। আমার দৃষ্টি এখন রুদ্রর মুখে গাঁথা। আমি দুহাতে রুদ্রর কাঁধ খামচে ধরে দুপা দুদিকে শূণ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যদ্দূর সম্ভব আমার যোনি উপর দিকে ঠেলে ধরে আছি।

দে, রুদ্র, দে, খসিয়ে ফেল তোর শেষ বিন্দু উত্তেজনা।

দি লাষ্ট ড্রপ অব সিমেন।

একটি মধুচন্দ্রিমার গল্প ..

রাত সাড়ে বারোটার মতোই।

ধুয়ে-মুছে পরিস্কার হওয়ার পর আমি রুদ্রর সাথে সেন্ট মার্টিনের নরম গদীমোড়া বিছানায়। দুজন আমরা জড়াজড়ি করছি। স্থির করেছি, দুজনই আমরা আজ রাতে কোন পোশাকই পরবো না।

রুদ্র এই মুহূর্তে আমার দিকে মুখ করে তার বাম বাহু আমার ঘাড়ের নিচ দিয়ে চালিয়ে দিয়ে গভীর মমতায় আমার নগ্ন শরীর পেচিয়ে ধরে আছে। ডান পা বাঁকাভাবে আমার দুই উরুর মাঝখানে ঢুকিয়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে ঠেলছে পা-টা, নিজের উরু দিয়ে ঘষা মারছে আমার যোনিতে। দুষ্টু কোথাকার!

আমিই ফিস ফিস করে নীরবতা ভাঙ্গলাম।

‘এ্যাই রুদ্র, আমার সাথে কম দাপাদাপি করিস নি। তখন মুখটা তোর কি আমষী আমষী লাগছিলো। এখন বল না, তোর ফিলিংটা কি?’

জবাব দেবে কি? রুদ্রর আবার সেই শয়তানি। ঝট করে পা-টা তুলেই আমার যোনিতে একটা গুতো মেরেই ডান হাত নামিয়ে সোজা আমার নিতম্বে একটা রাম খামচিও লাগালো। তারপরই ওর খাদে নামানো নরম কণ্ঠস্বর। ‘শিল্পা, তুই আসলেই স্পেশাল।’ আরেক দফা হাসি। ‘তোকে কেন স্পেশাল বললাম জিজ্ঞেস করছিস না তো, শিল্পা?’

‘বল, বল, আমাকে কেন স্পেশাল বলছিস।’

‘কারণ খুব স্পষ্ট। তুই বাজারি মেয়ের মতো সাংঘাতিক চেঁচামেচি করেছিস বলেই ..’

রুদ্রর কথা শেষ করার আগে খপ করে আমি এক হাতে রুদ্রর পুরুষাঙ্গ টিপে ধরেছি। সজোরে। ব্যথা দেওয়ার মতো করেই।

‘কি বললি? বাজারি মেয়ে! তোকে আমি খাবো, রুদ্র।’

রুদ্র ছট ফট শুরু করলো, ‘আহা! ছাড় ছাড়, লাগছে, শিল্পা।’

আমি ছেড়ে দিলাম।

‘আর বলবি, শালা?’

এরপর কথা বলতে বলতে আমাদের সে কি দুরন্তপনা হাসি আর হাসি। এমন হাসি আমরা অনেকদিন পরই হাসছি। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, রুদ্রকে না পেলে, এ ভাবে রাত জাগা না হলে, এমন ফুর্তি হতোই না। ফিস ফিস করে কথা বললেও এই মুহূর্তে আমার সমস্ত সত্বা ষোল আনা সজাগ। আমি লক্ষ্য রাখছি অন্য দিকে।

আমাদের এক রাতের কামনার সমুদ্র-মন্থনে রুদ্রর সাথে এতোক্ষণে আমার একবার মাত্র হয়েছে, কিন্তু আমি যে আরো আ...রো আ...রো চাই। চার বছর আগে, আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, রুদ্রর দ্বিতীয়বার তৈরি হতে মাত্র বিশ মিনিটের মতোই লাগতো। হাত দিয়ে টিপে ধরার সময়ই আমি লক্ষ্য করেছি, রুদ্রর পুরুষাঙ্গ একদম শিথিল হয়ে আছে, ত্যানার মতো। আজ ওর পুরুষাঙ্গ শক্ত হতে কতোক্ষণ নেবে কে জানে?

হঠাৎই আমার মনে হলো, এমন এক নেশা নেশা প্রহরে যখন এতো আশা নিয়ে রাত জাগছিই, রুদ্রর সাথে একটু আদিরস চটকাই না। তাতে রুদ্রর ভেতরে সেক্সের নেশা জাগবে, তাতে লাভ আমারই।

‘এ্যাই রুদ্র, তোর বউয়ের কথা আমার সাথে শেয়ার কর না। তোর বউকে রোজ করিস?’

রুদ্র আমার কথায় একটুকরো মিষ্টি হাসি উপহার দিয়েই তাকালো।

‘তোর কি মনে হয়, শিল্পা? রেজিষ্ট্রি করা বউয়ের হক রোজ আদায় না করলে পাপ হয় না?’

তার মানে রোজ করে। এটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

'রুদ্র,এখন তোরা রাতে ক'বার চালাস বল না।'

'প্রথম দিকে বেশি করতাম – চারবার-পাঁচবার। এখন প্রত্যেক রাতে কমপক্ষে দুবার। তোকে ..' রুদ্র আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমি চোখ বড় বড় করতেই অকস্মাৎ থমকে গেলো, 'এ্যাই শিল্পা, এনিথিং রং?'

'গাধা! কিচ্ছু বুঝিস না?' আমার সোজা সাপ্টা জবাব। 'পুরানো সেক্স-বান্ধবীকে পেয়ে, এদ্দিন বাদে, যদি বউয়ের মতো *দুবার দুবার* করিস, হ্যাঁ, তোর রক্ষা নেই, রুদ্র। নো চান্স ফর এক্সিসট্যান্স।'

আমার কথায় রুদ্রর এখন হা হা ভঙ্গির দুরন্ত হাসি। দুষ্টমির ভঙ্গিতেই বললো, 'ওহে দিওয়ানা নারি, প্রিয় ভরা যৌবনের সখী মোর, আপনার সঙ্গে মাত্র দুই বার হইবেক, এমন চিন্তা আপনার মাথায় খেলিলো কি করিয়া?'

'বেশি করবি তাহলে?'

রুদ্র আদরের ভঙ্গিতে এক হাতে আমার গাল টেনে দিলো।

'অবশ্যই। খুব বেশি।'

আমি রুদ্রকে টানলাম।

'আয় তাহলে। তোর বউয়ের গল্পটা শেষ কর, রুদ্র।'

'আমার বউয়ের গল্প মানে!' রুদ্র চক চকে চোখে তাকালো, 'আবার কি?'

পুরু ঠোঁটে মিষ্টি একটা চুম্বন এঁকে দিয়েই আমি রুদ্রর আরো ঘনিষ্ট হলাম। রুদ্রকে আমি এখন কোন দিকে নেবো আমার স্থির করা হয়ে গেছে।

'রুদ্র, আজকাল বাঙ্গালী মেয়েরা খুব ফরোয়ার্ড। আত্মীয়-স্বজন সব বিদেশে থাকায় সিলেটিরা নাকি আরো ফাষ্ট। আচ্ছা, বল না, বিয়ের রাতে তোর সিলেটি বউ কেমন ছিলো?'

আমার প্রশ্নে রুদ্র হা করেই তাকালো।

'বিয়ের রাতে আমার সিলেটি বউ কেমন ছিলো মানে?'

'আহা, রুদ্র, তুই আজকাল শুধু মানে মানে করিস কেন? বল না, তোর বউ ভার্জিন ছিলো নাকি ছিলো না।'

'ভার্জিন। আমার বউ ভার্জিনই ছিলো।'

'ডাট নেওয়ার জন্য বানিয়ে বানিয়ে তোর বউ ভার্জিন

ছিলো বলছিস না তো,রুদ্র? তোর বউ ভার্জিনই ছিলো কি করে আইডেন্টিফাই করেছিস – হাইমেন ছিলো নাকি ভার্জিন ভার্জিন ভাব করছিলো বলে?'

'ভার্জিন ভার্জিন ভাব আবার কেমন রে, শিল্পা?'

'ওরা চোদাচুদি করা ওস্তাদ মেয়ে, হাইমেন-টাইমেন কিছুই নেই, অথচ বিয়ের রাতে এমন কায়দা-কানুন দেখায়, মনে হবে, দুধ দিয়ে ধোয়া তুলসি পাতা। কিচ্ছুই বোঝে না। ওটাই ভার্জিন ভার্জিন ভাব।'

'আমার বউ ও রকম ভার্জিন ভার্জিন ভাব করেই নি, শিল্পা। আমার বউয়ের হাইমেনই ছিলো।' বলতে বলতে রুদ্র এখন আমার গাল ধরে টেনে দিচ্ছে, 'ডাট নেওয়ার জন্য না, তুই শুনতে চাচ্ছিস বলেই গোপন কথাটা বলে দিলাম, শিল্পা।'

'দারুন রুদ্র, দারুন।' আমি হাসছি। 'কোন এক বইয়ে পড়েছিলাম, আমাদের এই বাংলাদেশে অতীতে একটা সময় ছিলো, যখন বিয়ের রাতে সব পুরুষদেরই দায়িত্ব ছিলো বউদের হাইমেন ফাটানো, আর মেয়েরাও বিছানায় এক ফোটা রক্ত দেখার জন্য উদগ্রীব থাকতো। যুগ পাল্টে গেছে, এখন আর সেই বউ কই, সেই রক্ত কই? আচ্ছা, রুদ্র, তোর বউয়ের হাইমেন তুই-ই ফাটিয়েছিস?'

'যাহ, শিল্পা, এতো পারসোন্যাল কথা জিজ্ঞেস করতে হয় না।'

খুবই পারসোন্যাল কথা হলেও আমি এখন শুনবো না। আমার যা উদ্দেশ্য, আমি রুদ্রকে চেপেই ধরছি।

'আহা, বল না, অমন করিস কেন? প্লিজ, বল, তুই তোর বউয়ের হাইমেন নিজে ফাটিয়ে ..'

'না, বাইরে থেকে এ জন্য টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করে এনেছিলাম।'

অসভ্য! বলে কি? নিজের বউয়ের ব্যাপারে কেউ এমন করে বলে?

'বুঝলাম, রুদ্র, তোর বউয়ের হাইমেন ফাটাফাটি তুই-ই করেছিস। এবার তাহলে বল তো, তুই তোর বউয়ের হাইমেন ছেড়াছেড়িটা কিভাবে করেছিস?'

'তোরা বরিশালে যেটাকে ধোন বলিস, সেটা দিয়েই করেছি।'

‘খুব জোরে ঠাপ দিয়েছিলি ..?’

‘এটা হট এ্যান্ড টপ সিক্রেট। তুই তো আচ্ছা পাজি মেয়ে, শিল্পা, এ সব জিজ্ঞেস করছিস কেন?’

আমি দমবার পাত্রী নই। আমি কণ্ঠস্বরে কামনা-মদির একটা আবেদন ফুটিয়ে তুলেই রুদ্রর গায়ের সাথে আরো ঘনিষ্ট হয়ে এলাম। মেয়েদের কতোগুলো আশ্চর্য বাণ আছে না, তাই-ই ছাড়ছি এখন।

‘এ্যাই রুদ্র, শোন, শোন, যে মেয়ে তোকে জোর করে ধরে এনে তোর সাথে রাত কাটাতে চায়, সে যদি তোর সেক্স বান্ধবীই হয়, তার সাথে টপ সিক্রেট বলে কিছু থাকে? বল না, প্লিজ, আমি কাউকে বলবো না। প্লি...জ’

লম্বা করে প্লিজ বলায় এবার কাজ হলো। একটুক্ষণ গাইগুই। তারপরই রুদ্র আমার পাছায় জোরে একটা খামচি মারলো।

‘শোন, শিল্পা, এ সব শুনতে হলে আমাকে শক্ত কর। জলদি।’

এবার হাসছি আমি। ‘আমাকে শক্ত কর’ বলছে যখন, তার মানে রুদ্রর মনে আমাকে নিয়ে ফুর্তি করার নেশা ষোল আনাই আছে। এই তো গুড বয়, একদম লাইনে এসে গেছো। হও শক্ত, তারপর এসো ..। বলেছি না, *এই রাত তোমার আমার*।

‘কি ভাবে তোকে শক্ত করবো বল, রুদ্র। চুষে দেবো?’

‘চোষাচুষি তো করেছিসই, এবার অন্য রকম কর। তোর ভ্যাজাইনা আমার পেনিসে ঠেসে রাখ। আর একটু পর পর ঘষা মারবি। ওটুকু খাটুনি করে আমাকে জাগাতে না পারলে তোকে গল্পই শোনাবো না।’

তার মানে, চান্স পেয়ে আমার সাথে শয়তানি করতেও সমানে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি চান্সটা নিতেই চাই। আমিও কম ইচ্ছুক না।

‘আয় তাহলে, শয়তান।’

আমিই রুদ্রকে আষ্টে পৃষ্টে জাপটে ধরে কোমরের উপর দিয়ে আমার বাম পা তুলে দিলাম। দুজনের শরীর যাতে ছুটতে না পারে, রুদ্রর পাছার খাঁজে আমার পায়ের গোড়ালি বাঁধিয়ে নিয়ে রুদ্রর পুরুষাঙ্গের উপর আমার যোনি একদম লেপ্টে দিলাম। ওর চোখে চোখ। হ্যাঁ, এখন আমি খুব কায়দা করে আমার নিতম্ব নাড়ছি, রুদ্র যেমন

চায়, তেমন ভাবে, ঘষা দেওয়ার মতোই।

'বল, রুদ্র বল, তোর বাসর রাতের গল্প সবটুকু বল।'

রুদ্র হাসলো। দারুন খুশি সে। রুদ্র সন্তুষ্ট চিত্তে আমার পাছার মাংসে মুঠোবন্দী করতে করতে শুরু করলো, 'শোন, শিল্পা, সেদিন বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ করেই আমি বউকে নিয়ে বাসর ঘরে। বাঙ্গালী মেয়েরা নূতন স্বামীকে বোধহয় প্রথম প্রথম গ্রহণ করতে ইতস্তত করে। বাসর রাতে আমার বউয়েরও সে কি আদিখেত্যা। আমি হাত বাড়াচ্ছি, আমার আগ্রহকে অগ্রাহ্য করে সরে সরে যাচ্ছে, মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। যাহোক, জোর করেই বউটাকে ধরে ওর শরীরে রগড়ারগড়ি করে হাত বাড়িয়ে আমি তখন ওর শাড়ি-পেটিকোট খুলছি, কিন্তু বউ আমাকে এগোতেই দেয় না – আমার হাত প্রায় খামচে ধরছে, সে কি জোরে! কিন্তু আমি .. আমার স্বপ্ন দেখা বাসর রাতে .. আমি কি ওঝোর-আপত্তি শুনি? জাঙ্গিয়া-টাঙ্গিয়া খুলে নিজে ন্যাংটো হয়ে বউকেও ন্যাংটো করে নিয়ে আমি ওর শরীরের সাথে মিশে গেলাম। বিশ্বাস কর, শিল্পা, বরিশাল বসে তোর সাথে করে করে যে অভিজ্ঞতা – আমার চুমুর পর চুমু চলছে, ওকে রগড়াচ্ছি, জানি তোর মতোই ওর দেহ এক সময় পেখম মেলবে। কিন্তু মেলে কই? যাই হোক, শেষ অব্দি এক সময় আমি হাত দিলাম আমার নূতন বউয়ের ইয়েতে। আর সাথে সাথেই আমি থ' ..'

'তোর থ' হওয়ার কারণ কি ছিলো, রুদ্র?'

'কড়ে আংগুলের মাথা শুধু ঢোকে, এমন বউ। বুঝলি, শিল্পা, আমি ভাবছি, এমন ছোট্ট ফুটোওয়ালা বউয়ের সাথে এই বাসর রাতে আমি চোদাচুদি করবো কিভাবে ..'

শুনতে আমার সাংঘাতিক মজা লাগছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিভাবে কি করলি, রুদ্র?'

'কিভাবে কি করলাম শুনলে তোরই মাথা গরম হয়ে যাবে, শিল্পা।'

আমি থামছি না। রুদ্রকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমি আমার যোনি রুদ্রর পুরুষাঙ্গে ঠেসে ধরে ডলাডলি করেই যাচ্ছি। আমার ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর।

'কি ঘটেছিলো, বল না, রুদ্র।'

'শোন তাহলে, শিল্পা। অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে খুব আদর-টাদর দিয়ে চুমু-টুমু করে আমি নুতন বউয়ের পা

মেলে ধরেছি। আমার ভেতরে ডালপালা বিস্তার করা একরাশ আকাঙ্খা – ঢুকাবো, চুদবো। কিন্তু কি বলবো, নূতন বউ চান্সই দেয় না, আমি আমার পেনিস ঢুকানোর চেষ্টা করলেই শরীর আঁকাবাঁকা করে সরিয়ে নিচ্ছে। বুঝছেই না, আমি ওকে চুদবো বলে রেজিষ্ট্রি করে ওর স্বামী হয়েছি। যাহোক, আরো খানিক বাদে মিষ্টি মিষ্টি কথার পর বউটাকে শান্ত করে যাও বা ঢুকানোর জন্য পেনিস ঠেলছি, দেখি মিস ফায়ারের পর মিস ফায়ার হচ্ছে। অতো ছোট ফুটো দিয়ে ঢোকে? আমি গলদঘর্ম। দশ বারো মিনিট পর মনে হলো, একটু ঢুকলো। আর আমিও সাথে সাথে বুক ভরা উৎসাহ নিয়ে আরো ঠেললাম। তারপর ..'

'তারপর কি, রুদ্র?'

'বিশ্বাস কর, শিল্পা, বাসর রাতে কোন মেয়ে তার নব বিবাহিত স্বামীর সাথে করে না, আমার বউটা তেমনই একটা কান্ড ঘটালো। আমাকে ঠেকানোর জন্য, যাতে আমি ঢুকাতে না পারি, সে জন্য দুই পা এক করে আমার বুকে সজোরে একটা ঠেলা মারলো, একেবারে হাঁটু দিয়েই। পাঁজরে খুব লাগলো। তবু আমি মুখ বুঁজে সহ্য করছি, সহ্য করছি আর ঢুকানোর চেষ্টা করছি। আবার একটু ঢুকলো। আমারই বিয়ে করা বউ কোথায় আমাকে একটু সাহায্য করবে, সে সব না, আগের কায়দায় সেই ধাক্কা, সেই হাঁটুর গুতো। আমাকে শুধু ব্যথা দিয়েই শেষ না, বউটা এখন এমন ভাবে চেঁচামেচিও করছে, যেন আমি ওর ক্ষতি করছি। শিল্পা, এমন স্বপ্ন দেখা বাসর রাতে নিজের বিয়ে কিরা বউকে নিয়ে এ রকম কসরৎ করার অভিজ্ঞতা ক'জন পুরুষের আছে, বল। আমার সহ্যই হলো না।'

'তারপর .. তারপর কি হলো বল, রুদ্র?'

রুদ্রর একটা পরিবর্তন আমার চোখে পড়ছে। পুরুষাঙ্গ ইতোমধ্যে বেশ খানিকটা শক্ত হওয়ায় ওর নিজেরই উৎসাহের কমতি নেই – একটু পর পরই কোমর নেড়ে নেড়ে নিজে পেনিস এগিয়ে দিয়ে ধাক্কা মারছে – আমার যোনির ভেতরে ঢুকাবার চেষ্টা আর কি। ঢুকছে না যদিও। সেই সঙ্গে রুদ্র এখন একটা হাত দুদেহের ফাঁক গলে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার বা ধারের ব্রেষ্ট ধরে জোরে জোরে চটকাচ্ছেও। বিড় বিড় করে বললো, 'এরপর যা হওয়ার তাই-ই হলো, শিল্পা।'

আমি সাথে সাথে চোখ গরম করলাম। 'চুপ! রহস্য রহস্য করবি না তো। যা, হওয়ার তাই মানে কি, রুদ্র?'

'মানে আমি জোর করে বউটাকে বিছানায় ঠেসে ধরে শরীরের শক্তি দিয়ে আমার পেনিস ওর যোনির মধ্যে ঠেলে দিলাম। বাঁধার পাহাড় আর কি! ওটা ডিঙ্গাতে আমার পেনিসই ব্যথায় তখন কাতর, আর আমার বউ .. ওর চোখ গোল্লা গোল্লা। মুখখানা হা, একটা হাত মুখে চাপা দিয়ে রীতিমতো হৃদয় বিদারক একটা চেঁচানি ছাড়লো – 'আল্লা।' এরপর বউটার গোঙ্গানি আর গোঙ্গানি। আমি পরিস্কার লক্ষ্য করলাম বউটা টল টলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, *'তুমি আমাকে বিয়ে করে এনেছো। তুমি আমার স্বামী। তুমি আমাকে মেরে ফেলো .. মেরে ফেলো।'* বিশ্বাস কর, শিল্পা, আমার সদ্য বিয়ে করা বউ আমারই চোখের সামনে এ রকম আর্তস্বর তুলছে, আমার হৃদপিন্ড মুচড়ে উঠলো। এতো কষ্ট লাগলো যে ...'

'কষ্ট পেয়ে তুই কি করলি, রুদ্র?'

'কি আর করবো? আমি টান মেরে আমার পেনিস বের করে নিলাম।'

'আহা, আহা, বুঝলাম, এতো আশার রাতে এতো কিছুর পরও নূতন বউয়ের সাথে তোর সব মাটি! আচ্ছা, রুদ্র, তোর বউয়ের সাথে এরপর কবে কখন সত্যিকারের হলো বল না।'

'দুদিন পর। আগেই হাইমেন-টাইমেন সব ফুটো বানিয়ে দেওয়ায় সেদিন নো ঝামেলা। বউটা ব্যথা ব্যথা করলেও আজ সব সহ্য করলো। খুব টাইট লাগলো, তবু আজ বউকে চুদতে দারুন ভালো লাগলো।'

রুদ্রর কথা শেষ হতে না হতেই আমি যোনি দিয়ে রুদ্রর পুরুষাঙ্গে সজোরে একটা ধাক্কা দিলাম। এক হাতে ওর কাঁধ খামচে ধরেছি।

'আমার থেকেও বেশি ভালো লাগলো, এ্যাই?'

'মোটেও না। বলেইছি তো, তুই স্পেশাল, তুই-ই আমার কাছে বেষ্ট ফাকিং ল্যাডী।'

আমি রুদ্রকে জাপটে ধরে চপ চপ করে চুমু খেলাম।

'এ্যাই রুদ্র, তোর বাসর রাতের কাহিনী একেবারে লিখে ছাপানোর মতো গল্পই। গাধা! জানতি না, প্রথম রাতেই

কোন স্বামী অমন কচি বউয়ের বারোটা বাজায় না? সব মেয়েই বেষ্ট ফাকিং ল্যাডী না, স্যার।'

আমার কথায় রুদ্রর একেবারে হো হো মার্কা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। তারপরই আমাকে জাপটে ধরে ফিস ফিস করতে করতে বললো, 'ঠিকই বলেছিস, শিল্পা, সবাই তোর মতো বেষ্ট ফাকিং লেডী হয় না। এবার তাহলে হোক।'

'এবার তাহলে হোক মানে কি, রুদ্র?'

'এবার আমার বেষ্ট ফাকিং লেডীর কাহিনী শুনবো। মানে তোর বাসর রাতের গল্প ..'

বলে কি! রুদ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি ভয়ঙ্কর ভাবে আতকে উঠে কাঁপছি। আমার লাফিয়ে পড়ার দশা!

'এ্যাই রুদ্র, শোন, শোন, আমার ও রকম কোন কাহিনীই ..'

'আমার ও রকম কোন কাহিনী নেই বললেই আমি শুনবো না, শিল্পা। হ্যাঁ, তুই যা বলেছিস – ভার্জিন ভার্জিন খেলা – চোদাচুদি করা একজন ওস্তাদ মেয়ে বিয়ের রাতে কেমন ভার্জিন ভার্জিন খেললো, আর হাসব্যান্ডকে কি রকম জব্দ করলো, না শুনে ছাড়বোই না।'

সেরেছে! জীবনে যে মেয়ে বিয়েই করেনি, হুট করে তার কোন বাসর রাতের কাহিনী হয়? দুষ্টমি করে রুদ্রকে হাসব্যান্ডের কথা বলতে গিয়ে এখন দেখছি নিজেই ফাঁসলাম।

এড়ানোর জন্য কিছু একটা ভাবতেই অকস্মাৎই বুদ্ধিটা মাথায় খেলে গেলো। রুদ্রর ডান্ডাটা ইতোমধ্যে শক্ত হয়ে উঠেছে, অতএব, ওদিক দিয়ে এগোনোই ভালো হবে।

'রুদ্র, তোকে খুন করবো।' আমি খপ করে হাত বাড়িয়ে রুদ্রর শক্ত পুরুষাঙ্গ মুঠো পাকিয়ে ধরেই চেঁচালাম, 'তোর সাথে গল্প করার জন্য এতোক্ষণ খেটেছি। ওঠ, শালা। কোন বিটলামি না। তোর সাথে আরেকবার খেলবো। লাগা আমাকে। ফাক মি। চোদ, চোদ বলছি।'

'কিন্তু, শিল্পা, তোর গল্পটা শুনেই তারপর না হয় ..'

আমি মরিয়া। রুদ্রর মাথা থেকে এখন গল্পের ভূত ছাড়াতেই হবে।

'তোর উপর এখন আমার রাগে গা জ্বলছে, রুদ্র।

এতোক্ষণে মাত্র একবার, তাও সেই মিশনারী পজিশন, কার ভালো লাগে বল। এবার অন্যভাবে কর – তোর বউয়ের স্টাইলে ..'

'আমার বউয়ের স্টাইলে মানে?'

'বুঝিস না? তোর বউকে যেভাবে করিস, আমার সাথে দারুন করে সেভাবেই একবার কর তো। দেখবি, সাংঘাতিক মজা পাবি। আমারও একটু অন্য রকম লাগবে।'

আর বলতে হলো না। আমার কথা রুদ্রর মনে ধরে গেছে। আমার বলা শেষ হওয়ার আগেই রুদ্র এক লাফে খাট থেকে সোজা মেঝেয়। আমার হাত ধরলো। এখন টানছে।

'আয়, শিল্পা, আয় তাহলে। হা হা হা। বান্ধবীকে নিয়ে বউ-ফাকিং করা এমন কোন দিন ভাবিই নি। হা হা হা। তবে হ্যাঁ, খবরদার শিল্পা! বউ ফাকিং-এ নো ঝামেলা, একটুও না না করবি না, আমি যেভাবে চাই সেভাবেই দিবি। মনে থাকবে?'

রুদ্র রাজি হয়ে গেছে দেখে, আমারও নো ঝামেলা। আমি হাসছি। আমিও ঝপ করে এক লাফে সোজা মেঝেয়, রুদ্রর মুখোমুখি। ঠোঁটের হাসি একদফা বাড়িয়ে দিয়েই রুদ্রর পাঁজরে স্তন বাঁধিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে ওকে প্রায় দুহাত পিছনে সরালাম।

'তুই একটা পাগল, রুদ্র। না না তোর বউ করে, আমি করি, বল।'

ব্যাকডোর কাহিনী এবং ..

রুদ্রই হাত ধরে আমাকে রুমের ড্রেসিং টেবিলের সামনে আনলো।

ওর পুরুষাঙ্গটা ইতোমধ্যে ক্ষেপে একদম লোহার মতোই হয়ে গেছে। বেপোরোয়া।

'পাছা দে, শিল্পা। আয়নার মধ্যে তোকে দেখতে দেখতে ..'

শয়তান! শয়তানই! বউ-ফাকিংয়ের নামে পুরো সুযোগ নিচ্ছে নাকি?

'এ্যাই রুদ্র, তোর বউকেও এ রকম ...'

‘আমার ওয়াইফকে কি করি না করি, তোর অতো শোনার দরকার নেই। তোকে যা বলেছি তাই-ই কর। গিভ মি ইয়োর ব্যাক।’

আগেও রুদ্র আমাকে এ রকম ডগি স্টাইলে অনেকবার চুদেছে, আজও তাই চাচ্ছে, বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি দুহাত একত্র করে সামনের ড্রেসিং টেবিলে রেখে তার উপর মাথার ভর নামিয়ে দিয়েই পিছন দিকটা যদ্দূর সম্ভব উঁচু করে দিলাম। রুদ্রর যাতে সুবিধে হয়, আমার দুই পা অনেকখানি ফাঁক করে নিচ্ছি। আমার আজ রাতের সোনার পাখি। যেভাবে চায় করুক, আমাকে পৌরুষের সুখ দিলেই হবে।

কোন রকম দেরী দূরের কথা, রুদ্র সঙ্গে সঙ্গে আমার পাছার কাছে এগিয়ে এলো। আমি ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, দুহাতে আমার কোমর খামচে ধরে রুদ্র শক্ত হয়ে ওঠা পুরুষাঙ্গ দোলাতে দোলাতে নিজের শরীর আমার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাছাটা ঠেলে জোরে একটা ধাক্কা দিলাম – একটু দুষ্টমিই করি ওর সাথে। ঠিক তখুনি .. তখুনিই ব্যাপারটা যেন আমার মাথায় ঢুকলো।

সেরেছে! এই পজিশনে রুদ্রর সাথে আগে অনেক বার আমার দৈহিক মিলন হলেও আজ রুদ্র এ কি করছে? আজ বলা নেই কওয়া নেই, ঠেলে ঠেলে নিজের তাতানো পুরুষাঙ্গ আমার মাংসল পাছার খাঁজ ধরে সরাসরি এগিয়ে দিচ্ছে, একেবারে আমার পাছার ফুটো বরাবর। সেরেছে! এনাল সেক্স করতে চায়!!!

সাথে সাথেই আমি চেঁচালাম।

‘এ্যাই রুদ্র, এ্যাই রুদ্র ..’

রুদ্র রীতিমতো চাপা কণ্ঠে তাড়া লাগালো। ‘চুপ, শিল্পা! বলেছি, চেঁচামেচি না, তোকে আমার বউয়ের মতো করে করবো।’

‘তাই বলে .. তাই বলে ..’

আমার গোটা দেহ হিমের মতোই ঠান্ডা। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, রুদ্র আমার সাথে এ সব করতে পারে – নিরেট পারভার্সন। রুদ্র আমাকে এমন কায়দায় ঠেসে ধরে আছে যে আমি উঠতেও পারছি না, আর রুদ্র .. রুদ্র

কি সুখে আমার মলদ্বারে তার পুরুষাঙ্গ ঠেকিয়ে ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে। আমার পাছার মাংসপেশী শক্ত হয়ে এলো। পাছার ফুটো টাইট করে আমি এখন রুদ্রকে প্রতিরোধ করতেই চাই।

'ছাড়, ছাড় বলছি, রুদ্র ..'

ছাড়া দূরের কথা, ঢুকাতে পারছে না দেখে রুদ্র যেন আরো মরিয়াই হয়ে উঠছে। ইস মাগো! এ্যানাল সেক্স ব্লু ফিলমেই দেখলেও জীবনে আমি কোনদিনও করি নি। আমি ভাবতেই পারছি না, রুদ্রর অমন বউ, বাসর রাতে স্বাভাবিক চোদাচুদির ভয়ে যে মেয়ে স্বামীকে আঘাত করে, রুদ্রর সাথে এ্যানাল সেক্স করতে পারে। ছিঃ ছিঃ লোভ দেখিয়ে কি বিচ্ছিরী ধরণের একটা বেকায়দায় পড়া গেলো। আমি জোর করে ঠেলে ওঠার চেষ্টা করছি দেখেই রুদ্র আবার এক হাত আমার পিঠে ঠেকিয়ে রীতিমতো প্রচন্ড জোরে ঠাসা দিলো, আমাকে ব্যথা দেওয়ার মতো করেই।

আমি চেঁচালাম। 'এ্যাই রুদ্র, এ্যাই অসভ্য, ছাড় না। এ্যানাল সেক্সে মেয়েরা খুব ব্যথা পায় শুনেছি। ভালো হবে না ..'

'না, তোর পাছার ফুটোয়ই ..'

বলে কি! আমি আয়নার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, রুদ্র থপ করে মুখ থেকে এক দলা থুতু বের বরলো। সেরেছে। ছিঃ ছিঃ কি নোংরা! থুথু দিয়েই আমার টাইট পাছার ফুটো নরম করে পেনিস ঢুকাবে নাকি?

মুহূর্তে আমার মাথা এতো বেশি বিগড়ালো যে, আমি গায়ের সমস্ত শক্তি একত্র করে প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনির সাথে রুদ্রকে সজোরে ধাক্কা মারলাম। আমার পাছা দিয়ে।

ছিটকে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো। এখন বেশ কিছুটা দূরে সরে এসে দুই হাতের তালু পরস্পর এক করে ডলছে আর ভীষণ একটা শূণ্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

'শিল্পা, তুই .. তুই ..'

আমি ক্ষেপে গেছি। রুদ্রর একটা শব্দও আমার কানে যাচ্ছে না। রুদ্রকে ধাক্কা দিয়েই আমি ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছি। ছুটে এসে রুদ্রর উপর অনেকটা ঝাপিয়ে

পড়েই বুকের উপর সজোরে দুহাতের দমাদম কিল মারতে শুরু করলাম। আমি দাঁত কিট মিট করছি।

'গেট আউট। গেট আউট অব মাই রুম। আর এক মিনিট তুই এখানে থাকলে তোকে আমি খুন করবোই করবো, রুদ্র ..'

আমার আচরণে হতভম্ব বিমূঢ় রুদ্র ক'সেকেন্ড আমার মুখে নির্নিমেষ নির্বিকার চেয়ে থেকেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো। দুহাত পেতে আমার কিল-ঘুষি সামলানোর চেষ্টা করছে।

'শিল্পা, প্লিজ, শোন না ..'

'তোর আর একটা কথাও আমি শুনবো না।' আমি সমানে চেঁচাচ্ছি। 'আমি আর তোর বান্ধবী না, যা, ভাগ আমার এখান থেকে।'

আমার রুদ্র রোষ দেখে রুদ্র প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই খাটের অপর পাশে সরে গেলো। পর মুহূর্তে ওর অকস্মাৎ অন্য রকম একটা ভাব। আমার মুখে তাকিয়ে জোরে জোরে শব্দ করে সে কি হাসি। আমি আবার তেড়ে আসছি দেখে রুদ্র নিজেই রবিনহুডের ছোড়া তীরের ফলার মতোই আমার দিকে ছিটকে এলো। আমাকে দুহাতে জাপটে ধরছে।

'শিল্পা, শোন শোন .. তুই এ রকম পাগলের মতো আচরণ করিস না তো।'

এখন কি নরম খাদে নামানো কণ্ঠস্বর।

'চুপ শয়তান! চুপ!'

'শিল্পা, শোন, শোন না। আমি জানি, তুই এ্যানাল করিস না। আমি নিজেও কখনও এ সব এ্যানাল-ফ্যানাল পছন্দ করি না। এমন রাত আর পাবো না মনে করেই স্রেফ তোকে রাগাবার জন্যই দুষ্টমিটা করতে ..'

বলতে বলতেই রুদ্র, আমি কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই, দুহাতে জাপটে ধরে প্রচন্ড এক ঝাঁকি দিয়েই অকস্মাৎ আমাকে উপরে তুললো। আমার দেহ উঁচু করে ধরেছে। শূণ্যে। নিজের দেহের সাথে জাপটে নিয়ে। ঐ অবস্থায়ই থপ থপ পা ফেলে রুমময় হাঁটছে। আর সেই সঙ্গে ওর সেই হে হে করে হাসছে। আমি হাত পা ছুড়ছি, জোরাজুরি করছি। কিন্তু রুদ্রর আমাকে ছাড়ার নামই নেই। ওর গায়ে প্রচন্ড শক্তিই। আমার ৫৬ কেজি

ওজনের দেহটা নিয়ে নড়াচড়া করতে কোন কষ্টই হচ্ছে না। ভাবখানা, এ ভাবেই আমার সব মান ভাঙ্গাবে।

রুদ্র প্রায় পাঁচ-ছয় মিনিট বাদে, আমি খানিকটা শান্ত হয়েছি মনে করেই, আমাকে বিছানায় এনে ফেললো। অনেকটা ছুড়ে ফেলার মতোই। নিজেও এক লাফে সোজা আমার পাশে বিছানায়। পরক্ষণে আকু-পাকু করে শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে একেবারে আমার দুই পায়ের ফাঁকে, আমার যোনির উপরই। আমার মান ভাঙ্গিয়ে আমাকে ঠান্ডা করার সহজ উপায় ব্যবহার করছে।

'বিশ্বাস কর, শিল্পা, তোকে আমি এখন দারুন দা-রু-ন আদর দেবো। প্লিজ, শিল্পা, দয়া করে পা চালাবি না। তোর লাথি খেলে আমি ..'

আহা! এখন কি নরম কণ্ঠস্বর। ইস! কি আদুরে বলার ভঙ্গি, যেন অনুনয়।

আহা! রুদ্র এখন আদর দেওয়ার ভঙ্গিতেই আমার যৌনাঙ্গে আলতো আলতো করে হাত বুলাচ্ছে। কি মিষ্টি মিষ্টি করেই। আমার পটিয়ে ফেলার চেষ্টা আর কি। এতো কিছুর মধ্যেও রুদ্রর মুখে *লাথি* শব্দটা শুনে আমার হাসিও কম পাচ্ছে না যদিও পা, হাসতে পারছি না ওর সামনে। যা হয়েছে হয়েছে, শত হলেও রুদ্র আমার বন্ধু, ওর উপর পা চালানো যায় না। আমি ইচ্ছে করেই একটু নরম কাটলাম।

'আগে বল, রুদ্র, তুই এখন থেকে ভালো ছেলে হবি। আমার কাছে প্রমিজ করতে হবে তোকে।

রুদ্র জোরে জোরে মাথা নাড়লো।

'শিল্পা, কোন প্রমিজ করা লাগবে না। বিশ্বাস কর, আমি অলরেডি ভালো ছেলে হয়ে গেছি। এখন থেকে, শিল্পা, আমি তোর সব কথা শুনবোও।'

'ঠিক শুনবি তো?'

'কিরা কাটছি। সব শুনবো।'

রুদ্র এখন আমাকে আরো আদর দেওয়ার জন্য দুহাতে আমার হাঁটু ফাঁক করার চেষ্টা করছে। আর রাগ করে লাভই বা কি? তারপরই আমি ধীরে ধীরে আমার উরু জোড়া ঢিল করে দিলাম।

চাইছেই যখন, দিক না আদর।

অন্য এক মধু যামিনী ..

আমি বিছানায়। চিৎ।

এতোক্ষণ রুদ্রর সাথে 'এ্যানাল সেক্স' নিয়ে কোস্তা-কুস্তি করতে গিয়ে নিজের উত্তেজনা যেটুকু কমে গিয়েছিলো, রুদ্রর চুমোচুমি আর টেপাটেপিতে সেটুকু বেড়ে যাওয়ায় আমি আবার থর থর করে কাঁপছি। আমার দেহের রন্দ্রে রন্দ্রে এখন সমুদ্র-মন্থনের জ্বালা।

বোধহয় আমার অবস্থা আঁচ করেই রুদ্র আমার মুখে তাকালো।

'এ্যাই, শিল্পা, এখন আবার হোক।'

আমি এখন আর না বলার মতো কোন অবস্থাতেই নেই।

'আয় তাহলে, রুদ্র।'

আমার বলা বাকি, সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্র রুদ্র এক লাফে বিছানা থেকে সরাসরি মেঝেয়। খুব উৎসাহী। এখন আমাকে শুইয়ে নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোদাচুদি করতে চায় আর কি। দুহাতে আমার কোমর চেপে ধরে আমাকে টেনে খাটের কিনার অব্দি আনতে আনতেই ফিস ফিস করলো, 'শিল্পা, এবার সত্যি তোকে আমার বউয়ের মতোই আদর দেবো দেখিস। তোর খুব ভালো লাগবে।'

'বউয়ের মতো আদর' শুনেই আমি মুহূর্তে পুরোপুরি সজাগ। শয়তানটা আবার এ্যানাল সেক্সের প্ল্যান আটছে না তো?

'রুদ্র, আবার যদি ব্যাক ডোর বিজনেস শুরু করিস, তোকে আমি ..'

এবারও আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই রুদ্র ফিস ফিস করলো, 'আহা, আহা, শিল্পা, অতো ভয় পাস কেন?'

'আমি ভয় পাচ্ছি না। তোকেও ভয় দেখাচ্ছি না, শুধু বলতে চাচ্ছি, আমি সাংঘাতিক মেয়ে, ও সব করলে ..'

আমি ইচ্ছে করেই আমার অসমাপ্ত বাক্য আর সমাপ্ত করলাম না।

এরপর আমাদের আর কোন কথাই নেই। আমি নিজে ঘষে ঘষে খাটের কিনার বরাবর, রুদ্রর দিকে, আমার পাছা

ঠেলে দিলাম। আর রুদ্রই আমার দুই হাঁটুর কাছে খামচে ধরে হ্যাচকা টানে আমার দুই উরু দুদিকে মেলে দিলো। নিজের ইচ্ছে মতোই। আমি নড়ছিই না। এই দ্বিতীয় দফা চোদাচুদিতেও রুদ্র বেশ বেপোরোয়া। তার মানে, বুঝতে পারছি আমি, সেই আগের মতোই সেক্সের দীর্ঘস্থায়ী নেশা আছে। ভালো, ভালো। রুদ্র শুধু আমার পা ফাঁক করেই সন্তুষ্ট না, এক হাতের দুই আঙ্গুলে আমার যৌনাঙ্গ টিপে ধরে আমার যোনিটা মেলে ধরলো, অনেকটা চিরে ধরার মতো করেই। নিজের পুরুষাঙ্গ লাগালো। ওর দিকে না তাকালেও আমি বুঝতে পারছি, রুদ্র আমার চেরা জায়গাটার মাঝখানে নিজের পুরুষাঙ্গ ছুঁইয়ে উপর নিচ করছে, আমর যোনির রস মাখানো আর কি! আমি এতোক্ষণের আটকে রাখা দম ফস করে ছাড়লাম। তার মানে আমার পাছার দিকে যাচ্ছে না, আমার যোনিতেই লাগবে। এই তো গুড বয়! আমি এখন মিটি মিটি হাসছি।

‘এ্যাই রুদ্র, শোন শোন..’

‘কি?’

‘কোন কোন পুরুষ আছে, বউয়ের ব্যাপার নিয়ে ফুটানি না করলে পেটের ভাতই হজম হয় না। তোরও সেই দশা নাকি? ঢালছিস তো পুরানো ঘি।’

আমার রস মাখানোর ফাঁকে রুদ্র এখন আরো বড় করেই হাসছে।

‘পুরানো ঘি হবে কেন? দেখ না, কি হয়, শিল্পা?’

‘কি হবে শুনি।’ আমার কণ্ঠে এখন মিষ্টি স্বর।

‘ওয়েট এ বিট।’

মাত্র ক’সেকেন্ড। তারপরই রুদ্র আমার যোনিতে নিজের পুরুষাঙ্গ বাধিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে দঁড়িয়েই কোমরের একটা সজোর ধাক্কা মারলো। আমার গোটা ঝাঁকি খেলো। আমার বাঁধনহীন দুটো স্তন থর থর করে কাঁপছে। সেই একই কায়দা, শরীরটা সামনে এগিয়ে সজোরে ঠেসে রুদ্র এখন তার পুরুষাঙ্গ আমার নরম কোমল যোনির একদম ভেতর অব্দি সেঁধিয়ে দিচ্ছে।

আমি চোখ বুজলাম। হোক।

শুধু আমার ভেতর থেকে চাপা একট কণ্ঠস্বর বের হলো।

‘এ্যাই রুদ্র, আমি কিন্তু পাগল হচ্ছি।’

রুদ্র এখন হাসছে। ওর হাসির শব্দ আমার কানে বাজছে।

‘মেয়েরা পাগল হয় না, পাগলী হয়, শিল্পা।’

‘আমি তাহলে পাগলীই হচ্ছি, রুদ্র।’

‘আরো বেশি বেশি করে হ’, শিল্পা।’

রুদ্র এখন আমার পাছার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দুপা দুদিকে মেলে দুহাতে গোড়ালি উঁচু করে ধরে আমাকে চুদছে। আমি না তাকালেও বুঝতে পারছি, রুদ্রর চোখ আমার উন্মুক্ত যোনির উপরই গেঁথে আছে। আমার যোনির মধ্যে ওর পুরুষাঙ্গ ঢোকা বের হওয়া দেখতে নাকি ওর প্রচন্ড শিহরণ লাগতো। আমার শরীর ওর শরীরের ধাক্কায় ধাক্কায় সামনে পিছনে দুলছে। আমি আবার বিবশ হয়ে যাচ্ছি। আমি কোন বাঁধাই দিচ্ছি না। আজ এই অপ্রত্যাশিত রাতে রুদ্রর যেমন ভালো লাগে, তেমন করেই ঠাপাক আমাকে, আর আমাকে আদর দিক। অনেক অনেক অ-নে-ক করে।

বড় জোর এক কি দুই মিনিট।

তারপরই রুদ্র অকস্মাৎ সামনে ঝুঁকে আমার দেহটা নিজের ভারী শরীর দিয়ে চেপে ধরলো, সজোরে ঠেসে ধরার মতোই। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, রুদ্রর একটা হাত আমার পিঠের নিচে দিয়ে ঢুকে আমার দেহ পেচিয়ে নিচ্ছে, আরেকটা হাত এসে গেলো আমার শরীরের তল দিয়েই আমার পাছা বরাবর। তারপরই আমার শরীরে একটা জোরদার ঝাঁকি। রুদ্র এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিদ্ধ করা অবস্থাতেই আমাকে নিজের দেহের সাথে আঁকড়ে নিয়ে বিছানা থেকে শূণ্যে তুলছে।

আমার চোখ বন্ধ ছিলো, হঠাৎ করেই খুলে গেলো। আমার চোখের তারা বড় বড়।

‘এ্যাই রুদ্র, আগে এভাবে কোনদিনও করিস নি তো।’

রুদ্রর ভারী ঠোঁটে এখন কি সুন্দর মিষ্টি একটুকরো হাসি।

‘শিল্পা, বললাম না, এবার অন্য রকম ..’

‘এ রকম ভাবে চুদিস তোর বউকে?’

‘মাঝে মাঝে।’

রুদ্র এখন খাটের গা ঘেষে দাঁড়ানো। স্ট্যান্ডিং পজিশন। স্ট্যান্ডিং পজিশনে চোদাচুদি করলেও আমার আগে কখনও এ রকম অভিজ্ঞতাই নেই, মাঝে মাঝে দু'একটা ব্লুফিল্মে এ পজিশন দেখেছি যদিও। যার সাথেই করেছি, দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জড়াজড়ি করতে করতেই হয়েছে – আমি খাঁট বা চেয়ারে পা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি, আর ও ঢুকিয়ে নিয়ে চালিয়ে গেছে। কি আশ্চর্য! আজ রাতে আমি রুদ্রর শরীরে বাঁদুর ঝোলা হয়ে থাকবো আর রুদ্র আমার ঝুলন্ত দেহ নিয়েই খেলবে, এটা যেন স্বপ্নেরও বাইরে।

'এ্যাই রুদ্র, তোর কষ্ট হবে না?'

'তোর জন্য আমার কষ্ট করতে খুব ভালো লাগবে, শিল্পা।'

আমি হাসছি।

'কর তাহলে কষ্ট।'

এই মুহূর্তে আমি হাসলেও আমার ভেতরে কেমন যেন অন্য রকম একটা অনুভব। রুদ্র আমার পাছার নিচে তালু রেখে নিজের সবল এক জোড়া হাতে আমাকে আটকে রাখলেও আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি যে কোন সময় পড়ে যেতে পারি। একটু ভয় ভয়ও লাগছে। আমি সর্ব শক্তিতে রুদ্রর গলা আকড়ে আছি। দুহাতে।

'এ্যাই শিল্পা, শোন, তুই পা দিয়ে আমার শরীর পেচাবি না। নিজেকে হালকা রাখার চেষ্টা করবি।'

'ও.কে, স্যার। তুই যেমন বলবি।'

'আমাকে মাঝে মাঝে চুমু দিবি, শিল্পা।'

'দেবো।'

রুদ্রই ওভাবে দাঁড়ানো অবস্থাতেই দুহাতে আমার পাছা একবার সামনে একবার পিছনে এভাবে করতে করতে আমার ভেতরে পুরুষাঙ্গ ঢুকানো শুরু করলো, একই সাথে নিজের শরীরের মাঝখান বার বার সামনে ঠেলছে। কখনও কখনও থপ থপ পা ফেলে রুমের মধ্যে একটু হাঁটছেও।

আমি পরিস্কার বুঝতে পাচ্ছি, খুব খাটুনির পজিশনই। ঝুলে থাকা আমার ৫৬ কেজি শরীরের ভার বহন আছেই, সেই সঙ্গে নিজেই শারীরিক কসরৎ করে আমাকেই নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ ঢুকাতে হচ্ছে। আমার যা

খাই খাই স্বভাব, আমি চোদাচুদির সময় সব সময়ই ছেলেদের পুরুষাঙ্গ পুরোপুরিই চাই। পুরুষকে বুকের উপর তুলে নিয়ে করলে যে রকম গভীর পর্যন্ত অনুভব হয়, যে রকম মজা করা যায়, সে রকম গভীর পর্যন্ত না ঢুকলেও খারাপও লাগছে না। সব চেয়ে মজা এই এডাল্ট বয়সে কারো কোলে চড়া ..

'এ্যাই রুদ্র, তোর বউ এই পজিশন এঞ্জয় করে?'

'করে।'

আমি রুদ্রকে একবার চুমু দিয়ে ফিস ফিস করলাম, 'সেক্স এঞ্জয় করে, নাকি তোর কোলে চড়া এঞ্জয় করে?'

'দুটোই এঞ্জয় করে।'

আমি যা ভেবেছি, তাই। একটুক্ষণ যেতে না যেতেই আমার মনে হলো, আমার আর ভালো লাগছে না। ফাইট দিয়ে খেলতে না পারলে হয়? আমি এখন রুদ্রর কোল থেকে নামতে চাইলেও নামতে পারছি না – যে ছেলে আমার জন্য এতো কষ্ট করে গায়ের ঘাম ঝরায়, আমি করবো না বলে তার উৎসাহে ভাটা আনি কেন?

মিনিট তিনেক বাদেই আমি নেমে পড়ার দারুন একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। রুদ্র খুব হাঁপাচ্ছে আর বড় বড় দম ফেলছে লক্ষ্য করেই আমি ফিস ফিস করলাম, 'রুদ্র, হার্ট ফেল করবি। কাল আর কন্‌ফারেন্স করতেই পারবি না। বিছানায় নে না।'

'যাহ্, আমার কিচ্ছুই হয়নি, শিল্পা।'

'তোর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, রুদ্র। শোন, শোন, চল বিছানায় যাই। এতোক্ষণ তুই আমার জন্য শ্রম দিচ্ছিস, এবার আমি তোর জন্য শ্রম দেবো।'

'তুই আমার জন্য শ্রম দিবি মানে?'

'বুঝিস না, গাধা! তুই শুয়ে থাকবি, আমি খিচ মারবো। এ্যাই শয়তান, খাবি না আমার খিচ?'

এবার রুদ্রর ঠোঁটে ঈষদ একটুকরো হাসি ফুটলো। আমার কথা মনে ধরে গেছে ওর।

রুদ্রই খাট পর্যন্ত এগিয়ে এসে ঝপ করে আমার দেহ ছেড়ে দিয়েই সরে যাচ্ছিলো, খপ করে আমি ওর কব্জি ধরেই সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাচকা টান। আমার বুক বরাবর।

‘এ্যাই, এ্যাই, পালাচ্ছিস কোথায়? আয় তো।’ এতোক্ষণ খুব ভালো হয়নি, এই মুহূর্তে রুদ্রর সাথে ফাইট দিয়ে খেলতে আমার ভীষণ ভী-ষ-ণ ইচ্ছে করছে।

‘শিল্পা, গলা খুব শুকিয়ে গেছে রে। একটু পানি খেয়ে ..’

‘অতো পিপাসা পায় কেন? তোর ডায়াবেটিস হয়েছে?’ বলেই আমি এখন বড় করে হাসছি। ‘এ্যাই রুদ্র, তুই একদম ফিনিস!! এক মেয়ের ধকল সামলাতেই তোর যদি গলা শুকিয়ে ..’

আমি দুষ্টমির ভঙ্গিতে হাসলেও রুদ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে আমারই কষ্ট লাগছে। ঘেমে গোটা শরীরই চ্যাট চ্যাটে। ভয়ঙ্কর জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাসও পড়ছে।

আমি ছেড়ে দিলাম।

আর রুদ্র হে হে হাসতে হাসতে আমার যৌনাঙ্গের বালে দুষ্টমির ভঙ্গিতে একটা টান দিয়েই ছুটলো। সত্যিই এই মুহূর্তে রুদ্রর ঘর্মাক্ত দেহ রুমের আলোয় চক চক করছে। তার চেয়েও বেশি চক চক করছে আমার যোনির মধ্যে থেকে সদ্য বের হওয়া, আমার যোনির রস লেগে মাখামাখি হয়ে যাওয়া ওর খাড়া পুরুষাঙ্গ। ইস! রুদ্রর ছোটার তালে তালে এপাশ-ওপাশ কেমন দোল খাচ্ছে শয়তানটা।

কি অদ্ভুত ভঙ্গি! আহা!!

কেহ নাহি হারে, সমানে সমান ..

শুধু নিজে এক গ্লাস পানি খাওয়াই না, রুদ্র বরাবরের মতো আমাকেও এক গ্লাস পানি দিলো। এরপর সোজা এসে বিছানায়।

আমি কোন কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে রুদ্রকে চিৎ করে নিয়েই গড়িয়ে ওর শরীরে উঠলাম। আমার মুখ রুদ্রর দিকে। আমি এখন রুদ্রর কোমরের দুপাশে দুপায়ের পাতা রেখে সোজা হয়ে বসেছি, হাঁটু মুড়ে বসার ভঙ্গি। আমার দুহাত এখন রুদ্রর বুকে।

কোন মেয়ে নিজে একটিভ হতে চাইলে সব পুরুষের যেমন ভয়ংকর ভালো লাগে, রুদ্রর মুখে এখন সে ধরণের হাসি। নিজে এক হাতে পুরুষাঙ্গের গোড়ার দিক মুঠো পাকিয়ে ধরে আমার যোনি বরাবর পজিশন করে দিচ্ছে।

আমি এগোলাম, আমার যোনি একেবারে রুদ্রর পুরুষাঙ্গের উপর। আমি ঠাসা দিয়েই শরীরটা নামিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই রুদ্র অকস্মাৎ, আমি কোন কিছু বোঝার আগেই, ঝট করে নিজের পুরুষাঙ্গ এক দিকে সরিয়ে নিলো। নিয়েই হে হে করে হাসছে।

'এ্যাই শিল্পা, দেখ না, কদ্দূর ঢুকলো? অনেক ভিতর পর্যন্ত ফিল করছিস কি না?'

টেনে সরিয়ে নেওয়ায় রুদ্রর পুরুষাঙ্গ মিস-প্লেস হয়ে আমার যোনির ভেতরে ঢোকেই নি, সামনে দিয়ে ফস করে বেরিয়েই এসেছে, কিন্তু ফাজিলটা আমার সাথে দুষ্টমিই করছে।

আমার গা জ্বলছে। রুদ্রর সাথে করতে না পারলে এখন আমার ভালোই লাগছে না। সহ্য করা যায়? আমি চেঁচালাম।

'শয়তান। তোকে নিয়ে সারা রাত কসরৎ করবো নাকি? দে, বলছি। তা না হলে তোকে খেয়ে ফেলবো।'

আবার রুদ্র পুরুষাঙ্গ খাড়া করে ধরলো। কিন্তু ওর চোখ মুখের ভাবই বলে দিচ্ছে, আমার সাথে আবার সেই শয়তানিটা করবেই। আমি এখন কোন রিস্ক নিতেই চাই না। এক ঝটকায় রুদ্রর হাত সরিয়ে দিয়ে আমি নিজেই ডান হাতে রুদ্রর পুরুষাঙ্গ মুঠো পাকিয়ে ধরে আমার যোনি এগিয়ে দিলাম। সজোরে একটা ধাক্কা। এবার হলো।

আমার পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ পথে রুদ্রর লোহার মতো শক্ত পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে নিয়েই আমি রুদ্রর বুকের উপর সরাসরি শুয়ে পড়েছি। আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগে রুদ্রই কথা বললো।

'এ্যাই শিল্পা, এবার তোর *ভাগিনা*-র খিচ লাগা তো। আমি তোর হেলপার হচ্ছি। তোকে পেনিসের সাপোর্ট দেবো। আয়, আজ রাতে দুজন আমরা তেল-জলের মতো মেশামিশি করি ..'

তেল-জল! আমার ভীষণ হাসিই পাচ্ছে। আহা, আমার লাইফে কি একটা রাত। এমন রাতে নূতন নূতন কথা রুদ্রর কাছ থেকে কম শুনলাম না – মক ফাকিং, ভাগিনা, এখন আবার তেল-জলের মতো মেশামেশি ..

এরপর ..

এরপর সত্যি আমাদের তেল-জলের মতো

মেশামেশি। দুজনের এক জান্তব অবস্থা। আমি রুদ্রর শরীরের উপর শুয়ে শুয়ে রুদ্রর ঠোঁট চুষতে চুষতে প্রচন্ড রকম সক্রিয়। রুদ্রকে ঠেসে ধরেই চুদছি। আমার ছুটে ছুটে আসা জংঘা ঠকাস করে রুদ্রর শরীরের উপর পড়ছে। বাড়ি মারার মতো। রুদ্রও আমার শরীরের নিচে শোয়া অবস্থায় তার শরীরের মাঝখানটা তুলে তুলে আমাকে সার্পোট দিচ্ছে। আমি যেমন চেয়েছি, ওর লোহার মতো শক্ত পুরুষাঙ্গ এখন আরো গভীর পর্যন্ত যাচ্ছে। আমরা অনেকদিন আগেকার পুরানো সেক্স বন্ধু। আমাদের সেই পুরাতন সমঝোতা। কোন ভুল নেই, একই টাইমিং, একই তাল। আহ্, কি মধুর! কি দারুন!

এক সময় আমার কষ্ট হয়ে যেতেই রুদ্র আমাকে গড়িয়ে চিৎ করে নিয়েই আমার বুকে উঠলো।

‘এ্যাই শিল্পা, এবার আমার পেনিসের ঠাপ খা। এখন তুই আমার হেলপার। তোর ভাগিনার সাপোর্ট পাচ্ছি তো?’

আমার শরীর প্রচন্ড গরম! আমার কোষে কোষে নারকীয় যন্ত্রণা খেলা করছে। আমি চেঁচালাম।

‘কথা বলিস কেন? তুই তোর মতো চোদ তো, শালা। আমি আমার মতো যা করার করবো।’

এরপর রুদ্রর মুখে আর কোন কথাই নেই, রুদ্র মহা একটিভ। আমার শরীরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আমাকে একেবারে ঠেসে ধরে কসরৎ করতে করতে আমাকে শরীরের শক্তি দিয়ে চুদছে। সাংঘাতিক জোরের সাথে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। ওর নেশা নেশা দৃষ্টি। আমার চোখে মুখে ওর হল্কার মতো আগুনে দম।

আর আমি ..

আমি রুদ্রর শরীরের পাশ দিয়ে আমার দুপা বিছানায় ভাঁজ করে গুটিয়ে এনেছি। রুদ্রর দুই উরুর পাশ দিয়ে উঁচু হয়ে আছে আমার দুই হাঁটু। আমি আমার লতানো দুই হাতের বাঁধন থেকে রুদ্রর গলা ছাড়ছিই না। কখনও মুখ ছোট ছোট চুমু করছি। আর .. আর আমার উরুর মাংসপেশির পুরো জোর ব্যবহার করে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আমার নিতম্ব উপর দিকে তুলে তুলে দিচ্ছি। আমার যোনির সাপোর্ট আর কি। সেই একই টাইমিং। একই তাল। তবে কখনও কখনও আমার নিতম্বের আন্দোলন

এতো বাড়ছে যে রুদ্রর শরীরের মাঝখান ঢিবির মতো অনেকখানি উঁচু হয়ে যাচ্ছে। আহ্, কি দারুন রুদ্রর পেনিস আর আমার ভ্যাজাইনার খেলা। আহা, কি দারুন রাতের এই নির্জন প্রহরে আমাদের দুই পুরানো বন্ধুর মাতামাতি। কি সুখ! কি আনন্দ!

ক্রমেই বাড়ছে আমাদের গতি। খুব ফাষ্ট চোদাচুদি করছি আমরা দুজন। একটুও তাল কাটছে না, নেই কোন লয় ভঙ্গ।

এরপর রুদ্রর কষ্ট হয়ে গেছে বুঝে আমিই রুদ্রকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওর শরীরে উঠলাম। আগের ভঙ্গিতে। সেই একই রকম আমাদের তেল-জলের মেশামেশি। খানিক বাদে রুদ্রও আমাকে ঘুরিয়ে নিলো। আরেকদফা আমার নরম নারিদেহে ওর পৌরুষে ঠাপানি আর ঠাপানি।

আহা, যৌন সঙ্গম না, যৌন সঙ্গমের নামে চলছে আমাদের শেয়ানে শেয়ানে লড়াই – কে কতো পারি তার মধ্যে দিয়েই যেন আনন্দ লুণ্ঠনের লড়াই।

এক সময় আমার মনে হলো, আমার ভেতরে অসহ্য ভাব এতো সাংঘাতিক বেড়ে গেছে যে নিজেকে আমার সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। রাতের এই গভীর প্রহরে আদিম জান্তব কামনা আমার যৌবনবতী শরীরের কোষে কোষে, ফুঁসে ফুঁসে উঠছে পূর্নিমার জোয়ারের মতো, আমাকে ভাসাচ্ছে, দোলাচ্ছে আমাকে। ফোঁস ফোঁস করে বেপোরোয়া দম পড়ছে আমার। আমার ত্বক কাটা কাটা। লোমকূপরা মুখ জাগিয়ে তুলেছে।

আমি রুদ্রর গলা আরো জোরে আকড়ে ধরে ফিস ফিস করলাম।

‘এ্যাই রুদ্র, এখন তুই আমার উপর থেকে নামতেই পারবি না। আমার হবে।’

রুদ্র ফিস ফিস করলো। ‘হোক, মাই ডিয়ার বেবী।’

‘জোরে কর, রুদ্র। সাংঘাতিক জোরে।’

রুদ্র এখন অন্য পজিশনে। লম্বা স্ট্রোকে ফাকিং করার জন্যই দুহাতের চেটো আমার বগলের ফাঁকে বিছানায় ঠেকিয়ে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে নিয়েছে। আমিও দুপা ঘুরিয়ে এনে রুদ্রর উরু পেচিয়ে ধরেছি। সাষাড়ির মতোই শক্তভাবে। আমার একটা হাত ওর গলা থেকে পিছলে ওর কোমরে চলে এলো। রুদ্রর কোমর খামচে ধরার

জন্য। আমার ঠোঁটের ফাঁক থেকে হিস হিস করে শব্দ বের হচ্ছে, জোরে জোরে। আমি রুদ্রকে প্রচন্ড রকম চাইছি।

'কর, রুদ্র, কর বলছি।'

রুদ্রই চাপা কণ্ঠে ফিস ফিস করলো।

'শিল্পা, তখনকার মতো চেঁচামেচি করিস না, প্লিজ। এখন আরো রাত বেড়েছে। বেশি রাতে সহজেই বাইরে শব্দ যায়।'

'চুপ। নো সাজেশান, নো এডভাইজ। খবরদার রুদ্র! সেক্সের সময় তোরা ছেলেরা আমাদের দিকে একটুও তাকাস? যেমন পারিস ইচ্ছে মতো ঠাপানি দিস। আর আমরা .. আমরা মেয়েরা তোদের তালে তাল দিয়ে একটু চেঁচাই শুধু। শুধু ওটুকুই আমাদের সম্বল। তাতে তোর কি?'

'শিল্পা, এটা তোর বাড়ি না, এটা হোটেল ..'

'চুপ! বাড়ি বাড়ি করে বাড়াবাড়ি করলে আমিও বাড়াবাড়ি করবো, রুদ্র। আমার সাথে পরকীয়ার মজা মারছিস, আমিও পরকীয়ার পুরো সুখ নেবো না কেন? লাগা আমাকে .. তোর সব শক্তি দে। চোদ শালা, পুরো শক্তি দিয়েই আমাকে চোদ ..'

রুদ্র কোমর উপর দিকে তুলে আমার যোনি থেকে ওর পুরুষাঙ্গ বের হয় হয় এমন অবস্থায় এনেই আবার শরীর নামালো, ভীষণ জোরের সাথেই। আমার জংঘায় ওর জংঘা আছড়ে পড়ার ধাক্কা। এখন একদম ভিতর পর্যন্ত যাচ্ছে। আমার শরীর কাঁপছে। আমি রুদ্রর কোমরে হাতের নখ বসিয়ে দিলাম। আমার মুখ থেকে শীৎকারের বিজাতীয় স্বর ছুটছে।

'আঃঃঃঃ। উঃঃঃ। দারুন।'

রুদ্রর আরো কয়েকটা ঠাপানি। আমার ভেতরটা একদম ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে। আমার চোখের নেশা চোখ থেকে বেরিয়ে আমার দেহের রন্দ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ছে। আউউউউউ!

'তোর খুব ভালো লাগছে, তাই না, শিল্পা?'

'উউউউউউউউ! ভাল লাগবে না কেন? বুড়ি মেয়েদের সেক্স ভালো লাগে না। আমি নরমাল মেয়ে, এবং যুবতী। ইসসস! আরো কর, রুদ্র। আস্তে না, প্লিজ। ইসসসসসস!

এ্যাই রুদ্র, প্রথম বারের চেয়ে এবার যদি তোর একটুও খারাপ হয়, তোকে আমি খাবো বলছি।'

'শিল্পা, তোকে আমি প্রচন্ড সুখই দিতে চাচ্ছি। এই নে আরো এক মুঠো সুখ।'

'আউউউউউ! ইসসসসস। এ্যাই শালা, মুঠো মুঠো সুখ কি রে? আমার ব্যাগ ভরা সুখ চাই, চাই গোলা ভরা সুখ। মমমমমমম। উঃঃঃ!'

'ব্যাগভরা আর গোলাভরা সুখ কি রে! আমি তোকে একেবারে ইয়ে ভরা সুখ দিচ্ছি।'

'উউউউউ! ইয়ে! ইয়ে-ভরা সুখ আবার কি, রুদ্র? তুই এখনও ঠিকভাবে কথা বলতে শিখিস নি নাকি?'

'কথা বলা শিখি নি মানে? বলিস কি? শোন শোন, শিল্পা, আমি তোকে তোর ভাগিনা ভরা সুখই দিচ্ছি। এ না হলে তোর আজ রাতে হবে না জানি।'

'বুঝিস যখন, তাই দে তো, রুদ্র, 'ভাগিনা' ভরা সুখই চাই। উঃঃঃঃ! দে, দে, বলছি।'

'এ্যাই শিল্পা, প্রতি বার আমার পেনিস যখন ঢুকছে, মনে কর না, আমি এক একটা সুখের বিচি পেনিস দিয়ে ঠেলে ঠেলে তোর ভ্যাজাইনার ভেতর সেঁধিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা বিচিই সাংঘাতিক। অঙ্কুরিত হয়ে গাছ হবে, ডাল পালা গজাবে। আহা, সুখের গাছ ..'

'যাহ, গাধা! সুখের বিচি ঢুকাবি কেন? উউউউউউউউ্! আমারটা কেমন জ্বলছে, জানিস। ইসসসসসস! ঢুকাতে চাইলে আধুনিক হট মিরচি টাইপের কিছু ঢুকা তো, রুদ্র। উঃঃঃঃঃঃঃঃ ইসসসসসসস!'

'আধুনিক হট মিরচি টাইপের কি ঢুকালে তো ভাল্লাগবে, শিল্পা?'

'আউআউউউউউউউ্! এখনকার হট আধুনিক ইস্যু কি জানিস তো – সন্ত্রাস। সন্ত্রাসীদের গ্রেনেডের মতো তোর সুখের গ্রেনেড একটার পর একটা ঢুকিয়ে দে আমার ভেতরে। যেটা বিস্ফোরিত হয়। আমার বিস্ফোরণ চাই এখন। আউউ আউউউউ! মাগোগোগোগো!'

'হা হা হা। দারুন বলেছিস, শিল্পা। এই নে তাহলে, প্রথম শক্তিশালী গ্রেনেডটাই ঢুকাচ্ছি।' কথার সাথে সাথেই রুদ্রর আরেকটা প্রচন্ড ঠাপ। 'এই গ্রেনেডের বিস্ফোরণ সহ্য করতে পারবি তো, শিল্পা?'

আমি নিজেকে উজাড় করে রুদ্রকে পুরোপুরি রিসিভ করতে করতে বিড় বিড় করলাম।

‘পারছি না, রুদ্র। আউউউউউ! ইসসসসস। সত্যিই সহ্য করতে পারছি না। উঃঃঃ! ইসসসস রে!’

‘নে, শালার মাগী, গ্রেনেড ছাড়া তোর যখন হয় না, এই হট জিনিসটাই নে – দিস ইজ দ্য সেকেন্ড গ্রেনেড।’

‘ইসসসসস। উউউউউউ। রুদ্র, বিশ্বাস কর, গালি দিলে তোর শক্তি খুব বাড়ে, দেখছি। আরেকটা গালি দিবি, প্লিজ ..’

‘কি .. কি বললি!’ বলতে বলতে রুদ্র সত্যিই আরেকটা গালিই দিলো। ‘খানকী মাগী কোথাকার!’ বলেই পরক্ষণে ‘গ্রেনেড’ কায়দার আরেকটা প্রচন্ড ঠাপ।

আমি শীৎকার ছাড়লাম। ‘মমমমমমম! উঃঃঃঃঃঃঃ। শয়তান।’

‘কুত্তী। তুই ঠাপ খাওয়া কুত্তী।’ আবার গালি।

‘তুই একটা কুত্তা। উউউউউউ। আশ্বিণ মাসের খেই খেই কুত্তা।’

‘তুই একটা মাদী বিড়াল, শিল্পা।’

‘তুই .. ইসসসসসস, ইসসসরে! তুই একটা শুয়োর, রুদ্র। বিশ্বাস কর, বিশাল ধোনওয়ালা একটা শুয়োর।’

‘তোকে আমি শেষ করবো, শিল্পা।’

‘কর, কর না। মাগো .. ইসসসসস! আউউউউউ! একদম জোরে জোরে চার্জ কর। কাল সারাদিন তোর ব্যথা সহ্য করবো আর তোকে মনে করবো।’

‘তুই খুব বক বক করছিস, শিল্পা।’

‘চুপ শালা! চুপ! আমি বেশি চেঁচাচ্ছি না, আস্তেই চেঁচাচ্ছি। আমি .. আউউউউউউউ! উঃঃঃঃঃম।’ আমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হলো না, আমি স্পষ্ট টের পেলাম, আমার হচ্ছে। ঝট করে আমি দুহাতে রুদ্রর মাথা ঠেসে ধরেই আমার বুক বরাবর ঠেলে দিলাম, আগের বারের মতো। রুদ্র আমার অবস্থা বুঝে গেছে। ও এখন কেমন দুর্দান্তই। আমার স্তনে চুমু আর কামড় একসাথে চালাতে চালাতেই এখন আমার উপর অসম্ভব দ্রুততার সাথে কোমর চালাচ্ছে।

আর আমি ..

আমি মরিয়ার মতো রুদ্রকে জড়িয়ে ধরে শীৎকারের পর শীৎকার ছাড়ছি।

'উউউউউউউউ্! আউউউউউউউ্! ইসসসসসসসস!

আহ, কি দারুন হলো আমার আজ রাতের দ্বিতীয় স্খলন।

আহা, কি মজা। আজ রাতে রুদ্র আর আমার অনাকাঙ্খিত, অপ্রত্যাশিত চোদাচুদি।

এতোক্ষণ এই সুখটুকুর জন্য দুজন প্রচন্ড খেটেছি।

সত্যি রুদ্র আর আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। সার্থক আমাদের খাটুনি।

আরেকটি মধুচন্দ্রিমা ..

ক্লান্ত হলেও আমাদের কমতি নেই।

রুদ্রই আমার থেকে বেশি। আজ রাতের পর আমাকে আর পাবে না বুঝেই রীতিমতো ব্যাকুল সে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ওর ভেতরের নিষিদ্ধ লোভী মনটা ক্রমে ক্রমেই আরো বেপোরোয়া হচ্ছে।

এই গভীর রাতে এমন বাড়াবাড়ির কোন মানেই নেই, তথাপি রুদ্রই পিড়াপিড়ি করে আমাকে নিয়ে বেশ কতোক্ষণ কোমর দোলালো, মানে নাচ। হা হা হা, আমাদের নগ্ন নাচ। কিন্তু নৃত্য কলার কিছুই নেই, চলছে শুধু লাফালাফিই। আমি ছুটতে চাইলেও রুদ্র এমন ভাবে কাকড়া বিছের মতো আকড়ে রাখছে যে আমার ঘেমে নেয়ে ওঠার দশা। আর চলছে ওর শয়তানিই – কখনও আমার শরীর জাপটে ধরছে, কখনও চুমু করছে, কখনও আমার পাছায় খামচি মারছে, কখনও বা আমার যোনিতে হাত দিয়ে চটকাচটকি করছে। ফাজিল কোথাকার!

রাত পৌনে দুটোর দিকে, রুদ্র আমাকে একদম হঠাৎ বিছানায় তুলে ঠেসে ধরেই রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু করলো।

'শিল্পা, এবার তোর বাসর রাতের গল্প শুনবো।'

আমার সর্বাঙ্গে কাটা জেগে গেছে। বলে কি! এতো কিছুর পরও শয়তানটা তাহলে ভোলেই নি? আমার স্বামী নেই, আমার কোন বাসর রাত হয়নি, অথচ খচ্চরটা আমার কাছ থেকে সেই গল্প শোনার জন্য আমাকে ঠেসে

ধরেছে।

'দেখ, রুদ্র, আমার তেমন কোন গল্পই ..'

'বললে হলো? তুই চোদাচুদি করা মেয়ে, ভার্জিন ভার্জিন খেলা দিয়ে তোর নূতন স্বামীকে কিভাবে সিক্সটি নাইন করলি বল না।'

'সিক্সটি নাইন!'

'বুঝিস না? সিক্সটি নাইন মানে উল্টাপাল্টা। তোর সিক্সটি নাইনের সবটুকু কাহিনী আমাকে সুন্দর করে গুছিয়ে না বল না, প্লিজ। বললেই কিন্তু আমি দারুন একটা জিনিস দেবো।'

'দারুন জিনিস মানে?'

'আমার গল্প বলার সময় তোর আদর নিলাম। এবার তোর গল্প শোনার সময় আদর দেবো। অনেক অ-নে-ক দেবো। প্লিজ ..'

আমি হাতের সজোর এক ধাক্কায় রুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে খাট থেকে নামার চেষ্টা করতেই রুদ্র বেপোরোয়ার মতোই রীতিমতো টেনে হেচড়ে আমাকে তুলে নিলো। একেবারে বিছানায়। নিজে এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছে। যেন গল্প শোনার আয়েশি ভঙ্গি। আর আমাকে নিজের সামনে নিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরিয়ে বসিয়ে নিয়েছে। আসলে চালাকি – যাতে আমি ছুটতে না পারি। দুই পা বাঁকা করে আমার উরুর উপর তুলে দেওয়া, আমাকে চেপে ধরে আছে। আমার বগলের নিচ দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার দুই স্তন মুঠো করে ধরা। আমি ওঠার চেষ্টা করলেই স্তন মুচড়ে ধরতে সুবিধে।

আমি চুপ করে আছি দেখেই রুদ্র আরেক দফা চোঁচালো। 'বলতে পারছিস না, শিল্পা? না বললে কিন্তু আমি ব্যথা দেবোই দেবো।'

'ব্যথা দিবি মানে?'

আমি বুঝে ওঠার আগেই রুদ্র স্যাৎ করে ডান হাত আমার উরুসন্ধিতে নামিয়ে দিলো। তারপর পরই অকস্মাৎ আমার বাল ধরেই সজোরে একটা টান। কি জোরে। শয়তানটা আমাকে ব্যথার নমুনা দেখাচ্ছে।

আমি কঁকালাম।

'উঃঃঃঃঃঃঃ! তুই কি অসভ্য!'

'তোর যেটুকু কাহিনী আছে, ফেইথফুলি ওটুকুই

বলেই দেখ না, শিল্পা, আমি কি আদর দিই ..' বলতে বলতে এবার ওর হাত আমার যোনিতে। আঙ্গুলের ডগায় আমার ক্লাইটোরিস বাঁধিয়ে নিয়ে কি দারুন করে আস্তে আস্তে নাড়ছে। আদরের নমুনা আর কি।

আমি পরিস্কার বুঝছি, রুদ্রকে এড়ানো যাবে না। এতো বেশি নাছোড়বান্দা হলে তাকে সহজে ম্যানেজ করা যায় না। তার চেয়ে যা হোক স্রেফ বানিয়েই কিছু একটা 'বাসর রাত' তৈরি করাই ভালো।

'দেখ, রুদ্র, আমার ব্যাপারটা খুব সিম্পলিই হলো।'

'কিভাবে কি সিম্পলি হলো ভালো করে, ডিটেইল করে, গুছিয়ে গুছিয়ে বল না, শিল্পা। তার আগে দাঁড়া, তোর ভেতরে আঙ্গুল ঢুকাই?'

আমার হ্যাঁ বা না বলার কোন অবকাশ নেই, কথা শেষ করার আগেই রুদ্র আমার উরু জোড়া সজোরে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে আমার যোনির মধ্যে দুটো আঙ্গুল ভরে দিয়েছে। ঢুকাক। আমি যুবতী মেয়ে। খাটুনি করে একটা গল্প যখন আমাকে তৈরি করতেই হচ্ছে, আমিও এঞ্জয় করি। আমি আলতো করে রুদ্রর কাঁধে আমার মাথার ভর ছেড়ে দিলাম। চোখ বুজে নিচ্ছি আমি।

'দেখ, রুদ্র,বাসর রাতে আমার হাসব্যান্ডের সঙ্গে আমি যখন বিছানায়, ভেতরে ভেতরে খুব কাঁপছি আমি। আমি ভাবছি, কি হবে আমার প্ল্যান অব এ্যাকশন ..।'

'তোর প্ল্যান অব এ্যাকশন কি ছিলো, শিল্পা?'

রুদ্রর যা স্বভাব, রুদ্র এখন তার ডান হাতের দুই আঙ্গুল আমার যোনির একদম গভীর প্রান্তে ঠেলে দিয়ে বেজায়ভাবে নাড়ছে, আরেক আঙ্গুলে আমার ক্লাইটোরিস টিপছে। আমার বুকে রাখা রুদ্রর বাম হাতও আমার এক জোড়া উতুঙ্গ পয়োধরে ব্যস্ত। শুধু ও টুকুই না, রুদ্র মাঝে মাঝে ঝুঁকেই আমার ঘাড়ের কাছে এমনভাবে ভেজা ভেজা চম্বন করছে যে, শির শির করছে আমার গোটা শরীর। আহা, কি ভালো ..

আমি অস্ফুট স্বরে আমি ফিস ফিস করলাম।

'তোর বউয়ের মতো প্ল্যান অব এ্যাকশন করিই নি আমি, রুদ্র – বাসর রাতে স্বামীকে চুদতে দেবো না, এমন মনভাব দেখানো ভালো বল। বেশি বাঁধা-টাধা দিলে ভাগ্যক্রমে যদি ধরেই ফেলে আমি সেক্স করা মেয়ে হয়েও

এমন করছি, সন্দেহ করবে, আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। বুঝিসই তো, স্বামীদের মনে একবার সন্দেহ দানা বাঁধলে সংসারে শুধু দুঃখ আর দুঃখই। কাজেই ..'

'দেন হোয়াট হ্যাপেন্ড, শিল্পা?'

'তারপর যা হওয়ার তাই। আমার নূতন স্বামী আমাকে টেনে নিলো, আমাকে চুমোচুমি করলো, আমার স্তন নিয়ে খেললো। আমি কোন বাঁধা না দিয়ে বরং মোটামুটি আগ্রহই দেখালাম। নূতন বউ হয়েও আমি স্বামীকে খুশি রাখতে চাচ্ছি দেখে আমার নূতন স্বামী মহা খুশিই। এরপর আমার নূতন স্বামী যখন আমার কাপড় চোপড় খোলার জন্য আমার শরীরে হাত দিলো, আমি নিজেই সাহায্য করে শাড়ি-পেটিকোট খসালাম। তারপর ..'

'তারপর কি বল, শিল্পা?'

'ভার্জিনটির পরীক্ষায় তো উতরাতে হবে, এবার ছোট্ট একটা অস্ত্র ছাড়লাম – চালাকির অস্ত্র।'

'কি রকম চালাকির অস্ত্র, শিল্পা?'

'আমি আমার নূতন স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বললাম, 'প্লিজ, প্লিজ, ব্যথা পেলে আমি কিন্তু করবো না।' আমার চালাকি ওটুকুই। কোন মেয়ে যদি চোদাচুদির আগ্রহই দেখায় আর বলে ব্যথা পেলে করবো না, কোন পুরুষই জবরদস্তি করে কিছুই করতে পারে না। পুরুষের মন গলে যায়। আমার নূতন স্বামী ভদ্রলোক খুব ভালো। ওরও মন গললো। আমাকে সাহস দিয়ে বললো, 'দেখবে, তুমি কোন ব্যথাই পাবে না, আমি খুব সতর্কতার সাথে করবো।' এরপর আমাকে নিয়ে ভদ্রলোকের সে কি চেষ্টা, অন্তত নূতন বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে আগায় আর আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করে, 'লক্ষীটি, ব্যথা পাচ্ছো না তো?' আমি মাথা নাড়ছি, আর ওকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে দিচ্ছি। এক সময় লক্ষ্য করলাম, আমার নূতন স্বামী আমার শরীরের উপর উঠে আমার যোনিতে পেনিস ছোঁয়াচ্ছে, কিন্তু বাব্বা! কি সর্তকতার সাথে। ঢুকায়ই না। একটু ঠেলা মারে আর আর আমার মুখে তাকায়। ভাবখানা, অকস্মাৎ ব্যথা দিয়ে নূতন বউয়ের উৎসাহ মাটি করবে না তো। আমার তখন সে কি হাসি।'

'তারপর তোর কিভাবে কি হলো, শিল্পা?'

‘কি আর হবে? আমার ততোক্ষণে ধারণা হয়ে গেছে, আমার নূতন স্বামী চার পাশে মেয়ে মানুষ দেখলেও মেয়ে মানুষের আসল ব্যাপার বোঝেই না। কাজেই আমি পুরো সুযোগ নিলাম। উনি একটুখানি পেনিস ঢুকালেই আমি ওনাকে চেপে ধরি, আর ফিস ফিস করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলি, ‘উঃ লাগছে। বের করে দাও, বের করে দাও, প্লিজ।’ ভদ্রলোক কি করবেন বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি বের করে নেন। এ রকম করতে করতে প্রায় পাঁচ-ছয় মিনিট বাদে আমার নূতন স্বামী মিহি সুরে আমাকে কি বললো, জানিস? বললো, ‘লক্ষ্মী সোনা, তুমি যখন এতো কষ্ট পাচ্ছো, থাক তাহলে, আজ আর করবো না।’ বেচারা।’

আমার কথা শুনে রুদ্রর সে কি মহা হাসি। হাসতে হাসতেই বললো,

‘তোর স্বামীটি সত্যি চিনতেই পারেনি, তুই চীজ বড়ি হায় মাস্ত মাস্ত।’

রুদ্র হাসলেও আমার শরীরের পরতে পরতে হাত চালাতে কোন কসুর করছে না। ওর গল্প শোনার সময় আমি ওকে আমার যোনির ঘষা দিয়েছি, এখন রুদ্রও পুষিয়ে দিচ্ছে। বাব্বা! আমার যোনির মধ্যে কিভাবে আঙ্গুল ঠেলে ঢুকাচ্ছে আর বের করছে। সত্যি ভাল লাগছে আমার। গরম হয়ে যাচ্ছে আমার দেহ।

‘তারপর কি হলো, শিল্পা?

‘শোন, রুদ্র, আমি কামুকী মেয়ে, এমন রাতে এমন একজন পুরুষ আমার জ্বালা না জুড়িয়ে পালাতে চাইলেই আমি ওকে ছাড়তে পারি? ওকে টেনে ধরলাম, মিষ্টি করে বললাম, ‘যাচ্ছো কেন? আমি সহ্য করতে পারছি না বলেছি? প্লিজ, আরেক বার ট্রাই করো। আমাদের বাসর রাত এ ভাবে মাটি হলে আমি ভী-ষ-ণ কাঁদবো।’ ভদ্রলোক কি খুশি! আর কি সাংঘাতিক ভালো রে! আমার উপরে উঠলো, আমি খুব আবেগের সাথেই ওকে আকড়ে ধরলাম। এবার একটু উঃ আঃ করলাম ঠিকই, কিন্তু ওর কানে কানে বললাম, ‘আরেকটু ঢুকাও না।’ আবার আমার উঃ আঃ, পরক্ষণে আবার আমার ঢুকানোর জন্য পিড়াপিড়ি। দারুন এক চোর-পুলিশ খেলা যেন। আমার নূতন স্বামী আমার যোনির ভেতরে পেনিস ঢুকিয়ে নিয়ে আমার মুখে তাকিয়ে অদ্ভুত সহানুভূতির সাথে উচ্চারণ

করলো, ‘লক্ষ্মীটি, সোনার পাখি আমার, তোমার খুব লাগলো, তাই না?’ আমিও কণ্ঠস্বরে আবেগ উথলে দিয়ে বললাম, ‘আগে যেমন লেগেছিলো, এখন আমার আর তেমন লাগছে না, আমার জানের জান। আমি পারবো মনে হচ্ছে।’

‘এরপর ..’

‘এরপর কি হয় বুঝিস না, রুদ্র? আমি পাকা মেয়ে। আমার ভার্জিন ভার্জিন খেলা শেষ। স্বামীর পেনিস গেঁথে নিয়েছি। আর যায় কোথায়? আমি ওকে ছাড়ি? ও চুদলো। আমি এঞ্জয় করলাম।’

রুদ্র এখন আমার কথায় হে হে করে হাসছে। ভাবখানা দারুন একটা কাহিনী শুনেছে।

‘এ্যাই শিল্পা, তুই বাংলাদেশী চটি বই পড়িস তো। আহা, আহা, এমন একটা বাসর রাতের গল্প পেলে চটি বইয়ের লেখকরা আগ্রহ নিয়ে ছাপতো। এবার বল, এরপর তোর হাসব্যান্ডের সঙ্গে তোর আর কোন সমস্যা হয় নি?’

‘নো প্রব্লেম এট অল। কোন সমস্যাই হয় নি।’

‘তোর হাসব্যান্ডের সঙ্গে এখন খুব চোদাচুদি করিস, তাই না?’

‘একটুও চোদাচুদি করি না, রুদ্র।’

‘একটুও চোদাচুদি করিস না মানে কি, শিল্পা?’

‘মানে আমার সব সিক্সটি নাইন মানে উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে, রুদ্র। ও বাংলাদেশে নেই।’

‘আরে গাধা! বলতে চাচ্ছি, এরপর ভদ্রলোক যে ক’দিন বাংলাদেশে ছিলো, ওর সাথে খুব চোদাচুদি করতি, তাই তো?’

‘একদম চুটিয়ে করতাম।’

‘তোর বিয়ের পর, তোর স্বামীর বাইরে আমিই কি তোর লাইফে প্রথম পুরুষ, শিল্পা?’

আমি রুদ্রর প্রশ্নে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছি। এ জাতীয় প্রশ্ন করবে ভাবিই নি।

‘তোর কি মনে হয়, রুদ্র?’

‘আমি বুঝি না।’

আমি মৃদু হেসেই এক হাতে রুদ্রর গাল আলতো করে

টিপে দিলাম।

‘জ্বী, স্যার, তুই-ই আমার লাইফে বিবাহ বহির্ভূত প্রথম পুরুষ। আমার প্রথম পরকীয়া সুখ।’

রুদ্র ক’সেকেন্ড নির্নিমেষ আমার মুখে চেয়ে রইলো। তারপর অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো।

‘শিল্পা, তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, আমার বিয়ের পর স্ত্রীর বাইরে আমিও অন্য কোন নারির কাছে যাইনি। কিন্তু তোকে দেখার পর আজ কেন যেন লোভ সামলাতেই পারলাম না। শিল্পা, তুইও আমার জীবনে প্রথম এবং একমাত্র নারি। তুই-ই আমার প্রথম পরকীয়া সুখ, শিল্পা।’

স্বপ্নে সুখ নাকি স্বপ্ন-সুখ ..

রুদ্র ফিস ফিস করলো, ‘এ্যাই শিল্পা, এবার স্পেশাল চোদাচুদি ..’

আমি রুদ্রর মুখে তাকালাম।

‘স্পেশাল চোদাচুদি কি রকম?’

‘শিল্পা, আমার বাসর রাতের গল্পের পর তোর সাথে যেমন বউ-ফাকিং করলাম, এবার তোর বাসর রাতের গল্পের পর হাসব্যান্ড-ফাকিং করবো। বুঝছিস তো, তোর হাসব্যান্ড তোকে যেভাবে চোদে, সেভাবে হোক না। তুই শিখাবি আমাকে। খুব মজা হবে। তাছাড়া কথায় আছে না, কিছু শিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশে যাও। হা হা হা! এই সুযোগে আমিও কিছু শিখলাম, এই বঙ্গ দেশে বসেই ..’

রুদ্রর কথা শেষ হলো না, আমি জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করেছি। দিব্যি মিথ্যে একটা গল্প বানিয়ে বলে গেছি, এখন এ সব ধুন-পুন করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।

‘যাহ্, ভাগ তো। একই রকম। তোর শেখার কিছুই নেই।’

‘আহা, আহা, শিল্পা, ও রকম করিস কেন? গানে আছে না, *সংকোচের বিহ্বলতা* .. প্লিজ, সংকোচ করিস না। বিশেষ কিছু টেকনিক, ধর বিশেষ কোন পজিশন অথবা বিশেষ কোন স্টাইল, যাই হোক না ..’

শয়তান! পাছে লাগা ছাড়ছেই না দেখছি। আমি এড়াতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ অন্য একটা চিন্তা আমার মাথায় এসে যেতেই সজোর ব্রেক কষলাম। আমার মনে হচ্ছে, আমি অবিবাহিত কুমারী মেয়ে। পথে জুটে যাওয়া যে সব পুরুষের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওদের ইচ্ছের দাস হয়ে জীবনটাকে যেটুকু হয় উপভোগ করা ছাড়া উপায় কি? একজন কুমারী মেয়ের অতো সুযোগ থাকে না। সেক্ষেত্রে রুদ্র, আমার পুরানো বন্ধু, নিজেই গরজেই যখন আমার কাছ থেকে শিখতে চাওয়ায় উৎফুল্ল, কাজেই করিই না ওকে নিয়ে আজ রাতে একটু ব্যাতিক্রম, একটু অন্য ধরণের মজা। শিখতে চাচ্ছে যখন, জানা কথা, রুদ্র আমার কথায়ই ওঠ-বস করবে। তাছাড়া .. আরেকটা ব্যাপারও আছে, এতোক্ষণ রগড়ারগড়ির পর আমার শরীরেও জ্বালা বাড়ছে। আমার যে আরো চাই .. আরো .. আরো ..

আমি ঝপ করেই বিছানায় চিৎ হয়ে পড়েই রুদ্রর মুখে তাকলাম।

'আয় তাহলে। তার আগে বল হাসবি না তো?'

'না, না, হাসবো কেন, শিল্পা?'

'আমার পাছার নিচে তিনটে বালিশ লাগা ..'

রুদ্র চোখ ইয়া বড় বড় করে তাকালো। 'কয়টা বালিশ বললি, শিল্পা?'

'থ্রী পিলোজ। তিনটা বালিশ।'

'তোর হাসব্যান্ড এই ভাবে তোকে চোদে! আশ্চর্য তো!' বললো বটো, কিন্তু রুদ্র আগ্রহের সাথেই পাশের খাট থেকে দুটো বালিশ তুলে নিলো, এই খাট থেকেও আরো একটা বালিশ টেনে নিলো। এখন মোট তিনটে বালিশ একত্র করে আমার নিতম্ব বরাবর এগিয়ে দিচ্ছে।

'শিল্পা, তোল তোল পাছা তোল।'

বছর দেড়েক আগে ঢাকায় এক ছেলের সাথে এই পজিশনে আমার যৌনমিলন হয় – রিয়েলি আনইউজুয়াল পজিশনই। তখন অন্য রকম ভালোও লেগেছিলো। সেই থেকে এই দেড় বছর পর্যন্ত আর এ সব হয় নি ..

আমি শরীর উঁচু করে ধরতেই রুদ্র বালিশ তিনটে আমার নিতম্বের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েই চক চকে চোখে তাকালো।

‘সুন্দরী সখী মোর, বল না, এই বার কি ভাবে কি হইবেক।’

‘ছট ফট করিস না, রুদ্র। কি হইবেক, দেখ না।’

‘শিল্পা, এই ট্রিপল-বালিশ-পজিশনে তোর হাসব্যান্ডকে ম্যানেজ করতে পারিস?’

আমি হাসছি রুদ্রর বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে।

‘তোকে ম্যানেজ করতে পারবো, রুদ্র। আয়।’

রুদ্র তিনটে বালিশে প্লেস করে দেওয়ায় এই মুহূর্তে আমার মাথার দিক নিচু হয়ে আছে, শরীরের মাঝখানটা কেমন অস্বাভাবিক ধরণের উঁচুই। আসলেই এই রকম ভাবে কেউ সাধারণত নারি-পুরুষ চোদাচুদি করে না, হাসব্যান্ড-ওয়াইফও তাদের দাম্পত্য জীবনে কখনও করেছে কিনা কে জানে। আজ রাতে আমার মতো বেপোরোয়া মেয়েকে কিভাবে ম্যানেজ করবে ভেবেই রুদ্রর কপালেও ঈষদ ভাঁজ। তবু আগ্রহ নিয়েই এগোলো, আমার পাছার কাছাকাছি।

আর আমি ..

আমি ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়েই আমার দুই পা রুদ্রর শরীরের পাশ দিয়েই শূণ্যে তুললাম। আমার যৌনাঙ্গ একদম উদ্ধমুখী। আমার দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে দিতে দিতে আমি এখন রুদ্রর মুখে অদ্ভুত কামনা আর আবেদন মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

শিখানোর কোন কিছুই দরকার হলো না, পাকা ছেলেই রুদ্র। রুদ্র আমি যেমন আশা করছি, আমার নিতম্ব ঘেষে বেশ খানিকটা উঁচু হয়েই শূণ্যে ওঠা আমার দুই গোড়ালি ধরতে ধরতেই আমার যোনির উপর তার পুরুষাঙ্গ ঠেকালো। এখন আবার লোহার মতোই শক্ত ওর পুরুষাঙ্গ। আজ রাতে ভালোই করছে।

আমি বিড় বিড় করলাম।

‘রস মাখা। ভিজাবি না?’

সেই একই ভঙ্গি। আবার আমার যোনি রস লাগালো। তারপর কোন ধাক্কাধাক্কি না, কোন হুড়মুড় করাকরি না, নূতন পজিশনে তুলনামূলক বেশি সতর্ক। বেশ আস্তে আস্তে কোমরের চাপ। আমার মুখে তাকিয়ে দেখতে দেখতে একটু একটু করে চেপে চেপে ঢুকাচ্ছে – আমি

আবার কোন কিছু বলি কিনা।

আমি কথা বলছিই, রুদ্রকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য।

‘পুরোটা চালিয়ে দে, রুদ্র। যদ্দূর যায়।’

‘দিলাম। এই তো সবটুকুই তো গেছে।’

‘এবার আয় তাহলে ,রুদ্র।’

‘কোথায় আসবো?’

‘এই পজিশনে এ রকম উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুদবি, তা হবে না। এই পজিশনের মজাটাই এখানে যে দুজনকে কিস করতে করতে খেলতে হবে।’ বলতে বলতে আমি রুদ্রর দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ‘আয় আয়!’

‘আসছি আছি। এতো আদর করে ডাকছিস যখন। *আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি ..*’

আমার মাথার দিক এতো নিচু যে এই অবস্থায় কিভাবে আমাকে চুমু করবে, ভেবেই একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ যদিও, তথাপি রুদ্র ঝুঁকলো। আমি এখন সাংঘাতিক সচল। কোন মতে আমার নাগালের মধ্যে আসতে না আসতেই আমি রুদ্রর গলা পেচিয়ে ধরে একটা বেদম টান লাগালাম। রুদ্র হুট করে এলিয়ে পড়লো। আমার শরীরের উপর। একেবারে গড়িয়ে পড়ার মতোই। রুদ্রর দুই পা শূণ্যে উঠে গেলো, অদ্ভুত কায়দায়ই। শরীরের সামনের দিক অকস্মাৎ এমন ভাবে নেমে গেছে যে, ঝট করে আমার কাঁধ দুহাতে চেপে ধরতে ধরতেই রুদ্র আর্ত স্বর তুললো, ‘এ্যাই .. এ্যাই ... এই..’

আমি মুহূর্তের মধ্যে সাড়াষির মতো দুই পায়ে রুদ্রর কোমর চেপে পেচিয়ে নিতে নিতেই মিটি মিটি হাসছি।

‘আয়, আয়, সহচরীর সাথে তাহলে কর, সোনার মানিক আমার।’

আমার মনে হচ্ছে, আগে দুবার যে রকম চোদাচুদি হয়েছে, এখন তার থেকেও সাংঘাতিক, তার থেকেও অনেকগুণ ভালো। রুদ্রর পুরুষাঙ্গ আমার যোনির কি গভীরতম প্রদেশে। আমার জরায়ু-টরায়ু ঠেলে একেবারে আমার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

‘এ্যাই শিল্পা, বাৎসায়নেও এ রকম কোন পজিশন ..’

‘এ্যাই রুদ্র, বলেছি না, এই রাত তেমার আমার। আয়, আয়, তুই আর আমিই নূতন বাৎসায়ন রচনা

করবো। একটুও উঠতে পারবি না। এ রকম শুয়ে শুয়ে শুধু আমাকে চুমু করবি, আর চুদবি। ঠাপ লাগা, ঠাপ লাগা। নো পারমিশান ফর টার্নিং ব্যাক। কাম অন।'

'দেখি, কেমন পারি। শিল্পা, তোর পা ঢিল কর।'

আমি সাড়াষির মতো পেচিয়ে ধরা দুটো উরু ফাঁক করেই ছড়িয়ে দিলাম। রুদ্র শরীরের কসরৎ করে ক'বার কোমর চালিয়েই আবার বিড় বিড় করলো, 'বেশ কষ্টের পজিশন তো রে, শিল্পা?

'কর না একটু কষ্ট, আমার সোনার চাঁদ। পরের বউকে 'হাসব্যান্ড-ফাকিং' করছিস। কষ্টের পর কেষ্ট মিলবে। ফাইট ফাইট মন নিয়ে লাগ। এবং খুব জোরে জোরে যেভাবে পারিস ঠাপ দে তো ..'

আমি রুদ্রকে ছাড়ছিই না। আমার যা ইচ্ছে, আমি রুদ্রকে আমার শারীরের উপর থেকে উঠতেই দেবো না। কেবল দু'পা লম্বা করে শূণ্যে মেলে দিয়ে পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে আছি। রুদ্র এই মুহূর্তে দোলনার মতো আমার দুই উরুর মাঝখানে। কখনও আমার ঠোঁটে চুমু করছে, কখনও আমার গালে ভেজা ভেজা জিভ বুলাচ্ছে। 'কষ্টের পজিশন' বললেও দুই পায়ের আঙ্গুল বিছানায় বাঁধিয়ে আমাকে সমানে জোরে জোরেই ঠাপাচ্ছে। জোর দেওয়ার জন্য কখনও দুই হাতে আমার কাঁধ দুপাশ থেকে খামচে খামচেও ধরছে। ইস! কি জোরে! আমার ব্যথা ব্যথা লাগলেও আমি কিছুই বলছি না।

আমি চোখ জোড়া আধবোজা করলাম।

এক সময় রুদ্রই চুদতে চুদতেই বিড় বিড় করলো, 'শিল্পা, এখন বুঝছি, আসলে মনের মতো বান্ধবী না থাকলে কখনও এতোটা বাড়াবাড়ি, এতোটা ফুর্তি করাই যায় না। তোকে ছেড়ে দিতেই মন চাইছে না। তুই আবার হারিয়ে যাবি ভাবলেই কি যে খারাপ ..'

আমি ঝট করে চোখ জোড়া একটু মেললাম। আমার সাথে আবার জড়ানোর নেশা বাড়ছে নাকি ওর ভেতরে।

'কি বললি, রুদ্র?'

'তুই তো সবই বুঝিস, শিল্পা।'

'খবরদার রুদ্র! ও সব হবে না। পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম কি লিখেছেন, মনে রাখবি – নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূণ্য থাক.. । আমাদের যা

কিছু এই নগদ নিয়েই।'

'তুই খুব হৃদয়হীনা, শিল্পা।'

'হ্যাঁ, আমি হৃদয়হীনাই, রুদ্র। হৃদয়হীনা ছিলাম, এখনও আছি, চিরকালই থাকবো। হ্যাঁ, আমাদের বাকির খাতা চিরকালই শূণ্য থাকবে। আয়, আমাদের আসল খাতাই আমরা পূর্ণ করে নিই। কর, কর, রুদ্র। থামবি না।'

রুদ্র একটা দীর্ঘ ছাড়লো।

'শিল্পা, আগে এতোটা ছিলি না, এখন তোর সব কথাবার্তাই কেমন যেন ফিলসোফিক্যাল লাগে।'

'আমি ফিলোসোফি করি আর যাই করি, এখন তুই আমার কোন কথায় কান দিবি না, রুদ্র। খবরদার! এখন তোর কাজ, তোর এ্যাকশনের সময়। ঠাপের পর ঠাপ দিবি, আর চুদে চুদে সুখ নিবি, প্রাণ ভরে নে, রুদ্র।'

আমি কথাবার্তা বলছি সত্যি, কিন্তু এই ফাঁকেই বার বার আমি জড়িয়ে ধরে রুদ্রকে চুমু করার চেষ্টা করছি। গহীন রাতে আমাদের চোদাচুদি সমানেই চলছে। রুদ্র ঠাপের পর ঠাপ দিচ্ছে, আর আমি প্রাণ ভরে পূর্ণ হয়ে নিচ্ছি। আমার কোষে কোষে জ্বালা বাড়ছে। আগুনের কণা আমার শিরার রক্তে ঢুকে গেছে যেন, সেই কণাগুলো দ্বিগবিদিক ছুটে ছুটে আমাকে এখন বিবশ বিহ্বল করে তুলছে। রুদ্রর এভাবে সামনে ঝুঁকে থাকাটাই আসলে সব চেয়ে মজার, আমার জন্য দারুন লাগছ। মাগো! প্রতিটা ঠাপের সাথেই খুব গভীর পেনিট্রেশন হচ্ছে।

'আউউউউউ্! রুদ্র। ইসসসসসসসস! এ্যাই, রুদ্র, শোন, এখন আমার শরীর খুব গরম হয়ে যাচ্ছে।'

'হোক।'

'তুই খুব ভালো রুদ্র। এ গ্রেট ফ্রেন্ড অব মাইন।'

'তুইও খুব ভালো, শিল্পা। এ গ্রেট ফ্রেন্ড অব মাইন টু।'

'এখন একদম থামবি না, রুদ্র। ইসসসসসসসস! ইসসসসসসরেরেরেরে ! আমাকে শয়তানের মতোই পূর্ণ করে দে। উউউউউ্!'

'তুই আবার চেঁচামেচি করছিস, শিল্পা?'

'আমি আগের মতো চেঁচামেচি করছি না, রুদ্র। আস্তে চেঁচাচ্ছি। আউউউউউউউ্!'

‘একটুও চেঁচাবি না, বললাম না।’

‘বিশ্বাস কর, পারছি না, রুদ্র, একটুও পারছি না। মমমমমম! মাগো! উহহহহহহ! কি সুখ! কি জ্বালা!’

সত্যিই এই মুহূর্তে প্রচন্ড সুখ আর এক অপূর্ব ধরণের মধুর জ্বালায় আমি যেন জড়িয়ে গেছি। আমার দুচোখ ভরা স্বপ্ন আর স্বপ্ন – আজ এই নিশুথি রাতের নির্জন প্রহরের কামনা মাখানো ভেজা ভেজা এক রাশ স্বপ্ন।

কখন হবে আমার আরেক খন্ড শান্তির স্খলন?

শেষের কবিতার শেষ পংক্তি ..

রাত তিনটা।

আর না। রুদ্রই এখন তার রুমে ফিরতে চাচ্ছে।

কিন্তু আমি রুদ্রকে ছাড়তেই চাই-ই না।

‘এ্যাই রুদ্র, যাবি কেন? থাক না। একসাথে কেচকি দিয়ে দুজন সারারাত ঘুমাবো।’

রুদ্র জোরে জোরে মাথা নাড়লো। বললো, ‘সকালে এক রুম থেকে আমাদের দুজনকে বেরোতে দেখলে মানুষ-জন কি ভাববে, বুঝিস না, শিল্পা?’

বুঝি আমি। বুঝি, আমাদের রাতের মাতামাতি যা হওয়ার হয়েছে, কিন্তু একত্রে সকাল অব্দি থাকা সম্ভবও নয়, নিরাপত্তার কারণে। কিন্তু রুদ্রকে ছাড়তে হবে ভাবলেই এই মুহূর্তে আমার বুকে একটা জমাট ব্যথা ভয়ংকরভাবেই টন টন করছে। আহা, কতোদিন বাদে ওকে পেলাম, আবার হারিয়েই ..

প্রচন্ড আবেগে আমি টেনে রুদ্রকে আমার শরীরের সাথে মিশিয়ে নিয়েই বিড় বিড় করলাম।

‘তোকে আটকে রাখতেই যখন পারবো না, রুদ্র, আয় না, শেষ বার – প্লিজ, লাষ্ট ফাকিং করি।’

রুদ্র চোখ বড় বড় করে তাকালো, ‘অলরেডি চারবার হয়ে গেছে, শিল্পা।’

জানি আমি। সেই যে রাত পৌনে বারোটায় দুজন আমরা এক রুমে ঢুকেছি। তারপর থেকেই বিরতিহীন মাতামাতি ..। তবু নাছোড়বান্দার মতোই আমি বিড় বিড় করলাম।

‘আরেক বার তোর সাথে না করে তোকে ছাড়লে আমি

ভীষণ কষ্ট পাবো, রুদ্র। প্লিজ, একবার .. আর একবার মাত্র ..'

রুদ্রর মধ্যে এখন আর যৌনমিলনের কোন স্বতঃস্ফুর্ততা নেই যদিও, বাড়াবাড়ি করেই আমি আমি সর্বশক্তিতে টেনে ওকে আমার বুকে তুললাম, চার হাত পায়ে আকড়ে ধরেছি। আমার দৃষ্টিতে আকুতি।

'আমার আর শক্তি নেই, শিল্পা।'

তাও জানি আমি। একদম শিথিল ল্যাল ব্যাল হয়ে আছে ওর পৌরুষ। কিন্তু রুদ্রকে এখন ছাড়া যায় না।

'প্লিজ, রুদ্র, প্লিজ ..'

আমার আকুতির কাছে হেরে গিয়ে রুদ্র এখন জোরে জোরে মাথা নাড়ছে। বললো, 'শিল্পা, এই চার বছরে তুই .. বিশ্বাস কর, শিল্পা, তুই বড্ড খারাপ এক মেয়ে বনে গেছিস। এতো খাই খাই ..'

আমি হাসছি। খাই খাই মেয়ে আমি। হয়তো সত্যি আমি তাই। কি করবো? আমি ভরা যৌবনের যুবতী এক নারি। আমার যে সহ্যই হয় না।

আমি দু'দেহের ফাঁক দিয়ে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে রুদ্রর পুরুষাঙ্গ মুঠো করে ধরে আমার যোনির মধ্যে অনেকখানি গেঁথে দিলাম। মুখ উঁচু করে রুদ্রর ঠোঁটে আলতো কামড় বসালাম। আমি রুদ্রর কোন কথাই কানে তুলছি না।

'ঠেল, রুদ্র, যতটুক যায় দে।'

'তুই কি রে, শিল্পা? এতো নাছোড়বান্দা কেন? তোর কোষে কোষেই এমন ভয়ংকর জ্বালা কি করে হলো?'

'তুই যা ইচ্ছে, আজ রাতে আমাকে বলতে পারিস, রুদ্র। মনে কর, আমি তোর বান্ধবী, তোর জন্যই কামনার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। কাজেই দে।'

শেষ অব্দি রুদ্র আমার পিড়াপিড়িতেই কোমর ঠেললো। ওর স্বল্প উত্তেজিত পুরুষাঙ্গ ঢুকছেই না। আমার যোনির মুখ থেকে আঁকা বাঁকা হয়েই সরে সরে যাচ্ছে, আর আমি .. আমি আরো আগ্রহের সাথে ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি – বেশি বেশি করেই ঢুকিয়ে দিচ্ছি, আর মাঝে মাঝে চাটি মারছি রুদ্রর পিঠে।

রুদ্র ঠেলছে, কিন্তু হচ্ছেই না।

প্রায় মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পর, আমি স্পষ্টই টের

পেলাম, রুদ্রর পুরুষাঙ্গ নরম হলেও আমার ভেতরে বেশ খানিকটা ঢুকলো। আর আমি .. আমি সাথে সাথে দুহাতে রুদ্রকে শক্ত করে জাপটে ধরেই ওর কানের লতিতে আরেক দফা কামড় বসালাম।

'বের করবি না। খবরদার, রুদ্র।'

'তুই সত্যি একটা কুত্তী, শিল্পা।'

'তুইও একটা বাষ্টার্ড। গালি দিলে তোরটা শক্ত হচ্ছে, টের পাচ্ছি, রুদ্র।' আমি রুদ্রর কানের লতিতে আরেকটা কামড় বসালাম।

'তুই একটা চুতমারানি, শিল্পা।'

'তুই তাহলে মাগিবাজ, রুদ্র ...'

'তুই একটা বেশ্যা, প্রস্টিটিউট।'

'হ্যাঁ, রুদ্র, তোর জন্য আমি বেশ্যা মেয়ে। মনে কর না, আজ রাতে আমি শুধু তোর জন্য দিওয়ানা স্পেশাল প্রস্টিটিউট। রুদ্র, আরেকটা গালি দে, আর আমার ক্লায়েন্টের মতোই আমাকে চোদ। দে, দে না, আর একটা গালি ..'

'আর গালি লাগবে না, শিল্পা। শিল্পা, বললে তুই হয়তো বানিয়ে বলবি আমি বানিয়ে বলছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, শিল্পা, আমি জানতামই না, তুই-ই বুঝিয়ে দিয়েছিস, গালি দিলে আমারটা শক্ত হয়। আমারটা সত্যিই খুব শক্ত হয়ে গেছে, শিল্পা। নাউ আই অ্যাম ফুল্লি রেডি ফর ইউ।'

'আমিও তোর জন্য ফুল্লি রেডি। আয়, আমরা হারাই সুখের স্রোতে।'

যাতে আর নরম না হয়, সে জন্য রুদ্র আমার সাথে জোরে জোরে ক'বার ঠাপ লাগিয়েই চেঁচালো, 'তুই পা আরো মেলে রাখতে পারছিস না, শিল্পা?' আমি আমরা দুটো পা যদ্দূর সম্ভব ছড়িয়ে দিতে না দিতেই রুদ্রর আবার চেঁচানি। 'তোকে বলে দিতে হচ্ছে কেন, শিল্পা? তুই এক ফাকিং লেডী না। আমার সাথে খিচ মারতে মারতে ..'

আমি এখন মিষ্টি করেই হাসছি। এই তো ভালোই করছে। করুক, যে ভাবে পারে করুক।

আমাদের আখেরী চোদাচুদি। রুদ্র ঠাপ মারছে, আমিও সমানে খিচ চালাচ্ছি। শেষ অজানা সুখের আশায় চলছে

আমাদের দুজনের আজ রাতের শেষ কোস্তাকুস্তি। আহা।

ইসসস!

উঃ::::::::::::::::। আউউউউউউউউউ্!!

থ্যাংকস ফর পরকীয়া ..

আরো প্রায় বিশ মিনিট বাদে রুদ্র বাথরুম থেকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে নিয়েই নিজের পোশাক পরলো। চলে যাবে।

আমি খাট থেকে নেমে ম্যাক্সী গায়ে চাপিয়ে রুদ্রর সাথে শ্লথ পদক্ষেপে দরজা অব্দি এলাম।

রুদ্রই খিল খুললো, সাবধানে। বাইরে কেউ আছে কিনা দেখে নিচ্ছে।

রুদ্র আমার মুখে তাকিয়ে আলতো কণ্ঠে উচ্চারণ করলো।

'থ্যাংকস শিল্পা। থ্যাংকস ফর দি পরকীয়া।'

আর কোন কথা না। আমার কব্জিতে সজোরে একটা টিপ। তারপরই রুদ্র সরাসরি আমার রুমের বাইরে।

হাসছি আমি।

পুরুষরা কি বোকা! গোটা একটা রাত আমার সাথে চোদাচুদির পরও শেষ মুহূর্তে আমাকে পরকীয়া সুখের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে গেলো যখন, বোঝা যায়, ব্যাটা গাধাটা এখনও মনে মনে বিশ্বাস করেই আছে, আমি বিবাহিত নারি। *হা হা হা।* এই গভীর নিশুথি রাতে আমার সাথে চোদাচুদি সেরে রুদ্র কি অদ্ভুতভাবে সারিবদ্ধ রুমের মাঝখানের করিডোর ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। সংঘাতিক সন্ত-র্পন ভাব। কোন আওয়াজই করছে না। পা টিপে টিপে হাঁটার ভঙ্গি। আমার মনে হচ্ছে, ঠিক যেন কাম-চোরা এক পুরুষ।

আমি শুধু দরজা ঠেলে বাইরে একটুখানি মুখ বের করে হাত নাড়লাম। টা টা।

বিদায়, আমার গুড ওল্ড সেক্স ফ্রেন্ড। রুদ্র, বিদায়।

এই কয় ঘন্টার ঝাপটাঝাপটি চোদাচুদির পর এখন আমাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হতে হবে। রাত শেষ হয় হয়। প্রায় চারটে।

চারদিক কি নীরব! কি শান্ত! সবাই যে যার মতোই শান্তির নিদ্রায় তলিয়ে আছে। আমি আর বড়জোর তিন ঘন্টা ঘুমাবারই সুযোগ পাবো।

কাল সকাল আটটায় আবার সেশান শুরু। চলবে দুপুর অব্দি। তারপরই আর্ন্তজাতিক সংস্থার এই প্রাইভেট মিড-লেভেল এন্টারপ্রেনিউর কনফারেন্স শেষ।

আমি আবার চলে যাবো আমার চির পরিচিত পথ ধরে, ঢাকার উদ্দেশ্যে, আমার কর্মস্থানে। রুদ্রও চলে যাবে তার গন্তব্যে, তার সিলেটি বউয়ের আঁচলে।

কিন্তু আমি জানি, কাল যখন আমি চট্টগ্রাম ছাড়বো, আমার সব কিছুই মনে হবে একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো। একসময় ফুরিয়ে যাবে দিন, কালের গর্ভে বিলীন হবে সময়। শুধু রুদ্রর সাথে আমার এই এক রাতের দুর্দান্ত মাতামাতি একটা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়েই থাকবে, সময়ের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে ছবিটা স্মৃতির রঙে আরো রঙিন হবে, আরো জীবন্ত হবে।

আর ..

আর বার বার আমার মনে ভেসে উঠবে। বিহ্বল করবে আমাকে।

বিবর্ণ রৌদ্রের ঝলকানির মতোই।